ব্রাহ্মিকা যে যে কার্য্যে,যে যে ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছ—তাহা সম্যক্ পালন করিয়া পৃথিবীতে সত্যধর্ম্মের জয় ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সজীব ফটোগ্রাফি।*

(২৪ সংখ্যা ২৮১ পৃষ্ঠার পর)

ঊর্দ্ধাধোভাগে চক্ষুর বিভাগ দেখিতে যেরূপ তাহার একটা প্রতিকৃতি এস্থলে দেওয়া গেল;ইহা দৃষ্টে চক্ষুর আভ্যন্তরিক গঠন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

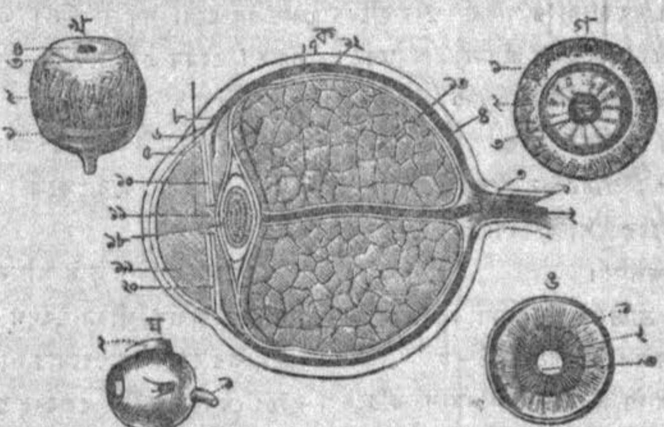

১। অপ্‌টিক্ নার্ভ (Optic nerve) বা দৃক্‌স্নায়ু।

২। রেটিনার মধ্যস্থ ধমনী।

৩। দৃক্‌স্নায়ুর আবরণ।

৪। স্ক্লেরটিকা (Sclerotic coat) বা শ্বেতাবরণ।

৫। কর্ণিয়া (Cornea); চক্ষুর সম্মুখস্থ স্বচ্ছাবরণ।

৬। স্ক্লেরটিকা ও কর্ণিয়ার সন্ধিস্থল।

৭। কোরইড(Choroid); স্ক্লেরটিকা ও রেটিনার মধ্যস্থ কৃষ্ণাবরণ।

৮। সিলিয়ারি বন্ধনী (Ciliary ligament)।

৯। আইরিস্ (Iris) আলোক পরিমাণানুযায়ী সঙ্কোচক ও সম্প্রসারক ঝিল্লী

১০। পিউপিল্ (Pupil) বা পুত্তলি।

---

* এবারেও সমুদায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইল না। আগামী বারে সমুদায় বিশেষ বিবরণ এবং ফটোগ্রাফির সহিত ইহার কিরূপ সৌসাদৃশ্য, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। পাঠিকাগণ চিত্রলিখিত চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন গঠনগুলি মনে রাখিবেন।

১১। রেটিনা (Retina) চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অনুভূতি-সাধক ত্বক্।

১২। ভিট্রিয়স হিউমর (Vitreous humour)); অন্তর্কোটরস্থ গলিত কাচ সদৃশ তরল পদার্থ।

১৮। ক্রিষ্টালাইন লেন্স(Crystaline lens) মধ্যকোটরস্থ কাচ।

১৯। } একুইয়স হিউমর Acqueous
২০। } humour) সম্মুখ কোটরস্থ জলবৎ তরল পদার্থ।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৭ ই জানুয়ারি সুদানে মেহদীর সহিত ইংরাজদিগের এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজপক্ষ জয় লাভ করিয়াছেন।

২। এ বৎসর, পারিসের মেডিকেল কলেজে ৭৮ জন স্ত্রীলোক ভর্ত্তি হইয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেবের ৭৫ বার্ষিক জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। এত বয়সে একজন লোক এত বড় সাম্রাজ্য চালাইতেছেন, ইহা কি সামান্য কথা?

৪। মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। বর একটী জর্ম্মাণ রাজপুত্র, তাঁহাকে ঘর জামাইয়ে থাকিতে হইবে।

৫। আমেরিকার কালিফর্ণিয়া প্রদেশে একটী গন্ধক ও একটী ফটকিরীর পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে। গন্ধকপর্ব্বত হইতে নাকি ৩০০ কোটী মণ গন্ধক পাওয়া যাইবে।

৬। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম আগরা মেডিকেল স্কুলে স্ত্রীলোকদিগের পাঠের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং বাসাভাড়া, খোরাকী ও স্কুলের বেতন জন্য তাহাদিগের কিছু লাগিবে না।

৭। বর্দ্ধমান ও বীরভূম অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়িতেছে। ইতিমধ্যে কোন কোন স্থানে অন্নাভাবে ইতর শ্রেণীর লোকের মৃত্যু হইতেছে। সাধারণের সাহায্যদানের নিতান্ত প্রয়োজন।

৮। গত ২৭এ জানুয়ারি সুপ্রসিদ্ধ ইলবার্ট সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহার ভবনে মহিলাদিগের এক সায়ংসমিতি আহ্বান করেন, তাহাতে ইউরোপীয় ও দেশীয় প্রায় ১৫০টী রমণী বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। বিবী ইলবার্টের সৌজন্য ও সদাশয়তার জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে ধন্যবাদ করি।

৯। কুমারী কেণ্ডাল ইউরোপীয় পতিতা রমণীগণের উদ্ধারার্থ যে বৃহৎ আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় দুর্ভাগিনীগণের বাসের জন্যও একটী বিভাগ খুলিয়াছেন শুনিয়া আমরা যারপরনাই আহ্লাদিত হইলাম।

পুস্তকাদিসমালোচনা।

১। বিবেকবাণী—শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৸৹ আনা। ধর্ম্ম, সমাজনীতি ও সাধুজীবন ঘটিত কয়েকটী প্রবন্ধ লইয়া এই পুস্তকখানি সংরচিত হইয়াছে। লেখক একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার, সুতরাং তাঁহার লেখা সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার গভীর দৃষ্টি ও হৃদয়ের উদার ভাব অনেক স্থলে দর্শন করিয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম।

২। বিক্রমপুর-সম্মিলনী সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।—গত বর্ষে এই সভার অধীনে ৪৩৯টী স্ত্রীলোক পরীক্ষা দিয়া ৪২৪টী উত্তীর্ণা হইয়াছেন। ৩০ বৎসরের পর্য্যন্ত সধবা ও বিধবা পরীক্ষার্থিনী হইয়াছিলেন এবং চণ্ডাল-জাতি হইতে ২টী বালিকা পরীক্ষা দেয়, ইহা বড় আশাকর। সভার হস্তে গচ্ছিত অনেকগুলি বিশেষ বৃত্তি ও পুরস্কার আছে,এবং সভার আয় ৬০৬৸১৫ হইয়াছিল। ইহা দ্বারা সভার কার্য্যকারিতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

৩। ময়মনসিংহ সম্মিলনীর ২য় বার্ষিক কার্য্যবিবরণ (১২৯০—৯১)।—এই সভায় ৪০২ জন পরীক্ষার্থিনী হন, তন্মধ্যে ২৬৯ জন পরীক্ষা দিয়া ২৫৯ জন উত্তীর্ণ হন। এ সভারও আয় প্রায় ৪০০ টাকা হইয়াছিল। সভা দুই বৎসর মাত্র জন্ম গ্রহণ করিয়া যেরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা বেশ সন্তোষকর।

৪। শৈশবকুসুম—প্রথম ভাগ, মূল্য ।৹ আনা। এখানি পদ্যময় গ্রন্থ, পড়িলে বাল্যকালের কবিতা লেখার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে ভাবুকতা আছে। লেখক নিরুদ্যম হইবেন না।

৫। জীবনালোক—শ্রীউমাপদ রায় কর্তৃক লিখিত, মূল্য ৴৹ আনা। খৃষ্টের অনুকরণ নামক অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্মভাব ও সদুপদেশপূর্ণ গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা সরল ও বিশুদ্ধ, ইহার সাহায্য লইলে অনেকে জীবনপথে আলোকলাভ করিতে পারিবেন আশা করা যায়।

৬। সফল স্বপ্ন—ইতিহাসমূলক উপন্যাস, বনপ্রসূন-রচয়িত্রী প্রণীত। লেখিকা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে গদ্য রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম। পুস্তকখানি সরল ও সুপাঠ্য হইয়াছে।

৭। সৌভাগ্যসোপান—শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র দাসগুপ্ত বি,এ, প্রণীত, মূল্য ১৷৹ টাকা। যাহাদ্বারা মনুষ্যের চরিত্র গঠিত হইয়া প্রকৃত সৌভাগ্যলাভ হইতে পারে, এরূপ

অনেকগুলি নীতিগর্ভ প্রস্তাব ইহাতে প্রকটিত হইয়াছে এবং অনেকগুলি সাধুর উক্তি ও সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাবগুলি হৃদ্গত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

*** আমরা স্থানাভাবে কয়েকখানি পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

বামাগণের রচনা।

নারীগণের অল্প শিক্ষা।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গনারীগণ অতি অল্প মাত্রই জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন। যে দু একজন শ্রদ্ধাস্পদা বঙ্গরমণী আপনাদের বিশেষরূপে জ্ঞানোন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা এত বিরল যে, অবশিষ্টদের সহিত অনুপাত ধরিলে তাঁহারা পাঁচ শতের মধ্যে একজন মাত্র।* অধিকাংশ নারীই এক্ষণে অল্প শিক্ষা কারাগারের বদ্ধ বায়ু সেবন করিয়া মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না। আধুনিক বঙ্গ কামিনীগণকে প্রায়ই নিরক্ষরা দেখিতে পাওয়া যায় না—বিশেষ সহরবাসিনীগণকে। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক গৃহস্থ নারীই উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন। নারীগণ গৃহকর্ম্মের সুব্যবস্থা ও সন্তান পালনের সুপ্রণালী শিক্ষার উপযোগী কতকগুলি বিষয় শিক্ষা করিয়া নিরস্ত হউন, ইহা অপেক্ষা বেশী আর তাঁহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা নাই, ইহা অপেক্ষা উর্দ্ধে উত্থিত হইবার তাঁহাদের অধিকার নাই, অনেক সহৃদয় ব্যক্তিগণ উক্ত কথা বলিয়া স্ত্রী-শিক্ষার একটী সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার যে অনন্ত সোপান-পরম্পরা গ্রথিত রহিয়াছে, তাহার অতি নিম্নতম সোপান মাত্রে ভারতবাসিনীগণ পদার্পণ করিয়াছেন, এখনি তাঁহাদের শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলে, আর তাঁহাদের উন্নতির আশা কোথায়? যথার্থ জ্ঞান লাভে স্ত্রী-ভাব বিলুপ্ত বা তাঁহাদের অবশ্য প্রতিপাল্য পরম পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে অনাস্থা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মানব মনের যে কোন উচ্চ ভাবই হউক না, উন্নত জ্ঞান সহযোগে তাহা আরও অধিকতর সুন্দর, উজ্জ্বল, ও বিশুদ্ধ আকার ধারণ করে। আর নর নারী, যিনিই কেন হউন না, শুধুই কেবল ভাবের পথে জীবনকে পরিচালিত করিলে মানব জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য বিকসিত

* কৃতবিদ্যা রমণীর সংখ্যা হাজার করা দুই জন হইলেও অল্প আহ্লাদের বিষয় নয়। কিন্তু এ গণনায় সন্দেহ আছে।—বা বো, স।

হয় না। ভাবের পথে কঠোর উন্নত জ্ঞানের উচ্চ আলোক স্তম্ভ না থাকিলে, পদে পদে অনেকেরই বিপথে পদার্পণ করিবার সম্ভাবনা। মানব জীবনে পবিত্র ভাবের কঠোরতা ও কোমলতা, দুই সন্নিবেশিত হইলে, তবে সে জীবন মনোরম শোভা সৌন্দর্য্যের বিকাশক হয়, সেই জীবনের সু-দৃষ্টান্ত অনেকের জীবনপথের আলোক হয়। জ্ঞান ও ভাব দুয়ের সম্মিলনেই মানব জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সাধিত হয়। জ্ঞান এমনি সুমহান্, পবিত্র, ও গৌরবাস্পদ পদার্থ যে, উহা মানব হৃদয়ের যে ভাবের সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাই অতি পবিত্র ও গৌরবান্বিত ভাব ধারণ করে। জ্ঞান-বিরহিত ভাব অনেক সময়ে অনেক অশুভ ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্ম-বিশ্বাস কুসংস্কারে, ঈশ্বর প্রেম অন্ধভক্তিতে, সুশীলতা কপট বিনয়ে, ক্ষমা স্নেহ দয়া, অনুচিত প্রশ্রয় দানে পরিণত হয়। এ সকল যে ভয়ানক দোষাবহ, তাহা জ্ঞানী হৃদয়মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারেন। যথার্থ জ্ঞান-ভূষিত অন্তরই পবিত্র ভাব সমূহে পরিপূর্ণ হয়। সেই অন্তরই জীবন্ত ঈশ্বর-প্রেমের আকর ভূমি; কারণ, তিনি প্রতি পদবিক্ষেপে, ঈশ্বরের অপার জ্ঞান শক্তির প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যতর প্রমাণ প্রতীতি করিয়া অপার আনন্দে নিমগ্ন হয়েন। সেই অন্তরই যথার্থ অকপট বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি; কারণ, তিনি পলকে পলকে আপনার ক্ষুদ্রতা, অন্ধতা, মূর্খতা বিশদরূপে অনুভব করেন। সেই অন্তরের স্নেহ, দয়া, ক্ষমা, সকলই অতি পবিত্র, উচ্চ, নিঃস্বার্থ; কারণ, তাঁহার হৃদয় অতি সুদৃঢ় গঠনে গঠিত—বিশুদ্ধ উপাদানে নির্ম্মিত। সেই অন্তরই উচ্চ উদারতার নিরপেক্ষ ভাবের আধার; কারণ, তিনি কোন মনুষ্যবিশেষকে, কিম্বা একধর্ম্ম-ভাবসম্পন্ন কতকগুলি মনুষ্যকে, এক-বারে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন না। তিনি আপনার প্রতিও আপনি একান্ত পক্ষপাতী নহেন; কারণ, তিনি আপ-নাকেও ভ্রমসঙ্কুল মনুষ্য বলিয়া জানেন। যথার্থ জ্ঞানভূষিত হৃদয়রূপ সৌরজগতে জ্ঞানসূর্য্য কেন্দ্রস্থলে থাকিয়া ভাবরূপ গ্রহ উপগ্রহগণকে, আলোকিত, উত্তাপিত, বিশোধিত ও নিয়মিত করিয়া থাকে। সেই হৃদয় সকল অবস্থাতে নির্ব্বিকার চিত্তে সাংসারিক সহস্র প্রলোভন সমূহের মস্তকে আন্তরিক ঘৃণার সহিত পদাঘাত করিতে করিতে জীবন পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়।

যথার্থ সুশিক্ষিতা নারীদ্বারাই সহজে, সুশৃঙ্খলায়, যথাযোগ্য, যথাবিহিত রূপে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালিত হইতে পারে। কর্ত্তব্য সাধন করিতে তিনি যেমন পারেন, অশিক্ষিতা কুসংস্কারাপন্না, ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত-মনা স্ত্রীলোক কখনই তেমন পারেন না। তাঁহার হৃদয়ের ধৈর্য্য, ক্ষমা, সুশীলতা, সরলতা, দয়া, ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি অমূল্য সদ্ভাবসকল জ্ঞানসংযুক্ত অতীব বিশুদ্ধ। তাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান রাজমহিষী;

সদ্ভাবসমূহ সেই জ্ঞানরূপা রাজমহিষীর প্রিয়তমা সহচরী। ভাবরূপা সহচরীগণ সেই রাজমহিষীর আজ্ঞা পালনে, তাঁহার সন্তোষ সাধনে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকেন। আর সেই জ্ঞানরূপা পরম শ্রদ্ধাস্পদা, মহত্তর গৌরবান্বিতা রাজমহিষীও উক্ত প্রিয়তমা সহচরীগণের সম্যক্ কল্যাণ সাধনের জন্য নিয়ত তাহাদের তত্ত্বাবধান করেন। অধৈর্য্য, অসরলতা, স্বার্থপরতা, অল্প কারণে বিরক্ততা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, দয়া বাৎসল্য-বিহীনতারূপ কুৎসিত সঙ্গিনীদের সহবাস হইতে তাঁহার সেই প্রিয়তমা সহচরীগণ যাহাতে দূরে থাকেন, সে বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য স্থির থাকে। জ্ঞান বিজ্ঞানভূষিত-হৃদয়া নারীরই সংসার অতি সুখের সংসার। তাঁহাহইতে তাঁহার পরিবারস্থ সকলে ও অতিথি অভ্যাগত দীন দুঃখী অনাথ জনে বহু পরিমাণে সুখ সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। গৃহিণীর প্রধান গুণ যে ধৈর্য্য ক্ষমা, তিনি সহস্র কারণে উত্ত্যক্ত হইলেও উক্ত প্রধান গুণ হইতে বিচ্যুত হয়েন না। কারণ, তিনি জানেন সমস্ত পরিজনের সুখ শান্তি আরাম তাঁহার উপর নির্ভর করে, তজ্জন্য তিনি কখনও বিরক্তি বা ঔদাসীন্য প্রকাশ না করিয়া বরং ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতেছি জানিয়া হৃষ্টচিত্তে সংসারের গুরুভার মস্তকে করিয়া বেড়ান। তিনি সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিশ্বাসপ্রশ্বাসবৎ অতি সহজে সম্পন্ন করেন। তিনিই সকলের প্রতি সকল কর্ত্তব্য বিশিষ্টরূপে পালন করিতে সক্ষম। তিনিই স্বামীকে বিচক্ষণ সচীবের ন্যায় নিয়ত সৎপরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। তিনিই স্বামী কিম্বা পিতা কিম্বা ভ্রাতার স্বদেশোন্নতিকর কোন মহৎ কার্য্যের সহকারিণী হইতে সম্যক্ উপযুক্তা। সন্তান সন্ততিগণের সুকোমল হৃদয়ে সুনীতির বীজ বপন করিতে, তাহাতে সদ্দৃষ্টান্তের বারি সেচন করিতে এবং তাহাদের সেই হৃদয়-নিহিত সুনীতির বীজ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অঙ্কুরোৎপাদন করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইতেছে কি না দেখিতে—ফলপ্রসূ হইবে কি না হৃদয়ঙ্গম করিতে—তিনিই প্রকৃতরূপে সক্ষম হন। তিনিই দাসদাসীগণের শারীরিক মানসিক সুস্থতা সম্পাদনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। তিনি কখনও তাহাদের প্রতি সগর্ব্ব বচন, সাহঙ্কার দৃষ্টি বা তাহাদিগকে সাধ্যাতীত কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারেন না। কেননা তিনি জানেন সকলেই সেই অপক্ষপাতী ঈশ্বরের জীব। কেবল জগতের ঘটনা বশতঃ—অবশ্যম্ভাবী অবস্থাবৈচিত্র্যের জন্য ইহারা দাস দাসী, আমি কর্ত্রী হইয়াছি, ইহাদের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য করিবার আমার অধিকার নাই। তিনি কখনও ধৈর্য্যকে অতিক্রম করেন না, কারণ তিনি জানেন এ সংসার চঞ্চলতার প্রতিমূর্ত্তি; রোগ, শোক, দুঃখ, এ জগতের অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তিনি ক্ষমা

গুণকে হৃদয়ে যত্নের সহিত পোষণ করেন, কারণ, তিনি জানেন প্রকৃতি-বৈচিত্র অবশ্যম্ভাবী; সংসারে কেহ ক্রোধী, কেহ অবিনয়ী, কেহ অভিমানী, থাকিবেই থাকিবে। সংসারের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির নর নারীর সহিত সদ্ব্যবহার করিতে তিনিই সক্ষম। তাঁহার অন্তর অকৃত্রিম সুশীলতার খনি; কারণ, তিনি জানেন সুশীলতারূপ অমৃত রাশিতে কৃত্রিমতা বিষবিন্দু মিশ্রিত থাকিলে তাহা ভয়ানকরূপে নিজেরই প্রাণ বিনাশের কারণ হয়। তিনি কখনও অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না; কারণ তিনি যথেচ্ছাচারিতা নয় কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা কি, তাহা বুঝিতে পারেন। সেই নারী সমস্ত পদার্থ-তত্ত্ব অবগত; এজন্য তিনি অসুস্থকে উপযুক্ত পথ্য, সুস্থকে উপযুক্ত আহার পানীয় প্রদান করিতে সক্ষম। গভীর জ্ঞান বিজ্ঞান-ভূষিতা নারীহৃদয় কখনও ধৈর্য্যকে অতিক্রম করে না। তিনি হৃদয়-বিদারক শোক দুঃখকে দূরে রাখিয়া দিতে সমর্থ হন। তাঁহার উন্নত চিন্তা, তাঁহার ঘন গভীর ঈশ্বর-প্রেম, তাঁহাকে সংসারের শোক দুঃখের অতীত স্থানে রাখিয়া দেয়। সংসারে অহর্নিশ মানবের অপ্রীতিকর ঘটনা সকল ঘটিয়া থাকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উল্লাসকর বা অপ্রীতিকর ঘটনায় উল্লসিত কিম্বা বিষাদিত হইতে গেলে, হৃদয়ের উচ্চতা ও গাম্ভীর্য্য চলিয়া যায়। এরূপ বিক্ষেপ-যুক্ত হৃদয়—নিস্তব্ধ গম্ভীর—অনন্ত—মহান্ প্রশান্ত ব্রহ্ম সত্তা সাগরে নিমগ্ন হইবার বিষম অন্তরায় জানিয়া তিনি সর্ব্বক্ষণ চিত্তের অচঞ্চল ভাব রক্ষা করিতে সক্ষম। তিনি ক্ষণকালের জন্যও মনুষ্য জীবনের পরম উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়েন না। তাঁহার হৃদয় অবিচলিততার—বিশুদ্ধতার, দৃঢ়তার প্রশস্ত ক্ষেত্র; তাঁহার হৃদয়ের অনুপম সৌন্দর্য্যজ্যোতি সর্ব্বক্ষণ তাঁহার অঙ্গে বিকিরিত হয়; তাঁহার সৌন্দর্য্য-তাই যোগিমন-মুগ্ধকর। তাঁহার হৃদয়ের বিমল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বিমল-আত্মা সাধুগণ তাঁহাকে শ্রদ্ধা ভক্তিভরে বিশুদ্ধ প্রীতির নয়নে সন্দর্শন করিয়া অপার আনন্দলাভ করেন, আর পাপীর অপবিত্র চক্ষু তাঁহার চিরস্থির পবিত্রতার তীক্ষ্ণ জ্যোতিকে আপনা আপনি ঝলসিত ও নিমীলিত হইয়া পড়ে, তাহার পাপ চিন্তাপূর্ণ মস্তক তাঁহার দিকে উত্তোলন করিবে কি, আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে। উচ্চ জ্ঞানালঙ্কৃতা নারী দ্বারা পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের ত্রুটি হওয়া দূরে থাকুক, তাহা আরও ভালরূপেই সুসম্পন্ন হওয়া সম্ভব।

ক্রমশঃ

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪২ সংখ্যা } ফাল্গুন ১২৯১—মার্চ্চ ১৮৮৫। { ৩য় কল্প। ১ম ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি ইলবার্ট সাহেবের সহধর্ম্মিণী তাঁহার গৃহে আর একটী সায়ংসমিতি আহ্বান করেন, তাহাতে ৫০।৬০টী মহিলা সমবেত হন। ইহাঁদের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। রাজপ্রতিনিধির পত্নী লেডি ডফরিণ উপস্থিত হইয়া সকলের প্রতিই বিশেষ সৌজন্য প্রদর্শন করেন। যে কয়েকটী বঙ্গমহিলা মেডিকেল কলেজে পড়িতেছেন, তিনি তাঁহাদের বিশেষ তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করেন এবং এদেশে বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা কিরূপ প্রদান করা হয় তদ্বিষয় অনুসন্ধান করেন। বিবী ইলবর্টের আতিথেয়তায় সকলে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি পদে বৃত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবসূচক।

একজন জর্ম্মণ পণ্ডিত চন্দ্রলোকে জীবের বাস আবিষ্কার করিয়াছেন। তথায় গ্রাম নগর আছে, ইহাও তাঁহার লক্ষ্যপথে আসিয়াছে।

বাবু রামস্বামী পলতার নামে এক ব্যক্তি শ্যামের রাজপরিবারস্থ সন্তানদিগকে শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত রাজপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর ছাত্রেরা অধিকতর শিক্ষালাভার্থ বিলাত যাইতেছেন। রামস্বামী না কি বাঙ্গালী, তিনি শ্যামরাজ্যে একটী ইংরাজী স্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতেছেন।

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম তাঞ্জোরের রাজকুমারী বসন্তরোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইনি একজন শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে রাজ্যসম্পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া যারপর নাই মনোবেদনা প্রদান করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার প্রাণ জুড়াইল।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বিজ্ঞান সভাগৃহে স্ত্রীলোকদিগের বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা কার্য্যে পরিণত হইলে বড় উপকার হয়।

সেনাপতি গর্ডন অসমসাহসিকতার সহিত খার্টুম নগর রক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম মহাত্মা গর্ডন বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরাজিত ও বন্দীকৃত হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এককালে হতাশ্বাস হইয়াছি। ইনি একজন প্রকৃত ধর্ম্মবীর ছিলেন।

আমাদিগের যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার এডওয়ার্ড আল্‌বার্ট বিক্টর গত ১৫ই জানুয়ারি ২১ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। এই উপলক্ষে নৃত্যাদির বড় ঘটা হয়। ইংলণ্ডের বিশাল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন যুবরাজপুত্রকে এক পত্র দ্বারা অভিনন্দন করিয়াছেন।

রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে মিথিলাতে যাইবার জন্য তাড়কাবধ ও কত বাধা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে এই উভয়স্থান একটী রেলওয়ের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া সাধারণের পক্ষে সুগম হইয়াছে।

কলিকাতার ফ্রি স্কুল নামে একটী বিদ্যালয় আছে। শুনা যায় নবাব সেরাজ উদ্দৌলার প্রদত্ত অর্থ দ্বারা ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অধীনে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহার গৃহ নির্ম্মাণার্থ আমাদিগের বর্ত্তমান বঙ্গেশ্বর সার রিবার্স টমসন রাজকোষ হইতে কয়েক সহস্র টাকা প্রদান মঞ্জুর করিয়াছেন।

গত ২৬এ জানুয়ারি সিটি কলেজ গৃহে বঙ্গমহিলা সমাজের এক সাম্বৎসরিক হয়, তাহাতে প্রায় ১০০ ভদ্র মহিলা ও অনেক গুলি ভদ্রলোক উপস্থিত হন। ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায় বায়ু সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন ও পরীক্ষাসহ অতি পরিষ্কাররূপে তাহার প্রক্রিয়া দ বুঝাইয়া দেন। তৎপরে সঙ্গীত, ইংরাজী ও বাঙ্গালা আবৃত্তি এবং জলযোগ হয়। এ প্রকার সম্মিলনী আমোদের সহিত জ্ঞানলাভের একটী উৎকৃষ্ট উপায়।

তুরুস্কদেশের রমণীগণের অবস্থোন্নতির জন্য বর্ত্তমান সুলতান বিশেষ সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার আদেশে রাজকীয় ব্যয়ে কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ষ্টাম্বোল নগরে এক মৃত পাসার রাজপ্রাসাদে যে বিদ্যালয়টী হইয়াছে, তাহা আদর্শস্থানীয়। তাহাতে ৩০০ ছাত্রীকে আহার এবং ১০০ ছাত্রীর বাসস্থান ও সম্পূর্ণ ব্যয় দেওয়া হয়। বিবী কালাবাস ও ৬জন শিক্ষয়িত্রী ইহার শিক্ষাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ৪জন অতিরিক্ত শিক্ষক আসিয়া লেখা, চিত্র ও গানবাদ্য শিখাইয়া থাকেন। ৭ হইতে ১৪ বৎসরের বালিকারা এখানে অধ্যয়ন করে। তাহারা আপনাদিগের পোসাক প্রস্তুত করে এবং কাপড়ে বুটা তোলাও শিখিয়া থাকে। মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে এরূপ দৃষ্টান্ত আশা-জনক।

আমেরিকার নূতন মনোনীত প্রেসিডেণ্ট ক্লিবলণ্ড ৩০ বৎসরের পূর্ব্বে এক অন্ধদিগের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণে এত অনুরাগী যে রাশি রাশি উপহার প্রেরণ করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিতেছে। তিনি এত ভেট লইয়া কি করিবেন, সুতরাং ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন তাঁহার জন্য যে সকল ভেট আসিবে, তাহার অধিকাংশ তাঁহার জন্মভূমি আলাবানীর দাতব্য-ভাণ্ডারে প্রেরিত হইবে।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট জেনারল গ্রাণ্ট দুইবার প্রেসিডেণ্টের কার্য্য ও স্বদেশকে ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াও নিজে একপ দীনাবস্থ, যে এক্ষণে সংবাদপত্রে লিখিয়া যে কিছু কিছু টাকা পান, তদ্বারা তাঁহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। সংসারের গতি বিচিত্র!

মিসরের টেলেল কবিরের যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতি রসনের মৃত্যুসংবাদ পাইবা-মাত্র ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহার বিধবা পত্নীকে সান্ত্বনাসূচক এক পত্র লিখিয়া বলেন "আমি তোমাদিগের নবজাত শিশুর ধর্ম্মমাতা হইব।" কয়েক দিন পরে তিনি অসবোর্ন নগরে অন্বেষণ করিয়া করিয়া উক্ত মাতা ও শিশুর নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার অঙ্গীকার বিধিপূর্ব্বক পালন করেন। মহারাণী বিক্টোরিয়ার সহৃদয়তা ধন্য।

ডাক্তার বার্ণার্ডো অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও লণ্ডনের নিরাশ্রয় রাজ-পথ ভ্রমণকারী অনাথ বালক বালিকা-দিগকে এক ভোজ দেন। তাহাদের সংখ্যা ১২০০ হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্য হইতে ২০০ বালককে অনাথাশ্রমে স্থানদান করা হইয়াছে।

শিশু বিনয়ন।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সাধারণতঃ শাসনকার্য্য দুই প্রকারে সম্পাদিত হয়—বিতৃষ্ণা প্রদর্শন, ও তিরস্কার। এই উভয়ের মধ্যে বিতৃষ্ণা প্রদর্শন অধিক ফল-প্রদ। নিম্নলিখিত কোন গৃহস্থ বিদেশে কর্ম্ম করিতেন, সুতরাং তাঁহার শিশুর শাসনভার কেবল তাঁহার পত্নীর উপর ছিল। কিন্তু পত্নী তাদৃশ শিক্ষিতা না হওয়াতে সন্তানকে নিজ শাসনাধীনে রাখিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ পুত্র-বাৎসল্য হেতু তাহার অনেক দোষ গোপন রাখিতেন। ক্রমশঃ কোন কোন দোষ তাদৃশ দোষ বলিয়াই মনে করিতেন না।

একদা গৃহাগত উক্ত গৃহস্থ আহার-কালে ভর্জ্জিত নারিকেল খণ্ড আহার করিতে করিতে সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অদ্য নারিকেল কোথায় পাইলে? আমিত ইহা ক্রয় করিয়া আনি নাই?" সহধর্ম্মিণী দোষ না ভাবিয়া বলিলেন, "তোমার পুত্র একটা ঝুনা নারিকেল অমুকের বাগান হইতে কুড়াইয়া লইয়া আসিয়াছিল।" এই কথা বলিতে না বলিতে পুত্র উপস্থিত। সে আনন্দে পিতার নিকট নারিকেল হরণ কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে উদ্যত হইতেছে, এমন সময়ে পিতা চক্ষুদ্বয় আরক্ত করিয়া সেই নারিকেল সম্পৃক্ত সমুদায় দ্রব্য অস্পর্শীয় বলিয়া আহারে বিরত হইলেন এবং ভাব ভঙ্গীতে এমন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন যেন রন্ধনগৃহের সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী একেবারে অপবিত্র হইয়া গিয়াছে। শেষে অনেক আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "হায়! যিনি আমার সহধর্ম্মিণী, যাঁহার সংবাসে কোথায় আমার শরীর ধর্ম্মময় হইবে, না আজি তাঁহারই হাতে আমার শরীর মধ্যে অপহৃত দ্রব্য প্রবেশ করিল!" এই বলিয়া গলমধ্যে অঙ্গুলি দিয়া উদরসাৎ আহারীয় বমন করিলেন এবং রন্ধনগৃহ হইতে উক্ত নারিকেল স্পৃষ্ট সমুদায় সামগ্রী অপসারিত করাইয়া ও তাহাতে গোময় দিয়া পুনরায় রন্ধন করাইলেন। এই একটী শাসনকার্য্য হইতেই সেই দিন অবধি পত্নী ও পুত্র উভয়েই পরের দ্রব্য স্পর্শ করিতে সিহরিয়া উঠিতেন।

যখন কোন বালক কি বালিকা দোষ বিশেষে এরূপ অভ্যস্ত হয়, যে তাহাকে নানা উপায়ে বুঝাইয়া দিলেও তাহা তাহার মনে অঙ্কিত হয় না, তখন উহার উচ্চতর শাসন আবশ্যক। উচ্চতর শাসনপ্রণালী নিম্নবর্ণিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১ম। আহার পরিচ্ছদের তারতম্য।

যে বালক কথায় বাধ্য, পাঠে অনুরক্ত, ও সৎ, তাহাকে যদিও সকল সময়ে উত্তম দ্রব্যাদি পুরস্কার প্রদান যুক্তিসঙ্গত নহে, কিন্তু যে দোষের কার্য্য করে, তাহাকে মনোমত দ্রব্যবিশেষে বঞ্চিত করা উচিত। বালককে তেমনি ইহা বুঝিতে দেওয়া উচিত যে সৎ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য, ইহার পুরস্কার নাই, বরং সৎ না হইলে কষ্ট আছে। সেইরূপ অসৎকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে প্রত্যেক দোষের শাস্তি আছে এবং যাহার পক্ষে যেরূপ শাস্তি বিবেচনা-সঙ্গত, তাহাকে তদ্রূপ শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। কোন বালক অতিশয় পরিচ্ছদ-প্রিয়। এরূপ বালক কোন দোষ করিলে তাহাকে আহারাদি কালে উৎকৃষ্ট দ্রব্যে বঞ্চিত না করিয়া পরিচ্ছদে বঞ্চিত করা উচিত। কেশের পারিপাট্য-প্রিয় বালককে শাস্তি দিতে ইচ্ছা হইলে তাহাকে কেশহীনাবস্থায় রাখিয়া দেওয়া উচিত। কাহার পক্ষে কিরূপ শাসন উপযুক্ত, অক্রোধ অবস্থায় বালকের হিতকাম হইয়া একটু চিন্তা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

২য়। ক্রীড়াদিতে বঞ্চিত রাখা। বালকগণ আহার পরিচ্ছদাদি অপেক্ষা ক্রীড়াকে অধিক আনন্দজনক মনে করে। "এই রূপ দোষ করিলে এত দিন ক্রীড়া করিতে পাইব না" এইরূপ ধারণা যদি বালকদিগের মনে যোষিত থাকে, তবে তাহাকে বিশেষ সাবধান হইতে দেখা যায়, কিন্তু এরূপ শাস্তি বিধান সুবিবেচনার সহিত করিতে না পারিলে বালক বালিকাগণ আবার অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। অতএব এরূপ শাসন অতি সতর্কতার সহিত প্রয়োগ করিতে হইবে।

৩য়। প্রহার—সর্ব্বপ্রকার শাসনপ্রণালী নিষ্ফল হইলে প্রহার আবশ্যক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিতান্ত গুরুদোষ না হইলে প্রহার করা উচিত নহে। প্রহার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে তাহা গোপনে প্রয়োগ করিতে হইবে। সর্ব্বপ্রকার শাসন বিশেষতঃ প্রহার গোপনে সম্পাদ্য। উহা গোপনে সম্পাদন না করিলে বালকগণের আত্ম-গৌরব ধ্বংস হয়, সুতরাং তাহার লোকভয় লোকলজ্জা শিথিল হওয়াতে সে শাসনের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।

প্রহার কার্য্য অতিশয় গুরুতর ব্যাপার, সুতরাং এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক।

যদি কোন দোষ অত্যন্ত অধিক হয়, তবে তাহার অপনয়নের জন্য প্রথমে তাহার অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে যদি এমন অনুমান হয় যে শেষে ইহাকে উক্ত দোষ হেতু প্রহার পর্য্যন্ত করিতে হইবে, তবে এই সময়েই দোষীর সহিত পরামর্শ করিয়া এই নিয়ম করিয়া রাখিতে হইবে পুনর্ব্বার দোষানুষ্ঠান কালে এত বার বেত্রাঘাত করা হইবে। এই নিয়মটী

এমন ভাবে বালকের মুখ হইতে বলাইয়া লইতে হইবে যেন তাহার ধারণা থাকে এই নিয়ম সে নিজে নির্দ্ধারণ করিয়া দিল। সুতরাং এই নিয়মানুসারে কখন যদি প্রহার করিতে হয়, তবে বালক ক্রুদ্ধ হইতে পারিবে না, কারণ এ তাহার স্বকৃত নিয়ম।

ইংলণ্ডীয় কোন কোন বিদ্যালয়ে প্রহার কার্য্য নিম্নবিধ নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ প্রথমে একটী প্রহার দিবস স্থির করিয়া সকল বালককে বিজ্ঞাপন দেন যে সকলে ঐ দিবসে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যেন গৃহবিশেষে সমাগত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলে সমাগত হইলে দোষী বালকের দোষোল্লেখ করিয়া তাহার শাস্তি আবশ্যক, ইহা সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া হয়। পরে নিয়মিত বেত্রাঘাত করিয়া তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়। এই বেত্রাঘাত কিছু গুরুতর হয়, সুতরাং দর্শকদিগের মনে উহা বিশেষরূপে অঙ্কিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রহারের পর অনেক সময়ে উক্ত বালকের নাম কর্ত্তন আবশ্যক হইয়া পড়ে, সুতরাং একটী বালকের সর্ব্বনাশ করিয়া অন্যকে শিক্ষা দেওয়া তত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না।

প্রহারে বালকের এইরূপ অনিষ্ট হয় দেখিয়া আর্ণল্ড প্রভৃতি মহোদয়গণ কখন কখন অন্যরূপ ব্যবস্থা করেন। একটী বালক বিশেষ গুরুতর দোষে অভ্যস্ত হইয়া বার বার প্রহৃত হইয়াও তাহা পরিত্যাগ করে নাই। বিশেষতঃ প্রহারে তাহার লোকলজ্জা বিনষ্ট হওয়াতে তাহার সংশোধন অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্করণ স্থির হইল। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ইহাতে হতাশ্বাস হইয়া শিক্ষকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া শেষে এই স্থির করিলেন "এক বার ঐ বালককে অত্যন্ত গুরুদণ্ড বিধান করা যাউক। কিন্তু সে দণ্ডে বালকের পাছে প্রাণসংশয় হয়, তজ্জন্য আমাদের মধ্যে একটী শিক্ষক ভার লউন, বালকের প্রতি নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের অর্দ্ধমাত্রা প্রদান না করিতে করিতে তিনি স্বয়ং বালককে রক্ষা করিবার জন্য আপনি পৃষ্ঠ পাতিয়া অবশিষ্ট দণ্ড গ্রহণ করিবেন। দেখা যাউক এরূপ উপায় সফল হয় কি না?"

এই ধার্য্য করিয়া বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমুদায় বালকের সমক্ষে উক্ত দোষী বালককে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বেত্র প্রহারের আদেশ করিলেন। বেত্রাঘাত এরূপ সবলে বালকের পৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল যে তাহা বালকের পক্ষে প্রথম হইতেই অসহ্য হইতে লাগিল। অতি অল্পসংখ্যক বেত্রাঘাতের পর একটী শিক্ষক ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্ব পরামর্শ মত প্রহার বেত্র ধরিলেন। কিন্তু প্রহর্ত্তা আপনাকে এরূপ কৃতসংকল্প দেখাইলেন যে বালকের প্রাণ যায় যাউক, তিনি প্রহার হইতে বিরত হইবেন না। তখন শিক্ষক মহাশয় সাস্থনয়ে প্রহর্তাকে বলিলেন

"যদি আপনি উহাকে পূর্ণশাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অবশিষ্ট শাস্তি আমাকে বিধান করুন, আমি উহার প্রতিনিধিরূপে শাস্তি গ্রহণ করিতেছি।" প্রহর্ত্তা তাহাতে স্বীকার পাইয়া শিক্ষক মহাশয়কে ঠিক্ পূর্ব্ববৎ সবলে অবশিষ্ট বেত্রাঘাত করিলেন। শিক্ষক মহাশয় এই প্রহারে অত্যন্ত কাতর হইলেও উক্ত দোষী বালকের দিকে সজলনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া সকল সহ্য করিলেন। বালকও শিক্ষকের কষ্ট দেখিয়া একেবারে বিগলিতহৃদয় হইয়া গেল। বালকের চিত্ত এরূপ বিগলিত হইল যে, সে তৎক্ষণাৎ কৃতসংকল্প হইল অদ্য হইতে প্রকৃত শিক্ষক মহাশয়ের দাস হইব। তিনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিব। এই দিন হইতে বালককে অন্যরূপ দৃষ্ট হইতে লাগিল। শেষে সেই বালক এমন সুশিক্ষিত হইল, যে দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

এই প্রণালী যদিও কালবিশেষে সুফল প্রসব করিয়াছে, কিন্তু ইহা সকল সময়ে সফল হইতে পারে না। কারণ ইহার মধ্যে অসরলতা আছে; কিছুমাত্র অসরলতা প্রকাশ পাইলে বালক অন্যবিধ মনে করিত। বিশেষতঃ এইরূপ ঘটনায় প্রকৃত শিক্ষকের পক্ষ হইয়া প্রহর্ত্তার প্রতি এরূপ ক্রোধান্ধ হইবার সম্ভাবনা যে বালকের চরিত্র সংশোধন হওয়া দূরে থাকুক, সে তদবধি প্রহর্ত্তাকে এই বলিয়া প্রতিফল দিবার বাসনা করিত যে কি! আমার এমন শিক্ষককেও প্রহার করিয়াছে, ইহার সমুচিত ফল দিব ইত্যাদি।

যে সকল ঘটনায় দুই এক বেত্রাঘাত ফলোপধায়ী বোধ হয় না, সে স্থলে বালকের জন্য শিক্ষকমহাশয়ের অধিক সময় ব্যয় করা আবশ্যক বোধ হয়। কারণ বালককে দোষের গুরুত্বানুরূপ অল্লাধিক সময় নির্জ্জন গৃহে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। সেই গৃহে কেবল শিক্ষকমহাশয় তাহার সহিত অবস্থান করিবেন। প্রয়োজন হইলে সপ্তাহকাল পর্য্যন্ত অন্য কোন বালকের মুখ দেখিতে না দিলেই বালক আপনা আপনি বশীভূত হইয়া আইসে।

যে স্থলে অল্প প্রহার নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়, সে প্রহার অতি সতর্কভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। প্রহারের প্রধান উদ্দেশ্য কেবল বালকের হৃদয়ে দোষ বিশেষরূপে অঙ্কিত করা মাত্র। সুতরাং যদি বেঁত উচাইয়াই সেই ভাব অঙ্কিত করা যায়, তবে প্রহার করা অনাবশ্যক। এইজন্য বুদ্ধিমান্ অভিভাবক মাত্রেই যত ভয় দেখান, তত প্রহার করেন না। প্রহার নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইলে প্রথমে তাহাকে গোপন স্থানে লইয়া যাইতে হইবে এবং অক্রোধ ভাবে কেবল যেন কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাহার হস্তে সবলে প্রথম আঘাত করিতে হইবে। প্রথম প্রথম আঘাত এমন প্রখর হওয়া আবশ্যক, যেন দ্বিতীয় আঘাত সহ্য করা

অসম্ভব এইরূপ বালকের মনে বিশ্বাস হয়। সুতরাং দ্বিতীয় আঘাতকালে বালক আর হস্ত পাতিতে সাহস করিবে না। যদি পাতে, তবে বেঁত পতন কালে তাহা সরাইয়া লইয়া যাইবে। এই সময়ে প্রতি বেঁত আরও সবলে উচ্চৈঃশব্দে হস্তের উপর পড়িতে আসিবে। এইরূপ দুই চারি ঘা সশব্দে পতিত হইতে আ সলেই বালক এমন ভীত হইয়া যাইবে যে অধীর হইয়া পড়িবে। এক্ষণে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বেত্রাঘাতের অবশিষ্ট দ্বিতীয় অপরাধ-কালে প্রদত্ত হইবে ইত্যাদি বুঝাইয়া দিয়া বালককে বিদায় দিবেন। অন্যান্য বালক প্রহৃত বালকের বেত্রাঘাতশব্দ ও ক্রন্দন শ্রবণ করে ক্ষতি নাই, কিন্তু আঘাতস্থলে তাহারা উপস্থিত না থাকিলেই ভাল।

মার্জার।

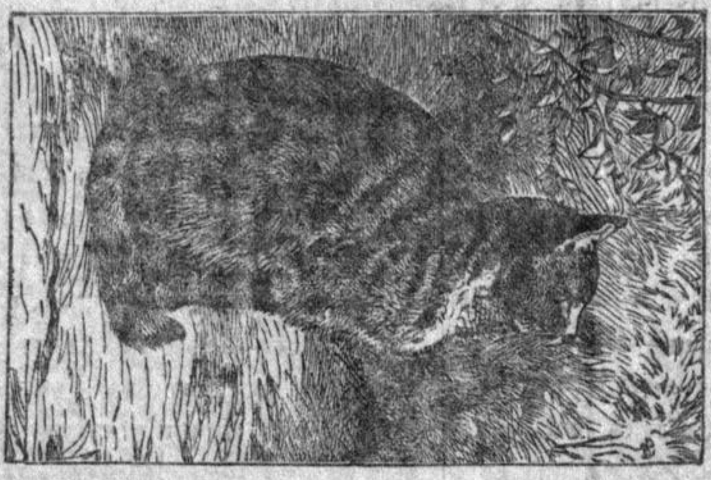

বিড়ালের ভবিষ্যদ্বাণী—১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মেসিনা নগরের একটী বণিক্ তাঁহার দুইটী প্রিয় বিড়ালের দৈবজ্ঞতাগুণে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। মেসিনাতে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হঠাৎ উপস্থিত হইয়া অনেক গৃহ ভূমিসাৎ করে, বণিকের গৃহটীও তন্মধ্যে ভুক্ত হয়। ভূমিকম্পের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বিড়ালদ্বয় তৃতীয়তল গৃহে ছিল, বণিক্ দেখিলেন তাহারা গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্য বড় ব্যস্ত। দ্বার খুলিয়া দিলে তাহারা দ্বিতীয় তল ও পরে প্রথম তলে আসিয়া সেইরূপ ব্যস্ততা প্রদর্শন করিতে লাগিল। বণিক্ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া

দিতে দিতে তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। গৃহ হইতে বাহির হইয়াই তাহারা বড় রাস্তা দিয়া এক ছুটে চলিল, চলিতে চলিতে নগরের ফটকের বাহির হইল। পরে এক মাঠে গিয়া নখর দ্বারা ভূমি আঁচড়াইতে লাগিল। বণিক্ চমৎকৃত হইয়া তাহাদিগের কার্য্য দেখিতেছেন, এমত সময় সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প উপস্থিত। তিনি গৃহে থাকিলে নিশ্চয়ই প্রাণ হারাইতেন।

টমের চার দিয়া ইঁদুর ধরা—পার্থ সায়ারে কোন পরিবারের একটী প্রিয় বিড়াল ছিল, তাহার নাম টম। পরিবারস্থ সকলে আহার করিতেছে, টম পাত হইতে এক খণ্ড মাংস মুখে করিয়া পলাইল। ডিস হইতে মাংস তুলিয়া লওয়া তাহার অভ্যাস ছিল, কিন্তু এবার সে মাংস লইয়া কোথায় যায়, ইহা দেখিবার জন্য সকলের একটু ইচ্ছা হইল। কিয়ংক্ষণ পরে দেখা গেল সে মাংস খানি এক ইঁদুরের গর্ত্তের ধারে রাখিয়া নিকটস্থ এক আলমারীর নীচে আপনি লুকাইল। কিছুক্ষণ পরে দুইটী প্রকাণ্ড-দেহ ইঁদুর দেখা দিল। টম গা ফুলাইয়া লেজ নাড়িতে নাড়িতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে ইন্দুরেরা মাংস খণ্ড লইয়া যেমন পলাইবে, টম অমনি লম্ফ প্রদান করিয়া উভয়কে ধরিল এবং তাহাদিগের সহিত কিছুক্ষণ লড়িয়া অবশেষে উভয়কেই বধ করিল।

বৈজ্ঞানিক বিপদ—বায়ুনির্ষান যন্ত্রের আধারে কোন জন্তুকে রাখিয়া তাহা হইতে বায়ু বাহির করিয়া লইলে তাহার জীবন নাশ হয়, এইটী প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য এক বৈজ্ঞানিক এক বিড়ালকে পাত্র মধ্যে পূরিলেন। দুই এক পাক দিবামাত্র বায়ুর যেমন অল্পতা হইয়াছে, বিড়াল কষ্ট অনুভব করিয়া ছটফট করিতে লাগিল। কিন্তু সে তাহার কষ্টের কারণ শীঘ্র অনুভব করিতে সমর্থ হইল। পরে যে ছিদ্র দিয়া বায়ু বাহির হইতেছিল, একখানি পা তথায় দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিল। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের হাত ধরিয়া যত পাক দেন, আর কিছুতেই কিছু হয় না। পরে যন্ত্রে বায়ু পুনরায় পূরিলেন, বিড়াল তখন স্ফূর্ত্তি অনুভব করিয়া পা সরাইয়া লইল। আবার পাক দিবার চেষ্টা করিবামাত্র বিড়াল দ্বার চাপিয়া ধরিল। পণ্ডিত হাতা ঘুরাইয়া কিছু হয় না দেখিয়া অপ্রস্তুত হইলেন। ছাত্রগণ বিড়ালের বুদ্ধিচাতুর্য্য দেখিয়া করতালিধ্বনি করিতে লাগিল। অবশেষে বৈজ্ঞানিক এ বুদ্ধিমান বিড়াল দ্বারা কাজসারা অসম্ভব বোধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন এবং একটি বোকা বিড়ালকে লইয়া নিষ্ঠুর পরীক্ষায় আপনার কৃতকার্য্যতা দেখাইলেন। এরূপ গল্প সহজে বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ডি লা ক্রয় নামক সংবাদপত্রে ইহা যথার্থ ঘটনা বলিয়া বর্ণিত আছে।

বিড়াল ও উকীল—কুমারী নাষ্টিট আত্ম-জীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন

আয়র্লণ্ডের একটী রমণীর এক ভ্রাতুষ্পুত্র উকীল ছিল। রমণী তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি উহার নামে উইল করিয়া যান। ঐ রমণীর একটী বিড়াল ছিল,সে কখনও তাঁহার সঙ্গছাড়া হইত না, এমন কি তাঁহার মৃত্যু হইলেও তাঁহার শব ছাড়িয়া যায় নাই। পার্শ্বস্থ গৃহে উইলখানি পড়া হইলে যেমন দ্বার উন্মুক্ত করা হইল, বিড়াল অমনি লম্ফ দিয়া উকীলের স্কন্ধে উঠিয়া নখর দ্বারা তাহার টুঁটি আক্রমণ করিল, অনেক কষ্টে তাহার হাত হইতে উকীলের প্রাণরক্ষা হইল। এই ঘটনার ১৮ মাস পরে উকীলের মৃত্যু হয়, মৃত্যুশয্যায় সে আপনার মুখে স্বীকার করে যে সম্পত্তির লোভে সে তাহার খুড়ীকে হত্যা করিয়াছিল।

বিড়ালের ইঁদুরশিশুপালন—ইহার একটী দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে, আর একটী আরও আশ্চর্য্য। ব্রসেল্স নামক স্থানের এক মান্যা মহিলার এক পালিত বিড়াল ছিল। বিড়ালটীর ছানাগুলি জলে ডুবিয়া মরে, ইহাতে স্তনের দুগ্ধাধিক্য হেতু তাহার বড় ক্লেশ হয়। কয়েক দিন দেখা গেল আহারের সময় ভিন্ন আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটীর চাকর অনুসন্ধান করিয়া দেখিল এক অন্ধকার ঘরে বিড়াল শুইয়া আছে আর ৮টী ইঁদুরছানা তাহার স্তন্য পান করিতেছে। আর এক সপ্তাহকাল বিড়াল এইরূপে তাহার ভোজ্যদিগকে দুগ্ধ দিয়া প্রতিপালন করিল, বোধ হয় তাহারা মাতৃহীন হইয়াছিল। কিন্তু তৎপরে বিড়ালের স্তনে আর অধিক দুগ্ধ সঞ্চিত না হওয়াতে সে আর স্তন পান করাইতে ব্যস্ত হইল না। এক দিন প্রাতঃকালে দেখা গেল কয়েকটী ইঁদুরছানাকেই মারিয়া বসিয়া আছে।

বিড়ালের ঘণ্টাবাদন—ফ্রান্সের কোন সন্ন্যাসাশ্রমে প্রতিদিন ঘণ্টা নাড়িয়া ভোজনসময় জ্ঞাপন করা হইত। সেই সময়ে একটী বিড়ালও আহারের কিছু অংশ পাইবার আশায় তথায় উপস্থিত হইত। একদিন আহারসময়ে তাহাকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। দ্বার খুলিলে বিড়াল আহারস্থানের নিকট দৌড়িয়া গেল, কিছুই আহার পাইল না। ঘণ্টায় তখন ঠন্ ঠন্ শব্দ হইতে লাগিল। গৃহস্থ লোক ইহার কারণানুসন্ধানার্থ আসিয়া দেখে বিড়াল ঘণ্টার দড়ী নাড়িয়া এই চতুরতার কার্য্য করিতেছে।

ছবির কথা।*

১ম সংখ্যা।

গ্রামের বাহিরে, গঙ্গার ধারে, একখানি পাতার কুটীর। কুটীরখানি এক বিধবার। তাহাতে আর কেহই নাই, আছে কেবল সেই বিধবা ও তাহার একটী মাত্র কন্যা। তাহাদের আর কিছুই নাই, আছে শুধু এই কন্যার অতুল রূপরাশি। নীরব কবির হৃদয়-নিহিত প্রতিভার ন্যায়, দরিদ্র সাধুর আত্মার অভ্যন্তরস্থ ভাবের ন্যায়, নিরলঙ্কার এ সৌন্দর্য্য বুঝি কেহ দেখিবে না; অমূল্য ভাবিয়া, ইহাকে বক্ষে ধরিতে বুঝি কেহ আসিবে না। বনে ফুল ফুটে, মিষ্ট গন্ধে বাতাসকে মাতাইয়া দেয়, শেষে দলে দলে শুখাইয়া ঝরিয়া পড়ে; বালিকার জীবন-কুসুমের অবস্থা কি সেইরূপ হইবে? রাজার প্রাসাদে যে প্রতিমা শোভা পাইবে, দরিদ্রের কুটীরে তাহা স্থাপন করিতে বিধাতাকে কে বলিয়াছিল? এ গভীর রহস্য বুঝিতে পারা মনুষ্যলোকে কাহার সাধ্য! বালিকার নাম ছবি, বয়স বার তের। বিধবা এখন যৌবনের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। ইঁহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কতকালই বা এই স্থানে বাস করিতেছেন, নিকটস্থ কুসুমপুরগ্রামের লোকেরা এ সমস্ত কথা কিছুই জানিত না—সামান্য কৃষকপত্নী ও কৃষকবালা বলিয়া ইঁহাদিগকে জানে মাত্র। সময়ে সময়ে মাঝি-মাল্লারা তীরে নৌকা লাগাইয়া ইঁহাদের কুটীরে আসে। জীবনধারণের উপযোগী নানাবিধ দ্রব্য দিয়া যায়; কখন কোন সামগ্রীর দাম লয় না, লইতেও চাহে না। তাহারা ছবি ও তাহার মাতাকে দেবতা ভাবিয়া ভক্তি করে।

আশ্বিন মাস, দুর্গাপূজার সময়। আকাশ নির্ম্মল সুনীল। পথ ঘাট শুক, কর্দ্দমশূন্য। পৃথিবী হাস্যময়ী। প্রকৃতি বর্ষা-স্নানের পর হরিৎ পরিচ্ছদে শোভমানা। বঙ্গদেশে শরৎকাল এক মহাকাব্য। এ কাব্যের তুলনা কোথাও মিলিবে না। বাঙ্গালী, ক্ষুদ্র মর-কবির হস্তলিখিত সামান্য কাব্য বুঝিতে না পারুন, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই অনাদি কবির শ্রীহস্তরচিত এই মহাকাব্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হৃদয়-গৌরবে বঙ্গদেশবাসী, পৃথিবীর সভ্যতম জাতি সকলের সমকক্ষ, এ কথা স্পর্দ্ধার সহিত প্রচার করিতে পারি। আবার বলি, শরৎকাল বঙ্গভূমে অপূর্ব্ব মহাকাব্য।

*প্রতিভা নামে যে উপন্যাসটী গত সংখ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হওয়াতে আর বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল না। বা, বো, স।

আজি দেবী পক্ষের পঞ্চমী তিথি। সূর্য্যদেব অনেক ক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন, গগনের নীল জলে নক্ষত্রমালা একে একে ফুটিতে আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যাদেবী ক্ষীণ আঁধার আবরণে স্বর্গ মর্ত্ত্য ছাইয়া ফেলিয়াছেন। সকলি দেখা যাইতেছে, কিন্তু অস্পষ্ট—অস্ফুট। বহুকাল-মৃত প্রিয়তমের স্বপ্নময়ী মূর্ত্তি মানসচক্ষে যে ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ঠিক্ সেইরূপ। সন্ধ্যার সেই আধ আলো,আধ-ছায়া——আধ হর্ষ—আধ-বিষাদের মূর্ত্তি যতই সরিয়া পড়িতে লাগিল, পঞ্চমীর বালেন্দু ছটা ততই উজ্জ্বল হইতে লাগিল। সুন্দরীর বরাঙ্গে যৌবন যেরূপ ফুটিয়া উঠে, পৃথিবীর অঙ্গে জ্যোৎস্না এখন সেইরূপ ফুটিয়া পড়িয়াছে। শিশির-সিক্ত শরতের জ্যোৎস্না!—বড় মধুর, বড় উজ্জ্বল, বড় স্বপ্নময়। ছবি, প্রতিদিনের মত, আজিও মাতার সায়ংকালীন ইষ্টদেবের পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া কুটীর হইতে বাহির হইল। কুটীরের পশ্চাতে এক নবকুসুমিতা সেফালিকা-তলে উপবেশন করিল। অমনি বৃক্ষ সস্নেহে তাহার মাথার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। বায়ু ফুলের গন্ধ বালিকার সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব্ব দৃশ্য!—সম্মুখে জাহ্নবীর প্রসন্ন বারি-বিস্তার,—শরতের বিমল চন্দ্র করে ধূ ধূ করিতেছে, যেন অনাদি কাল হইতে এই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঢেউগুলি এতক্ষণ যেন সলিল-শয্যায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সমীরণের মৃদু মন্দ কর-স্পর্শে এক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছে। চন্দ্রদেব এই সুন্দর ঊর্ম্মি-মালাকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুবর্ণে মণ্ডিত করিতেছেন। এ প্রেম—অপার্থিব; এ শোভা—অনির্ব্বচ-নীয়, এ সৌন্দর্য্য—উদার! এ দৃশ্য যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহার জন্ম বৃথা! যিনি দেখিয়াছেন, তিনি মজিয়াছেন! তিনিই বুঝিয়াছেন, বিশ্বেশ্বরের এ মহা-কাব্য কি গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর! কি উদার হইতে উদারতর! কি ভাব-ময় মহাসঙ্গীত। বালিকা স্থির-নেত্রে এই শোভার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। বায়ু তাহার কেশ লইয়া ধীরে ধীরে খেলা করিতেছে! নীলাকাশে বসিয়া চন্দ্রমা জ্যোৎস্না হাসি হাসিতেছেন। গঙ্গা-বক্ষে কত নৌকা ভাসিতেছে। দাঁড়ী মাঝীরা দিনের পরিশ্রমের পর কেহ কেহ বিশ্রাম করিতেছে,কেহ কেহ বা রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছে। নৌকায় কত আরোহী, কেহ নিদ্রিত,—কেহ জাগ্রত। পূজার অবকাশ! প্রবাসী সংবৎসরের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবার জন্য, গৃহের শান্তিময় কুঞ্জে ছুটিয়া আসিতেছে। পিতার কাছে পুত্র, পুত্রের নিকট পিতা, মাতার কাছে সন্তান, প্রণয়িনীর পার্শ্বে প্রণয়ী! অপূর্ব্ব মিলন! অপূর্ব্ব দৃশ্য! অপূর্ব্ব উৎসব! ছবি নৌকাগুলি দেখিতেছে; নৌকার আরোহীদিগের

আনন্দ—উৎসাহ ও উৎসবের কথা ভাবিতেছে, আর মাঝে মাঝে এক এক বার বড় অন্যমনস্কা হইয়া পড়িতেছে। সহসা তাহার প্রফুল্ল মুখ খানি গভীর ভাব ধারণ করিল; কেন, কে জানে? একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কুটীরে ফিরিয়া গেল। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাতা কুশাসনে আসীনা; নয়ন মুদিত, শরীর নিস্পন্দ, মুখশ্রী গম্ভীর। তাঁহার সম্মুখে দেয়ালের গাত্রে এক খানি ছবি লম্বিত হইয়াছে। চিত্র-পটে একটি পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত। তাঁহার প্রশস্ত ললাটদেশ, সরল, সকরুণ কটাক্ষ, উদার প্রসন্ন মুখমণ্ডল—দেখিবা মাত্র এক জন মহাপুরুষ বলিয়া বোধ হয়। পার্শ্বে এক রমণী দুই তিন বৎসরের একটী বালিকা ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন,—মূর্ত্তি—উজ্জ্বল গৌরাঙ্গিণী,—পদ্ম-পলাশনেত্রা,—হাস্য-বদনা। বালিকা ছবি, এই চিত্র দেখিতে দেখিত আরও বিষণ্ণা হইয়া পড়িল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল, শেষে আর থাকিতে না পারিয়া,কোমল-কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল। শব্দে মাতার ধ্যান ভাঙ্গিল। আসন হইতে উঠিয়া ছবিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। সস্নেহে বারম্বার মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেন মা, আজ তোমার কি হইয়াছে? ছবি কথা কহিল না; মাতার স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে সময় সে যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত,তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে তাহার মাতার চক্ষু শুষ্ক নহে। দর-বিগলিত অশ্রুধারা বিধবার গণ্ড বাহিয়া বক্ষঃস্থলের বসন সিক্ত করিতেছে। সেই গঙ্গা-তীরে, সেই চন্দ্র-করোজ্জ্বল ক্ষুদ্র কুটীরমধ্যে মা কাঁদিতেছেন, মেয়ে কাঁদিতেছে। কে বলে এ সংসার সুখের?

অনেক ক্ষণ পরে বালিকা ধীরে ধীরে মাতার স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিয়া দেখিল মার চক্ষে জল। অমনি সে আপন বস্ত্রে বিধবার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল "মা, তুমি কাঁদিও না; আমি আর কাঁদিব না।" এই বলিয়া মার কোল হইতে নামিল। জননী অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, বাছা আমি কেন কাঁদিতেছি, তোমায় বলিব। অনেক সময় বলিব বলিব মনে করিতাম, কিন্তু তখন বলিতাম না। এখন তুমি বড় হইয়াছ, সকলি বুঝিতে পারিবে। মাতা ধীরে ধীরে বলিলেন। আর কন্যা, সেও তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মা কি বলেন শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইল।

(ক্রমশঃ)

ব্রহ্মদেশ-বৃত্তান্ত।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ব্রহ্মদেশে মৃতবৎস ভূমিষ্ঠ হইলে ঐ শব প্রোথিত করার পূর্ব্বে তাহার সহিত এক খণ্ড লৌহ দেওয়া হয়, এবং একটী মন্ত্র পাঠ করা হয়, তাহার ভাবার্থ এই যে "যত দিন না এই ধাতু কোমল হয়, তত দিন আর তোমার মাতার গর্ব্ভে আসিও না।"

প্রসব হইবামাত্র প্রসূতির সর্ব্ব শরীর হরিদ্রার গুঁড়া ও কম্বলাদি গরম বস্ত্র দ্বারা আবৃত করা হয় এবং তাহার শয্যা-পার্শ্বে অগ্নিকুণ্ড জ্বালা হয়। ঐ আগুন কুলকাষ্ঠের হওয়াই প্রশস্ত। যত সত্বর সম্ভব প্রসূতিকে দাই এক রকম পাঁচন খাওয়ায়, ঐ পাঁচন ৭ দিবস পর্য্যন্ত সেবন বিধি। গরম বস্ত্রাবরণ, পাঁচন-সেবন, হরিদ্রার গুঁড়া লেপন ও ভক্ষণ, শীত গ্রীষ্ম সকল সময়ে এই গুলির সমান বিধি। ৭ দিবস গত হইলে প্রসূতিকে তেঁতুল পাতা প্রভৃতি কয়েকটী দ্রব্যাদি দ্বারা সিদ্ধ গরম জলে স্নান করান হয়।

এক পক্ষ অতীত হইলে শুভ দিন ও শুভক্ষণে শিশুর নামকরণ হইয়া থাকে। নামকরণের দিবস বৃক্ষ পত্রাদির কষে এক প্রকার জল প্রস্তুত করা হয়, উহা দ্বারা শিশুর মস্তক ধৌত করা হইয়া থাকে। নিমন্ত্রিতেরা সেই জলে তাঁহাদের হস্ত প্রক্ষালন করেন। সকলে ঐ উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু দ্রব্য বা অর্থ যৌতুক দিয়া থাকে। নিতান্ত নিঃস্ব ভিন্ন প্রায় সকলে ঐ রাত্রে নাচ বাদ্যাদি কোন না কোন আমোদকর ব্যাপার করিয়া থাকে। শিশুর নামটী পিতামাতা পূর্ব্বে ঠিক করিয়া মুরব্বি লোকদিগকে বলেন, তাঁহারা কেহ উক্ত সময়ে হঠাৎ শিশুর ঐ নাম রাখিবার জন্য নিমন্ত্রিত-গণের সমক্ষে উত্থাপন করেন। নাম সম্বন্ধে অনেক বিচার হয়, ঐ নামধারী-দিগের গুণের বিষয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হয়, শেষে ঐ নাম ঠিক হয়। সাধারণতঃ জন্মবারের উপর শিশুর আদ্যক্ষর নির্ভর করে, যথা,

সোমবার জন্মিলে নামের আদ্যক্ষর ক, খ, গ, ঘ, ঙ,
মঙ্গলবার চ, ছ, জ, ঝ, ঞ,
শনিবারে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ,
বৃহস্পতিবারে প, ফ, ব, ভ, ম,
ইত্যাদি ইত্যাদি।

সাধারণতঃ বর্ম্মাদের বিশ্বাস শিশু যে দিনে জন্মিবে তাহার স্বভাব সেইরূপ হইবে, সোমবারে জন্মিলে হিংসক, মঙ্গলবারে সাধু, বুধবারে ধাতুরুক্ষ বা খিটখিটে, অথচ সত্বর ঠাণ্ডা, বৃহস্পতি-বারে শান্ত, শুক্রবারে গল্পে, শনিবারে রাগী ও কলহপ্রিয় এবং রবিবারে কৃপণ হইয়া থাকে।

জন্মবারের বিশেষ বিশেষ জন্তু নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রহ্মদেশবাসী নিজের জন্মবারানুযায়ী জন্তুর আকৃতির বাতি দেবমন্দিরে জ্বালাইবে, যদি অপরের জন্য জ্বালাইতে হয়, তবে তাহার জন্মবারানুযায়ী জন্তুর বাতি দিবে। বারানুযায়ী জন্তুর নাম যথা সোমবার ব্যাঘ্র, মঙ্গলবার সিংহ, বুধবার দ্বিরদ বা দুই দাঁত ওয়ালা হস্তী, শেষ বুধে দন্তবিহীন হস্তী, বৃহস্পতিবারে ইন্দুর, শুক্রে শূকর, শনিতে নাগ, রবিতে গরুড়ের মত এক প্রকার জন্তু। গরুড় সম্বন্ধে তাহাদিগের সংস্কার এই, ইহা অর্দ্ধেক পশু, অর্দ্ধেক পক্ষী, সুমেরুকে রক্ষা করিতেছে।

বর্ম্মাদিগের নামের উপাধি নাই অর্থাৎ বন্দ্যো, চট্টো, মুখো, দাস, ঘোষ ইত্যাদি কিছুই নাই। পুরুষের সকল নামের পূর্ব্বে "মাউ" (অর্থাৎ "ভাই"), আমাদের "শ্রী"র ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সম্ভ্রান্ত বা বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নামের পূর্ব্বে ঐরূপ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহারা বয়সের সঙ্গে নামের অনেক পরিবর্ত্তন করে, তাহা আমাদের ন্যায় বিদেশীয়দিগের পক্ষে প্রথমে বুঝিতে অনেক কষ্ট হয়, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এখানে বিবৃত করা গেল না। বিবাহিতা বা অবিবাহিতা সকল স্ত্রীলোককে "মা" বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে, বৃদ্ধা হইলে "মি" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যুবা স্বামী তাহার প্রেয়সীকে "মি মি" বলিয়া আহ্বান করে, এবং স্ত্রী স্বামীকে মাউ বা নামের পূর্ব্বে কো দিয়া সম্বোধন করে।

পিতা মাতার প্রদত্ত নাম অভিমত না হইলে ব্রহ্মদেশবাসীরা সহজে ঐ নাম পরিবর্ত্তন করিতে পারে, কেবল মাত্র লোক দ্বারা লক্ষে নামক দ্রব্য কাগজে মুড়িয়া আত্মীয় স্বজনকে পাঠাইতে হয়। ঐ লোক প্রত্যেককে এক এক পুরিয়া দিয়া এইরূপ বলে "আমি অমুকের নিকট হইতে আসিয়াছি, তাঁহাকে সেই নামে আর ডাকিবে না, নিমন্ত্রণাদিতে তাঁহার এই নূতন নাম ব্যবহার করিবে এবং এই "লক্ষে" আহার করিবে। পাঠকাপাঠিকাগণ লক্ষে দ্রব টী কি জানিতে উৎসুক হইতে পারেন, ইহা এক রকম চার পাতা, রশুন ও আদা কুঁচি, ভাজা তিল, তৈল, নারিকেল ইত্যাদিতে প্রস্তুত। ব্রহ্মদেশে ইহার আদর বড়। পান, লক্ষে ও চুরট আমাদের দেশের পান তামাকের ন্যায় লোকজনের অভ্যর্থনা করিবার উপকরণ।

বর্ম্মারা হিন্দুদিগের মত কোষ্ঠী প্রস্তুত করে এবং সর্ব্বদা তাহা দেখাইয়া গণনা করায়। ইহা প্রায় মণিপুরী ব্রাহ্মণ-(বর্ম্মারা তাহাদিগকে "পোনা" বলে) দিগের দ্বারা প্রস্তুত হয়।

বর্ম্মাদের ১৫ বৎসর বয়সে উপবীতের ন্যায় ব্রত লওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে দুর্লভ মানবজন্ম বৃথা হয়। এইরূপে "খিন" বা "কোহিন"

হইবার নিয়ম পূর্ব্বে কতক বিবৃত হইয়াছে। সকলের অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টার জন্য এইরূপ হওয়া আবশ্যক। নিম্ন বর্ম্মার লোকের পাছে ইংরাজি পড়ার ক্ষতি হয়, সেই জন্য আরো কম বয়সে তাহাদিগকে শ্বিন করা হয়।

লোকে যাহাই বলুক না কেন, বর্ম্মাদের উলকি না পরিলে বালকত্ব যায় না এবং বিবাহেরও উপযুক্ত হওয়া হয় না। ইহার অভাবে সুন্দরীরা তাহাদিগকে সুশ্রী দেখিবে না, সুতরাং উলকি জীবনের একটী গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার। এইরূপ উলকি ধারণ বড় সহজ কষ্টকর নহে। বালকেরা প্রথম হইতে একটী আধটী সক করিয়া পরে, কিন্তু কিছু বয়স হইলে হাঁটুর নীচে হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত উলকি দেওয়া হয়। এইরূপ করার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসা করায় অনেকে অনেক রকম উত্তর দেয়, কিন্তু অধিকাংশের মত এই যে উলকির চিহ্ন না থাকিলে পুরুষ বলিয়া চেনা যায় না। বর্ম্মা পুরুষের দাড়ি গোঁফ নাই, যাহা ২।১ গাছি উঠে, সোন্না দিয়া তুলিয়া ফেলে, স্ত্রীপুরুষের সকলেরই লম্বা চুল, সুতরাং উলকি দ্বারা পুরুষকে সহজে চেনা যায়।

উলকি দিবার পূর্ব্বে উলকি দিবার ওস্তাদ নানা প্রকার ছবি দেখায়, বালক তাহা হইতে একটী পছন্দ করে। পরে বালককে অহিফেন খাওয়াইয়া অচেতন করান হয়, সেই সময় উলকি দেওয়া হয়। কখন কখন এইরূপ ঘটে যে অহিফেন অধিক মাত্রায় সেবন হেতু বালকের মৃত্যু হয়। উলকি দিবার যন্ত্র লম্বা একটী লোহার কাটী, উপরে পিত্তলের এক টুকরা তার দেওয়া আছে। চারি প্রকার রং প্রস্তুত থাকে, তাহা লইয়া বিঁধিয়া বিঁধিয়া উলকি দেওয়া হয়। উলকির যাতনা বড়—শরীর ফুলে, জ্বরে অনেক কষ্ট পাইতে হয়, শেষে ভাল হইলে দাগগুলি, আজীবন থাকে, নষ্ট করিবার কোন উপায় নাই। ভাল অবস্থাপন্ন লোকেরা একেবারে সব উলকি না লইয়া অল্প অল্প করিয়া লয়, ইহাতে কষ্ট কম হয়। উক্তরূপ উলকি সকের, কিন্তু উহা ছাড়া বর্ম্মারা গায়ে স্থানে স্থানে লাল রঙের উলকি পরে, তাহা নানা প্রকার দ্রব্যে প্রস্তুত হওয়ায় অনেক উপকার করে এইরূপ সংস্কার আছে। কোন কোন উলকি কোন কোন বিশেষ গুণের জন্য বিখ্যাত। কোন উলকি দুষ্ট বালকেরা লইয়া থাকে, তাহা থাকিলে গুরুমহাশয় বেঁত মারিলে লাগে না, কোন উলকি থাকিলে বন্দুক বা দা দিয়া কোন অনিষ্ট করিতে পারা যায় না, কোনটী থাকিলে জলে ডোবে না, কোনটীতে আকাঙ্ক্ষিত সুন্দরী স্ত্রী লাভ করা যায়, কোনটী থাকিলে সর্ব্বত্র জয় হয় ইত্যাদি। বর্ম্মাদের এইরূপ ঔষধে বিশ্বাসও যথেষ্ট। শুনা গিয়াছে গত ৮১ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুণ সহরে এইরূপ একটী বালককে উলকি দিয়া পরীক্ষার

জন্য হাত পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া তাহার প্রাণনাশ করা হয়। তথাপি বর্ম্মারা বলিবে উল্‌কি ভাল, কিন্তু কোন উপদেবতা ইহার গুণ নষ্ট করিয়াছে !!!

কর্ণবেধ।

বর্ম্মা বালক উলকি পরিলে বা কোহিন হইলে তাহার বালকত্ব গিয়া মনুষ্যত্ব হয়, সেইরূপ বালিকাদের যত দিন না কর্ণবেধ হয়, তত দিন বালিকাত্ব যায় না। ইহা প্রায় ১২।১৩ বৎসর বয়সে দেওয়া হয়, ইহা হইলে বালিকা আর পূর্ব্বের মত যেমন তেমন অবস্থায় সকলের সম্মুখে বাহির হইবে না, উপযুক্ত অভিভাবক সঙ্গে ভিন্ন একলা কোথায়ও যাইবে না, বালকদিগের সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় ক্রীড়া করিবে না এবং সর্ব্বদা বেশভূষায় সজ্জিত থাকিবে। কর্ণবেধ হইলে বালিকারা যৌবনত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং তখন মুখে তনেখাদি (চন্দন বা দেশীয় অপর দ্রব্যাদির দ্বারা মুখ রঞ্জিত করা) মাখিয়া সর্ব্বদা সুসজ্জিত থাকে এবং মনোমত ভাল পাত্রের অন্বেষণ করে। কর্ণবেধের পূর্ব্বে বালিকার ঠিকুজি গণককে দেখাইয়া শুভদিন ও ক্ষণ নির্ণয় করা হয় এবং সেই দিবস যথাসাধ্য ভোজ নৃত্যাদির আয়োজন করিয়া আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। কর্ণবেধের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এমন অবস্থায় বর্ম্মারা বিশেষ কর্ম্মও বন্ধ রাখিয়া নিমন্ত্রণে উপস্থিত হয় এবং সাধ্যমত কিছু কিছু গৃহস্থকে যৌতুক দিয়া থাকে। কান বিঁধিবার জন্য এক সম্প্রদায় লোক আছে, তাহাদের কেহ ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। তাহার হস্তে খাঁটী সোণার শলা এবং অতি নিঃস্বদের জন্য অন্ততঃ রৌপ্যের শলা থাকে। ধনবানেরা ঐ শলা হীরক ও পান্না প্রভৃতি দিয়া বাঁধাইয়া থাকে। শুভক্ষণ উপস্থিত হইলে গণক অনুমতি দিবামাত্র বালিকার কান বিঁধিয়া দেওয়া হয়। সে কাঁদিতে থাকে, স্ত্রীলোকেরা তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া থাকে, বাহিরে বাদ্যের ঘটায় তাহার রোদনধ্বনি কিছুই শোনা যায় না। সকলে কোথায় এই অবস্থায় কিরূপ হইয়াছিল, গল্প করিতে থাকে। কান বিঁধিয়া দিলেই সকল শেষ হইল না, কানের ছিদ্র বড় করিতে হইবে, সুতরাং কাটীটী সর্ব্বদা ঘুরাণ হয় এবং খড়িকা রোজ রোজ একটী একটী করিয়া বেশি দেওয়া হয়, এইরূপ করিলে ক্রমে সাঁওতাল রমণীদিগের কানের ছিদ্রের মত ইহাদের কানের ছিদ্র বড় হয়; তখন নডাঁও নামক কর্ণালঙ্কার পরে, ইহার ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চ হইবে। প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা কানের ছিদ্রে প্রায় চুরট নির্ব্বিঘ্নে রাখিয়া দেয় এবং আবশ্যক মত তাহার ধূম পান করে।

বিবাহ।

শাস্ত্রানুসারে বর্ম্মা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের বঙ্গদেশীয় ভগিনীদিগের অপেক্ষা বড় বেশি স্বাধীন নহে। পিতা মাতা, তাঁহাদের অভাবে অভিভাবকেরা যাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবে, তাহাকেই স্বামী বলিয়া সানন্দে গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কন্যা তাহাদের অমতে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা তাহার ১০টা সন্তান হইলেও সেই স্বামী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে। তবে যদি এমত হয় যে কন্যা অবিভাবকের অমত সত্ত্বেও এক জনকে গ্রহণ করিল, অথচ তাহাদের অজানিত কোন স্থানে তাহার সহিত নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল, এমত অবস্থায় কিছু দিন গত হইলে অভিভাবকেরা সেই স্বামী পরিত্যাগ জন্য বাধ্য করিতে পারে না।

শাস্ত্রানুসারে বর্ম্মাদের তিন প্রকারের বিবাহ হইতে পারেঃ—

১। যখন উভয় পক্ষের পিতা মাতা পাত্র ও পাত্রী স্থির করেন।

২। যখন বর কন্যা ঘটক দ্বারা বিবাহ স্থির করে।

৩। যখন তাহারা আপনারা পরস্পরকে মনোনীত করিয়া ঠিক করে।

সাধারণতঃ শেষের দুই প্রকারের বিবাহে অন্ততঃ অভিভাবকের অমত থাকিবে না।

পূর্ব্ব নিয়মানুসারে যুবক ২৪। ২৫ বৎসরের না হইলে বিবাহের উপযুক্ত হয় না, কিন্তু এখন বালকেরা ১৮। ১৯ বৎসরে এবং বালিকারা ১৩। ১৪ বৎসর বয়সে প্রায়ই বিবাহ করিয়া থাকে। কিন্তু ৩০ বৎসরের যুবার সহিত ২০। ২৫ বৎসরের যুবতীর বিবাহও নিতান্ত অসাধারণ নহে।

যুবা বিবাহের পূর্ব্বে নিজের পিতা মাতাকে তৎসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় জানায় এবং তাহারা তাহার অভিপ্রায় মনোনীত বালিকার মাতাপিতাকে জানায়, ইহাতে শেষ পক্ষের আপত্তি না থাকিলে যুবা বালিকার গৃহে সর্ব্বদা আসিতে পারে—এমন কি, প্রায় ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত আসা যাওয়া করে এবং পরস্পরের স্বভাব চরিত্র পরস্পরে নিরীক্ষণ করে, তাহাতে যদি উভয় পক্ষের মত হয়, তবে যৌতুক ও শুভ দিন ক্ষণ ঠিক হয় এবং বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এত দেশ দেখা গিয়াছে, বিবাহের একটা ধূমধাম সর্ব্বত্র আছে, কিন্তু বর্ম্মাদেশে তাহার কিছুই নাই। বর্ম্মায় বিবাহের সাধারণ প্রথা এই :—নিতান্ত সম্ভ্রান্ত গৃহের বিবাহেও পাত্র আপন আত্মীয় স্ত্রী পুরুষ সঙ্গে করিয়া, শয্যা, পানের ডিবা, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি লইয়া পাত্রীর গৃহে আসে। দ্বারের নিকট প্রায় অবিবাহিত যুবকেরা একটা দড়ী ধরিয়া যাইতে বাধা দেয়, কিন্তু কিছু টাকা দিলেই দড়ী সরাইয়া লয়। পরে কন্যার অভিভাবকেরা শুভ লগ্নে

কন্যার হাত ধরিয়া পাত্রের হাতে দেয়, তাহারা উভয়ে এক পাত্রে আহার করে এবং পরস্পর পরস্পরকে ২।১ গ্রাস অন্ন খাওয়াইয়া দেয় এবং উভয়ে সকলের সম্মুখ দিয়া এক সঙ্গে শয়নাগারে প্রবিষ্ট হয়। তখন অবিবাহিতেরা প্রস্তর মৃত্তিকাদি ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া গৃহের দ্রব্যাদি—এমন কি গৃহবাসীদিগের প্রতি পর্য্যন্ত আঘাত করিতে ত্রুটি করে না। এই সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য কিছু টাকা দিতে হয়। ইহা হইলেই বিবাহ-কার্য্যের সকল অঙ্গ পূর্ণ হইল। রেঙ্গুণ প্রভৃতি নিতান্ত সহর স্থান ভিন্ন প্রায় সর্ব্বত্র পাত্র কন্যার পিতার বাটীতে গিয়া বাস করিয়া রীতিমত পরিশ্রম করে, পরে ক্রমে তাহারা স্বতন্ত্র গৃহস্থ হয়।

এখন সময়ের পরিবর্ত্তন সহ পূর্ব্বের নিয়মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে, এবং হায় তাহাতে কি না শোচনীয় ঘটনা ঘটিতেছে! যুবারা যে সে বাটীতে অনায়াসে যাইতে পারে, কন্যার অভি-ভাবকের নিতান্ত অমত থাকিলে কন্যাকে সাবধান করিয়া দিবে মাত্র। সন্ধ্যার পরেই এইরূপ বেড়াইতে যাইবার সময়, কারণ বর্ম্মারা সন্ধ্যার পরের সময়ের কথা বলিতে হইলে "যুবার আলাপের সময়" বলিয়া থাকে। তাহারা বলে প্রাতে স্ত্রীলোক খিটখিটে ও দিবসে কলহপ্রিয় থাকে, কিন্তু সন্ধ্যার পর তাহারা শান্তমূর্ত্তি ও মধুরভাষিণী হয়। বাস্তবিক যুবতীরা এই সময়ে সজ্জিত হইয়া সূতা কাটা প্রভৃতি কর্ম্মে নাম মাত্র ব্যস্ত থাকিয়া যুবাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে।

বর্ম্মারা কুকুর পুষিতে বড় ভাল বাসে। কিন্তু ঘরে যুবতী কন্যা থাকিলে পাছে যুবাদিগের আসিবার অসুবিধা হয়, সেই জন্য কুকুর আর রাখে না। যুবা আসিয়া কন্যার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবে, কন্যার মাতা পিতার সহিত আলাপ না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি নাই, রাত্রি কিছু বেশি হইলে তাহারা প্রায় শয়ন করে, তখন যুবক যুবতী পরস্পরের মনোনীত হইলে আপনাদের বিবাহের কথা বার্ত্তা কহে এবং কিরূপে বিবাহ সুসিদ্ধ হইবে তাহা স্থির করে। শুনা গিয়াছে গৃহিণী সুচতুরা হইলে এমত অবস্থায় প্রায় আড়ি পাতিয়া সকলি দেখেন ও শুনেন, নচেৎ কন্যার বুদ্ধির উপরেই সকল নির্ভর। বরকন্যা পরস্পরে পরস্পরকে কিছু উপহার দেয়। হয়ত যুবা রেশমী রুমালে প্রেমবিষয়ক গান লিখিয়া যুবতীকে দেয়। গানটী তাহার নিজের রচিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু প্রায়ই অপরের নিকট হইতে লিখিয়া লওয়া হয় অথবা নাচের রাজা যে বিরহবিষয়ক গীত গাইয়া থাকে, তাহা তুলিয়া দেওয়া হয়। যুবতী স্বহস্তে প্রস্তুত চুরট বা রেশমি দ্রব্যাদি দেয়। পরস্পরে হয়ত কোন লোকের দ্বারা পদ্যাদি লিখিয়া পাঠায়। যুবক যুবতীর বুদ্ধি কত স্থির হইবে, প্রায় সকল সকল কার্য্য ঠিক করা হয় এবং মাতা

পিতার যদি সম্মতি হয়, তাহাহইলে তো ভালই, নচেৎ উভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ১০।১৫ দিবস নিরুদ্দেশ থাকে। পরে পিতা মাতা তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া গৃহে আনেন এবং তাহারা স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বাস করিতে থাকে। এইরূপ বিবাহের যে কি ভয়ানক ফল তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। নব উৎসাহে প্রায় যুবক যুবতীর বুদ্ধির লোপ হয়, বিবাহের পূর্ব্বে আপনাদের চরিত্র কলুষিত করিতে প্রায়ই সঙ্কুচিত হয় না, পরে হয়ত বিবাহ হইল না, যদি বা হইল অল্প দিন পরে তাহারা পৃথক্ হয়।

বর্ম্মীরা আপনাদের মাতা, কন্যা, ভগিনী (সহোদরা ও বৈমাত্রেয়), খুড়ী, মাসী, পিতামহী ও মাতামহী ভিন্ন সকলকে বিবাহ করিতে পারে। সন্তান তাহার বিমাতাকে বিবাহ করিতে পারে, তাহাদের শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে। রাজা সম্পূর্ণ রাজ-বংশোদ্ভব সন্তানের জন্য প্রায়ই এক জন বৈমাত্রেয় ভগিনী বিবাহ করেন, কিন্তু কার্য্যত সেই সন্তান প্রায়ই রাজা হয় না, কারণ রাজা ও মন্ত্রীরা পরে যাহাকে মনোনীত করেন, সেই প্রায় রাজা হয়।

প্রায়ই নানানা কারণে বর্ম্মা স্ত্রীপুরুষে স্বতন্ত্র হয়। শাস্ত্রমতে ব্যভিচার দোষ ভিন্ন নিম্নলিখিত কারণ জন্য স্বামী স্ত্রী পরস্পরে পরস্পরকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

যদি স্ত্রী স্বামীকে যথেষ্ট ভাল না বাসে, বা তাহার পুত্র সন্তান না হয়, বা যে স্থানে যাইতে তাহাকে নিষেধ করা হয়, সে সেই স্থানে যায়।

স্বামী নিঃস্ব হইলে এবং স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতে না পারিলে বা সর্ব্বদা পীড়িত বা অলস হইলে কি বিবাহের পর কোন প্রকার অঙ্গহীন হইলে বা অত্যন্ত বার্দ্ধক্যদশাগ্রস্ত হইলে স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে।

বর্ম্মাদের বিবাহের সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, এমন কি পুরোহিত (ফুঙ্গি) পর্য্যন্ত আসে না। ইহা সমাজ-নীতিমাত্র, যে কোন পক্ষের ইচ্ছায় বিবাহ ভঙ্গ হইতে পারে, তবে যদি যথেষ্ট কারণ না থাকে, তবে যে পৃথক হইতে চাহে, তাহাকে সম্পত্তি সম্বন্ধে বেশি ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

সম্পত্তি সাধারণতঃ ৩ প্রকারের ঃ— ১ম, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষের যাহা থাকে; ২য়, যৌতুক সম্পত্তি এবং ৩য়, বিবাহের পর যাহা উপার্জ্জিত হয়।

বিবাহ ভঙ্গ হইলে প্রথম প্রকারের যাহার যে সম্পত্তি, সে তাহা লইয়া থাকে। অপর প্রকারের সম্পত্তি গ্রামের বড় লোকের বিচার অনুযায়ী বিভক্ত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

লীলাময়ী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

৪০

কহে বীর—
সংসার সুন্দর কানন ভিতরে,
জীবন কুসুম ফুটিছে নিয়ত ;
নিত্য ফোটে নিত্য ঝরে রবিকরে,
মাটীর শরীর মাটী পরিণত।

৪১

বুঝি নাই আমি সংসারের মায়া,
মনুষ্য জীবনে উদ্দেশ্য মহান্ ;
বৃথা বিলাসের লভি পদছায়া,
কেটেছে সময় মহামূল্যবান্।

৪২

যেদিন গ্রীসের পুড়িল কপাল,
অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক লেপন ;
নির্ম্মল আকাশে ঘন ঘটাজাল,
ঢাকিল সহসা চন্দ্রমা বদন।

৪৩

মাতিল রাজন্য সহচর দলে,
মন্ত্রণার স্রোতে আসন টলিল ;
সাজিল বীরেন্দ্র, কটিবন্ধ তলে
অসি-কোষে অসি অমনি নাচিল।

৪৪

শোণিত-পিপাসু গ্রীস মাতোয়ারা,
মত্ত ক্রুদ্ধ যেন বাসবসমরে ;
মাতৃক্রোড়ে শিশু আজি দিশেহারা,
উন্মত্ত সকলি মাতৃভূমি তরে।

৪৫

নেহারি সে ভাব ভাঙ্গিল স্বপন,
আঁধারে একটু দামিনী ভাতিল,
বুঝিলাম
নহে জলবিম্ব নশ্বর জীবন,
পাষাণ পরাণ বারেক কাঁদিল।

৪৬

সাজিল সমরে পোত অগণিত,
ছিঁড়িনু তখনি প্রণয়-শৃঙ্খল ;
ত্যজিলাম প্রিয়ে জনমের মত,
তেঁই দিবা রাতি বহে অশ্রুজল।

৪৭

কে হেন পাষাণ, তীক্ষ্ণ অসি করে,
নাশে ফুল শোভা ফুটন্ত মাধুরী ;
পামরের মত হায় অভ্যন্তরে,
প্রণয়ের হার ছিঁড়িনু আমরি !!

৪৮

অনুকূল দিকে বহিল পবন,
তীরবৎ পোত ছুটিল সাগরে,
শ্বেত নীল পীত সাগর-জীবন,
ভেটিল ফেনিল উন্মত্ত লহরে।

৪৯

ঊর্দ্ধে নীলাকাশ অনন্ত তারকা,
নিম্নে জলোচ্ছ্বাস অগণিত ঢেউ,
অভাগার হৃদে একটুকু রেখা,
উঠিল জাগিয়া দেখিল না কেউ।

৫০

স্বধু সে দুরাশা আশার ছলনা—
যাদুবলে যদি না হয় চালিত,
অন্য তরী, ধ্রুব পূরিবে বাসনা—
আমরাই আগে হব উপনীত

৫১

টয় বীরভূমে ; অমনি প্রথমে,
পশিব সমরে ; ভবিষ্যৎ বাণী
ভাবি নাই কভু, যে ছিল প্রাক্তনে,
তাই ভুগিলাম, মরিনু আপনি।

৫২

সমরের শিখা জলন্ত উৎসাহ,
বিষাদে একটু হইল মলিন ;
কি জানি সহসা হল গাত্রদাহ,
অণেকের সাধ সাগরে বিলীন।

৫৩

কটাক্ষে হৃদয়ে দেখিনু চাহিয়া,
একি সর্ব্বনাশ ! প্রেমের প্রতিমা,
সাগরের স্রোতে গিয়েছে ভাসিয়া ;
ভাসিছে হৃদয়ে অনন্ত নীলিমা।

৫৫

জলধিকল্লোলে—হৃদয়উচ্ছ্বাসে,
স্বর্ণ প্রতিমা দিনু বিসর্জ্জন ;
ফুরাইল সব, হৃদয় আকাশে
জাগিল সে স্মৃতি চন্দ্রমাবদন।

৫৬

ফুরাইল স্বখ জাগ্রত স্বপন !
বীরের বাসনা ডুবিল অতলে ;
ভাঙ্গিল হৃদয়, হৈম সিংহাসন,
হল দৃষ্টি লোপ নয়নের জলে।

৫৭

একদা নিশীথে প্রমোদকাননে,
নৈশ সমীরণে কণ্ঠ মিশাইয়া
তুলিনু সঙ্গীত ; ফুল আভরণে
সাজাইলে মোরে ; আমি ও ছুটিয়া

৫৮

চয়িনু যতনে ফুটন্ত মল্লিকা,
সাজাইনু প্রিয়ে বন দেবীরূপে
বর বপু তব ; স্বপ্ন যবনিকা
তুলিনু—ডুবিনু প্রণয়ের কূপে।

৫৯

ভাবিলাম বুঝি এহেন সোহাগ,
হবে না বিচ্ছেদ প্রকৃতির সনে ;
বাড়িবে ক্রমশঃ নব অনুরাগ,
স্বরগের সুখ নশ্বর জীবনে।

৬০

ফুরাইল সুখ স্বপনের খেলা ;
জলবিম্ব জলে গিয়াছে মিশিয়া ;
অনন্ত গগনে যত বাড়ে বেলা,
উষার সুষমা যায় শুকাইয়া।

৬১

হাসিবে বিপক্ষ বিলম্ব ভাবিয়া,
জয়োল্লাসে সবে করিবে ধিক্কার ;
টোয়ান সমরে মরণ জানিয়া
কেউ না সাহসে ধরি তরবার

৬২

পশিতে প্রথমে সম্মুখ সমরে ;
অই দেখ কাঁপে, পবন পরশে,
কাঁপে যথা বনী, স্বধু দৃশ্য ভরে,
উড়ে জয়কেতু মনের হরষে।

৬৩

পারিনা সহিতে সে হেন লাঞ্ছনা,
জন্মিলে অবশ্য হইবে মরণ;
দেখুক টৌযান বীরের বাসনা,
মাতৃভূমি তরে আত্ম-বিসর্জ্জন!

৬৪

বীরপ্রসূ গ্রীস জানে বীরপণা,
জানে সে পবিত্র প্রণয়ের রীতি,
পাশব বিকারে পূরে না কামনা,
ধর্ম্মভীরু গ্রীস নহে যে দুর্ম্মতি।

৬৫

অয়ি প্রিয়ম্বদে পতিপ্রাণা সতি
ধর্ম্ম অনুগত জান ভালবাসা,
ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধ দৃঢ় মতি,
পূরিবে পবিত্র প্রণয়-পিপাসা।

৬৬

বীরপত্নী ভাবে বিরহ বেদন,
সহ অনায়াসে; বাচলো যতনে
দেবের প্রসাদ; হইবে মিলন
দোঁহে পুনরায় অমর জীবনে।

৬৭

প্রসন্ন তোমায় ত্রিদশ ঈশ্বর,
শুনেছেন তব দুখের রোদন;
মনোমত তব দিয়াছেন বর,
তেঁই মৃত পতি কর দরশন;

৬৮

কর স্বার্থত্যাগ; দেবতা বাঞ্ছিত
শিখ হিতৈষণা আত্মবিসর্জ্জন;
সংসারের আশা স্বার্থ বিজড়িত;
রোধে প্রতিকূলে স্বর্গের তোরণ।

দেশ-ভ্রমণ।

বোম্বাই, রিপণ অভ্যর্থনা, এলিফেণ্টা দ্বীপ।

বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় গাড়ী ছাড়িল। এ স্থান হইতে বোম্বাই ১৬ ক্রোশ। চতুর্দ্দিকের সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে চলিলাম। এক স্থলে একটী অতি সুন্দর পাহাড় দেখিলাম, পাহাড়ের নিম্নস্থ সুড়ঙ্গ দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল। যতই বোম্বাইর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম, ততই নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এক স্থলে অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত একটী গির্জা দেখিতে পাইলাম, উহার কারুকার্য্য ও সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। ক্রমে সমুদ্রের অংশ বিশেষ নয়নগোচর হইল। অনেকগুলি জাহাজ ছিল, তাই বহিঃসমুদ্র দেখিতে পাইলাম না। দেখিতে দেখিতে

বোম্বাই উপস্থিত হইলাম। বোম্বাই সহরে এই লাইনের তিনটী ষ্টেশন আছে, তাহাদের নাম "বকুলা" "মস্‌জিদ্‌" ও "বুরিবন্দর"। আমি সর্ব্ব-শেষ বুরিবন্দর ষ্টেশনে নামিলাম।

বুরিবন্দর ষ্টেশনটী খুব বড়। আমাদের হাবড়ার ন্যায় ৬।৭ টী ষ্টেশনের সমান হইবে। আফিসের কার্য্যের জন্য আজ কাল আবার অতি বৃহৎ একটী বাড়ী প্রস্তুত হইতেছে, উহা সম্পন্ন হইলে সর্ব্ব সাধারণের আরও সুবিধা হইবে।

সমুদ্র দেখিবার বড় ইচ্ছা, তাই তাড়াতাড়ি সমুদ্রতটে গেলাম, তখন বেলা অনুমান বার ঘটিকা। পুস্তকে পড়িয়াছি, সমুদ্রের জল ঈষৎ নীল, এবার তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। বহিঃসমুদ্রের জল যতটা নীলবর্ণ, তটের নিকটস্থ জল ততটা নহে, তাহার কারণ এই যে তটের সমীপস্থ জলের সঙ্গে নদীর জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। সমুদ্র দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। সূর্য্যরশ্মি জলরাশির উপর পড়িয়া ঝিকিমিকি করিতেছিল, অদূরে সুন্দর সুন্দর জাহাজ, বাম পার্শ্বে ছোট ছোট কয়েকটী দ্বীপ, তাহার উপর পাহাড়; দক্ষিণে মালাবার অন্তরীপ পাহাড়ময়। পাহাড়ের উপর রাজা-রাজড়ার সুন্দর সুন্দর বাড়ীগুলি যেন অতৃপ্ত নয়নে দিবানিশি সমুদ্রের সেই গভীর সৌন্দর্য্য পান করিতেছে। পশ্চিমে আকাশ ও জল ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; মাঝে মাঝে কেবল দুই চারি খানি নৌকা, পাল তুলিয়া এ দিক্‌ ও দিক্‌ ছুটিয়া বেড়া-ইতেছে। প্রায় তিন ঘণ্টাকাল কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া এই সমস্ত দেখিতে লাগিলাম, মন সমুদ্রের সেই সৌন্দর্য্য-রাশিতে ডুবিয়া গেল।

বোম্বাই সহরে যতগুলি দ্রষ্টব্য আছে, তন্মধ্যে সমুদ্রতটের দৃশ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। হাইকোর্ট, সেক্রেটেরিয়েট প্রভৃতি বড় বড় আফিসগুলি সমুদ্রতটে স্থিত। এই আফিসগুলির সম্মুখেই ঘোড়দৌড়ের শৃঙ্খল-বেষ্টিত ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র, তাহারই সম্মুখে সমুদ্রপার্শ্বে আমেদাবাদ বরদারাজ্য প্রভৃতি স্থানে যাইবার রেল লাইন। ঢেউ লাগিয়া তীরস্থ ভূমি ভগ্ন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা, তাই ছোট বড় নানা প্রকারের প্রস্তরখণ্ড জলের অনেক নীচ হইতেই অনেক উপর পর্য্যন্ত সুন্দর ভাবে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। একস্থলে কাষ্ঠ ও প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সুন্দর একটী বাঁধ প্রস্তুত করা হইয়াছে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই বাঁধের উপর বসিয়া বসিয়া অনেক লোক সমুদ্রের শোভা দেখিতে থাকে। এই সমুদ্রতটেরই একটী স্থানের নাম "আপলো বন্দর"; সায়ংকালে এই স্থানে অনেক লোকের সমাগম হয়। আমি এই স্থানটী দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলাম। দেখিতে পাইলাম স্থানে স্থানে বেঞ্চ সজ্জিত রহিয়াছে, তাহাতে বসিয়া পারসীগণ দুরট

টানিতেছে। কোথাও মহারাষ্ট্রী মেয়েরা বসিয়া আলাপাদি করিতেছে, কোথাও গুজরাটীগণ হাত নাড়িয়া মাথা নাড়িয়া চোখ ঘুরাইয়া বাগযুদ্ধে নিযুক্ত। আবার স্থানে স্থানে মেয়ে লোকের হাট। কোনও স্থানে ফিটনে বসিয়া, কোনও স্থানে বেঞ্চেতে বসিয়া দলে দলে পারসী রমণীগণ সুন্দর সুন্দর বেশ ভূষায় ভূষিত হইয়া মৃদু মধুর আলাপে নিমগ্না। এটী আমার চক্ষে নূতন দৃশ্য। দেশীয় রমণীগণ এইরূপ নির্ভয়ে একটী মাত্র পুরুষও সঙ্গে না লইয়া আপনারাই গাড়ী পাল্কী ভাড়া করিয়া যথায় ইচ্ছা তথায় বেড়াইয়া বেড়াইতে পারে, ইহা পূর্ব্বে আমার কেবল কল্পনার বিষয় ছিল, কারণ বঙ্গদেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

আপলো বন্দরে বেশ বড় একটী প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট আছে। লর্ড ডফারিণ জাহাজ হইতে এই ঘাটে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এই ঘাটেরই নিকটে একটি "গেট" প্রস্তুত করা হইয়াছিল, লর্ড রিপণ বিলাত যাইবার সময় উহার ভিতর দিয়াই জাহাজে উঠিবেন, তাই "গেটটি" তদবস্থই রহিয়াছে। রাত্রি অনুমান নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত সমুদ্র তটে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। আগামী কল্য রিপণ আসিবেন, তাই অভ্যর্থনা কমিটীর সভ্যগণ রাস্তাঘাট সাজাইতে ব্যতিব্যস্ত। স্থানে স্থানে নিশান উড়িতেছে, গেট তৈয়ার হইতেছে, কোথাও স্ত্রীলোকের বসিবার গ্যালারী প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও দর্শকবৃন্দের সুবিধার্থ চন্দ্রাতপের নীচে কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধ রূপে স্থাপিত হইতেছে, কোথাও বা বালকদলের উপবেশনার্থ মঞ্চ গঠিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে কুইনস্ গার্ডেন নামক উদ্যানে উপস্থিত হইলাম।

এই বাগানটী দেখিতে খুব সুন্দর। প্রস্থে খুব ছোট হইলেও দীর্ঘে নিতান্ত ছোট নয়। বাগানটী সমুদ্রের অতি নিকটে, সুতরাং প্রভাতে ও সায়ংকালে এই স্থানে বেড়াইতে অন্তরে একপ্রকার অতি বিমল আনন্দের আবির্ভাব হয়। বিশ্রামার্থ ইহার স্থানে স্থানে লৌহ আসন প্রোথিত রহিয়াছে, কোন কোন লোক তাহাতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, কোন কোন লোক এদিক ওদিক বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই বাগানে নূতন কোন জিনিষ দেখিতে পাইলাম না। এক শ্রেণীর গাছ আছে দেখিতে অতি সুন্দর। গাছগুলিকে ছাঁটিয়া এক একটী ছাতার মত প্রস্তুত করা হইয়াছে।

বাগান দেখিয়া ট্রামগাড়ীতে চাপিলাম। কলিকাতা ট্রামগাড়ী হইতে এই স্থানের ট্রামগাড়ী কোনও অংশে উৎকৃষ্ট এমন বোধ হইল না। এই স্থানে একটী সুবিধা এই যে, একগাড়ীতে একখানা টিকেট লইয়া অন্য গাড়ীর

যাহাযোগও অনেক দূর চলিয়া যাওয়া যায়। বড় ইচ্ছা হইয়াছিল প্রিন্সেস্ ডক্ দেখিব, সুতরাং সেই দিকেই চলিলাম এবং যথাসময়ে তথায় পঁহুছিলাম।

প্রিন্সেস্ ডক্ দেখিবার উপযুক্ত। স্থানাভাবে তাহার প্রতিকৃতি প্রদত্ত হইল না। জাহাজ প্রথমতঃ সমুদ্র হইতে একটী খালে প্রবেশ করে। আমাদের কলিকাতা চিৎপুর খালে যেমন জলের গতিরোধ করিবার জন্য নূতন "গেট" প্রস্তুত হইয়াছে, এখানেও সেইরূপ একটী "গেট" রহিয়াছে। এই "গেট" যখন বন্ধ থাকে, তখন ইহার উপর গাড়ী ঘোড়া চলিয়া বেড়ায়; কিন্তু কোনও জাহাজ ভিতরে ঢুকিবার সময় "গেট" আকর্ষণ করিয়া পার্শ্ব দেশে লইয়া যায়, এবং পরে বন্ধ করিয়া দেয়। যাঁহারা চিৎপুরের "গেট" খুলিতে ও বন্ধ করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা অতি সহজেই ইহা বুঝিয়া লইবেন, সন্দেহ নাই। জাহাজ ভিতরে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি স্থানে যথা ইচ্ছা তথা থাকিতে পারে। মাল বোঝাই করিবার জন্য "গ্রেট ইণ্ডিয়া পেনিন্সুলা" রেলের একটী লাইন ডকের মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে। কোনও সময়ে জাহাজের মাল গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হয়, আবার কোনও সময়ে গাড়ীর মাল জাহাজে উঠান হয়। এই সমস্ত মাল উঠাইবার ও নামাইবার জন্য একটী বিশেষ স্থানে একটী অতি প্রকাণ্ড যন্ত্র (crane) রহিয়াছে, ভারতের কুত্রাপি এত বড় যন্ত্র নাই। এই যন্ত্রটী ভিন্ন আরও কয়েকস্থানে কতকগুলি যন্ত্র রহিয়াছে। সমুদ্রের তটে অন্যান্য স্থানেও এইরূপ যন্ত্র আছে। কলিকাতায় যে ক্রেন যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, শেষোক্ত যন্ত্রগুলি সেই শ্রেণীর।

সজীব ফটোগ্রাফি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)*

পাঠিকাগণ! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রিয়জনের যে ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নের মণি—সাধের তারা বা চক্ষুর পুত্তলি, যাহার এত প্রশংসা করি, তাহা আইরিস নামক সঙ্কোচক ও সম্প্রসারক ঝিল্লীর মধ্যস্থ ছিদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে; ইহা দেখিতে একটি অন্ধকারময় ক্ষুদ্র কূপ সদৃশ। কোন চক্ষের দিকে তাকাইলে এই কূপ মধ্য হইতে একটি পুত্তলিকার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাওয়া

* গতবারে ভ্রমবশতঃ কয়েকটি সংখ্যাশুদ্ধি হইয়াছে, পাঠিকাগণ এবারে তাহা ঠিক করিয়া লইবেন। ৩২৩ পৃষ্ঠায় (৯) স্থলে (১০) হইবে, (১০) স্থলে (১১), (১১) স্থলে (১২), ও (১২) স্থলে (১৩) হইবে।

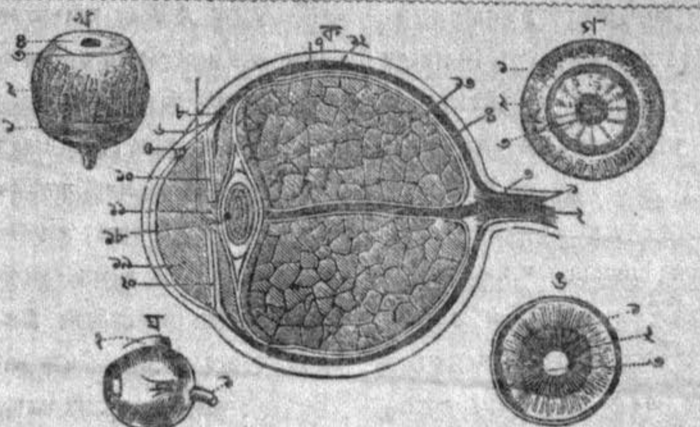

যায় ; বোধ হয় এই কারণেই ইহার নাম পুত্তলি ; ইংরাজি পিউপিল শব্দেরও উৎপত্তি এইরূপ।†

এক্ষণে সহজেই এই প্রশ্ন উত্থিত হইতে পারে যে, পুত্তলি যদি আলোক প্রবেশের পথ হয়, তবে ইহা এরূপ কৃষ্ণবর্ণ ও অন্ধকারময় কেন ?—চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ কৃষ্ণাবরণ ইহার এক কারণ। ইহার আর এক প্রধান কারণ আছে ; পুত্তলি বস্তুতঃ কৃষ্ণ নহে ; চক্ষুর অভ্যন্তর আলোকিত করিয়া ঠিক সেই সময়েই যদি দেখা যায় তবে পুত্তলিকে উজ্জ্বল দেখায় ; কিন্তু বহিঃস্থ যে আলোক চক্ষুর অভ্যন্তরকে আলোকিত করিবে, তাহার রশ্মি চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে প্রতিফলিত হইয়া সমসূত্রে পুনরায় সেই আলোকোপরি পতিত হয় ; এজন্য পরীক্ষকের চক্ষু বহিঃস্থ আলোকোৎপত্তি স্থান ও পরীক্ষ্যের চক্ষুর মধ্যে অবস্থিতি করা আবশ্যক, কিন্তু এরূপ স্থলে আলোক যাইবার বাধা হইবে। এই কারণে চিকিৎসকগণ চক্ষুর অভ্যন্তর পরীক্ষা করিবার জন্য অপথ্যাল্‌মস্কোপ্ (Opthalmoscope) বা অক্ষিবীক্ষণ নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এটী একটি কুব্জাকার দর্পণ (concave mirror), তাহার মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র; এই দর্পণটি পরীক্ষ্যের চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া তাহার পার্শ্বে উজ্জ্বল আলোক রাখিতে হইবে। তাহাহইলে দর্পণের প্রতিফলিত রশ্মিসমূহের অধিশ্রয় বিন্দু(Focal point) চক্ষুর অভ্যন্তরে পতিত হইবে। এক্ষণে পশ্চাৎ হইতে দর্পণের মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া দেখিলে পরীক্ষ্যের চক্ষুর অভ্যন্তর পরিষ্কাররূপে দেখা যাইবে। এরূপ অবস্থায় পুত্তলিকে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় দেখায়।

দূরত্বের পরিমাণানুসারেও পুত্তলির আয়তনের হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন বক্রগতিতে আলোকরশ্মি চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করাতে প্রতিমূর্ত্তি

†(Pupil ; Lat. Pupillus—a little boy).

সমূহ কিঞ্চিৎ গোলাকার হইয়া প্রতিবিম্বিত হওয়া সম্ভব; ইহা নিবারণের জন্য আইরিস কুঞ্চিত হইয়া রশ্মি-সমূহের অধিশ্রয় বিন্দুকে দীর্ঘ করিয়া দেয় এবং প্রতিমূর্ত্তি সমূহও স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। একুইয়স হিউমর (Aqueous humour) নামক লবণাক্ত জলবৎ তরল পদার্থে আইরিস ভাসমান থাকে। চক্ষুর অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত ঘন আর একটি দ্রব পদার্থ আছে; এই দুই প্রকার তরল পদার্থের মধ্যে একটি ব্যবধান আছে; এজন্য বর্ণনার সুবিধার্থে চক্ষুকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে; সম্মুখ কোটর, ও অন্তঃকোটর। একুইয়স হিউমর সম্মুখ কোটরকে, এবং ভিট্রিয়স হিউমর (Vitrious humour) নামক গলিত কাচ সদৃশ এক প্রকার তরল পদার্থ অন্তঃকোটরকে পূর্ণ করিয়া রাখে। ক্রিষ্টালাইন লেন্স (Crystallyne lens) নামক যবাকার কাচ সদৃশ এক খণ্ড স্বচ্ছ পদার্থ একটি স্বচ্ছ আবরণে আবৃত হইয়া উপরি-উক্ত দুই কোটরের ব্যবধান স্বরূপ অবস্থান করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যে সকল গোলাকার দুই দিক্ স্ফীত কাচ খণ্ড থাকে, যাহার দ্বারা ক্ষুদ্র বস্তু বৃহৎ দেখায়, (চলিত ভাষায় যাহাদিগকে আতুষি পাথর বলিয়া থাকে) তাহাদিগকে যবাকার কাচ (lens) কহে। পূর্ব্বোক্ত, চক্ষের ক্রিষ্টালাইন দেখিতে ঠিক এই প্রকার কাচের ন্যায়। এক প্রকার অতি স্বচ্ছ পদার্থের উপর্য্যুপরি স্তরে, এই ক্রিষ্টালাইন গঠিত। মানুষের চক্ষের ক্রিষ্টালাইন সম্পূর্ণ গোলাকার নহে;—ইহা যবাকার; দুই দিক্ স্ফীত—সম্মুখ অপেক্ষা পশ্চাদ্ভাগ অধিক স্ফীত। মৎস্যাদির চক্ষের ক্রিষ্টালাইন বর্ত্তুলাকার—সম্পূর্ণ গোল। পাঠিকাগণ সকলেই অবশ্য দেখিয়াছেন যে মৎস্য রন্ধনের পর মৎস্যের চক্ষের ক্রিষ্টালাইন খড়ির ন্যায় শ্বেতবর্ণ একটি গোলাকার দৃঢ় পদার্থে পরিণত হয়;—অনেকে তাহাকে চক্ষের তারা বলিয়া মনে করেন—কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড রিপণ সস্ত্রীক নির্ব্বিঘ্নে বিলাত পৌঁছিয়াছেন। সেখানে তাঁহার অভ্যর্থনার সমারোহ নানা স্থানে হইতেছে। লণ্ডন নগরে এক রাত্রিতে তাঁহাকে এক ভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে লর্ড নর্থব্রুক, কিম্বার্লি, হার্টিংটন প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনীতিজ্ঞেরা উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার ভারত শাসন নীতির যথেষ্ট প্রশংসা করেন।

২। নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ একটী বড় ভারতবন্ধুর কার্য্য করিয়াছেন। সুদানে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার ব্যয়-

ভার ভারতের উপরে চাপান হইতেছিল, তাঁহার প্রতিবাদে তাহা হইতে পারিল না।

৩। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ নিবারণের সাহায্যার্থ অনেক স্থানে চাঁদা উঠিতেছে। ভারত সভা ইতিমধ্যে ৬৭৫ টাকা তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সিটী কলেজের ছাত্রগণ প্রায় দেড় শত টাকা ও ৫।৬ শত পুরাতন বস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রগণও এই সৎকার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছেন। ভাগলপুর, ফরিদপুর ও অন্যান্য অনেক স্থানের ভদ্রলোকেরা দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে টাকা দিয়াছেন। এই উপলক্ষে অনেকগুলি সহৃদয়া রমণীও আপনাদিগের বদান্যতার পরিচয় দিতেছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইলাম।

৪। বর্দ্ধমান দুর্ভিক্ষ দমন জন্য গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ২০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১-২ প্রথম চরিতাষ্টক ও দ্বিতীয় চরিতাষ্টক—শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত, মূল্য প্রত্যেক ভাগ ।৵০ আনা। এই দুইখানি পুস্তকে এ দেশীয় ১৬টী খ্যাতনামা মহাত্মার জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তক দুইখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও এ দেশীয় বিদ্যালয় সকলের পাঠ্যমধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে। প্রথম ভাগের ইতিমধ্যে পঞ্চম সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এরূপ পুস্তকের বিশেষ সমাদর করিবেন আমরা সম্পূর্ণ আশা করিতে পারি।

বামাগণের রচনা।

নারীগণের অল্পশিক্ষা।

(গত বারের শেষ।)

উন্নত জ্ঞানই সুখের মূল। সুতরাং উন্নত জ্ঞানই নরনারী উভয়ের হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার উপযুক্ত। যিনি এই সুখ-প্রদ কল্যাণ-প্রদ শান্তি-প্রদ জ্ঞানের বিন্দুমাত্র আস্বাদন পাইয়াছেন, তিনিই ইহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য ব্যাকুল অন্তরে কতশত কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কেহ আত্মীয় স্বজনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন; কেহ প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া রাক্ষস তুল্য অসভ্য জাতিদিগের অস্ফুট ধর্ম্মভাবের ও নৈতিক ভাবের

মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য তাহাদিগের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন; কোন কোন মহাত্মা সর্ব্ব প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইতে আপনাদিগকে বিমুক্ত করিয়া দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ হস্তে কেহ নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ, কেহ আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ ও জীব তত্ত্ব অবগত হইতেছেন; কেহ নিজ শরীর ভুলিয়া অসঙ্গত চিন্তা অধ্যয়নাদিতে দিবা রাত্রি মস্তিষ্ককে বিলোড়িত করিতেছেন। মহাত্মাগণ এই যে সব কঠোর সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কেবল অক্ষয় অবিনাশী জ্ঞান ধনে ধনী হইবার জন্য। অবশ্য এ সকল বিষয়ে পুরুষ জাতিরই অধিকার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতি একেবারে চিরদিনের জন্য এ অধিকারের বাহিরেই থাকিবে? তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতির উচ্চ জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ণ পুস্তক পাঠেরও বিরোধী হওয়া ন্যায্য? উন্নত জ্ঞান,—অমৃতময়ফলপ্রসূতি উন্নত জ্ঞান—অমৃতময় ফল হস্তে করিয়া নর নারী উভয়কেই আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। নরনারী উভয়েরই জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য—উন্নত জ্ঞান ধর্ম্মে হৃদয়কে উন্নত করা।" আর সেই উন্নত জ্ঞানই উন্নত ধর্ম্মভাবে উত্থিত হইবার সহজ সোপান। কেবল মাত্র সন্তান পালন, সংসারের সুশৃঙ্খলা সাধন, মনোহর শিল্পাদিতে নিপুণতা লাভ করিতে পারিলেই (যদিও এ সকলে হৃদয় নীচ হয় না বরং উন্নতই হইয়া থাকে) জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। সর্ব্বনিয়ন্তার মঙ্গল নিয়মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, সৃষ্টিকৌশল প্রকৃতরূপে বুঝিয়া তাঁহার প্রতি প্রাণের ভক্তিপ্রীতি অর্পণ করিয়া আত্মাকে সুশীতল করা—আর কি ভাল কি মন্দ, কি মঙ্গল কি অমঙ্গল, কি কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য, কি ধ্রুব কি অধ্রুব, এ সকল বিশেষরূপে অবগত হইয়া হৃদয়ের উৎকর্ষ লাভ করিয়া চিরজীবন অটল বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করাই যদি নশ্বর মানবজীবনের পরম লক্ষ্য—চরম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ বঙ্গনারীর এখনও এমন অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে, যেখানে এখনও তাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই। এখনও তাঁহাদের শিক্ষোপযোগী অসংখ্য বিষয় সম্মুখে বিস্তারিত রহিয়াছে। প্রকৃতির জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার অনন্ত বিদ্যালয়ের যে শ্রেণীতে ভারতবাসিগণ অধ্যয়ন করিতেছেন, ভারতবাসিনীগণ তদপেক্ষা অধিকতর নিম্ন শ্রেণীতে পাঠাভ্যাস করিতেছেন; এখনি তাঁহাদের শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার সময় উপস্থিত হয় নাই বোধ হয়। যথার্থ জ্ঞান শিক্ষায় কখনও স্ত্রীভাব বিলুপ্ত বা বিকৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। যে জ্ঞান প্রকৃতির বিকৃতি ঘটায়, তাহা "জ্ঞান" শব্দের বাচ্য নহে। বর্ত্তমানকালের উন্নত শিক্ষা যদি ধর্ম্মভাব-বিরহিত হয়, যদি অপরা বিদ্যার সহিত পরা বিদ্যার

সুখময় সম্মিলন না হইয়া থাকে, তাহা কখনও জ্ঞানের অপরাধ নহে।

অশিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতার প্রকৃতিতে স্ত্রীসুলভ গুণের বা ভাবের যেমন অভাব দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি ইহা যথার্থ উন্নত জ্ঞানলাভে বিলুপ্ত হইবারও নহে; কারণ ইহা ত আর মনুষ্য মনঃকল্পিত বা কেবল নারীগণের আয়াস-লব্ধ পদার্থ নহে। যাহা বিধাতার বিহিত, যাহা মহাত্মাগণ দ্বারা ধ্রুব অকাট্য অবিনাশী সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা কালের আঘাতে বিচূর্ণিত হইবার নহে, তাহা কোন প্রকারে উন্নত জ্ঞান দ্বারা বিলুপ্ত হইবারও নহে। যে জ্ঞানের কাছে মানব এই সত্য শিক্ষা করে যে, উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় মনুষ্য-মনের সদ্ভাব সমুহ সর্ব্ব সমঞ্জসী-ভূত প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অতি পবিত্রভাব ধারণ করে, সেই উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় মানবমনের সদ্ভাবের হ্রাস হয়, নারীহৃদয় ভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করে, এরূপ বলা কি উন্নত জ্ঞানের বিষম অবমাননা নয়? উন্নত জ্ঞান শিক্ষায় স্ত্রীদিগের হৃদয়ের সদ্ভাব বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক বরং প্রকৃতিবিজ্ঞান জ্ঞানে, ধর্ম্ম-নীতি-বিজ্ঞান জ্ঞানে বিশেষরূপে অভিজ্ঞতা-শালিনী নারীর হৃদয়ের সদ্ভাব সমুহ অতি উজ্জলভাবে দীপ্তি পায় ও পবিত্রতার অচল ভিত্তির উপর চিরজীবন দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়া থাকে। চন্দ্র যেমন সূর্য্যের সমসূত্রপাতে থাকিলে আপনি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে, মনুষ্য-হৃদয়ের ভাব চন্দ্র তেমনি জ্ঞান সূর্য্যের সম-সূত্রপাতে থাকিলে আপনি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া মনুষ্য জীবনকেও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। পুরাকালীন অনেক প্রসিদ্ধ রমণীগণের হৃদয়ে জ্ঞান ও ভাবের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তাই তাঁহাদের "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" "যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং" যাহা দ্বারা আমি অমর না হই তাহা লইয়া আমি কি করিব? ইত্যাদি মহাকাব্য সকল পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

আর এক শ্রেণীর নারীজীবন আছে অর্থাৎ যাঁহারা জীবনের উষঃকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংসার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে উন্নত জ্ঞান শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক। তাহাহইলে তাঁহারা নিজ নিজ দুর্ভাগ্য চিন্তা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, অমূল্য উন্নত চিন্তায় অমূল্য সময় কাটাইতে পারেন ও তাঁহাদের দ্বারা স্বদেশেরও অনেক উপকারের সম্ভাবনা থাকে।

অল্প শিক্ষা বহু অমঙ্গলের প্রসূতি। প্রথমতঃ অল্প শিক্ষা অহঙ্কারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। অনেক অনেক নারী একটু আধটুমাত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মনে করেন আমরা লেখা পড়া শিখিয়াছি, কিন্তু কি শিখিয়াছেন তা একবারও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তা হবেই ত;

যিনি যত শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি লাভ করেন, তাঁহার নিজ মূর্খতা তত বিশদ-রূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। তিনি ততই বিদ্যার অপার অসীম ভাব উপলব্ধি করিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। আর শিক্ষা একটু সামঞ্জস্যভাবে না শিখিলেও সে শিক্ষা তাদৃশ কাজের হয় না. কারণ বিদ্যা শিক্ষার নিয়মই এই যে, একদিক ছাড়িয়া দিলে আর একদিক অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অল্প শিক্ষায় ভাল ভাল জ্ঞান বিজ্ঞান পূর্ণ পুস্তকাদি পাঠে অযোগ্যতা নিবন্ধন নারী-গণ অপাঠ্য কুপাঠ্য নাটক উপন্যাসাদি পাঠ করিয়া বৃথা সময় ক্ষেপণ করিবেন না ত আর কি করিবেন? উচ্চ উচ্চ অসহজ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বোধ্য বিষয়ে মনঃ সংযোগের ক্ষমতা বা অভ্যাস থাকিলে, আপনা হইতেই কুপাঠ্য পাঠে নারী-গণের অরুচি জন্মিবে। যে সব নারীর প্রত্যেক অস্থিতে অস্থিতে পবিত্রতার অগ্নি জ্বলিতেছে, যাঁহাদের প্রত্যেক ধমনীতে পবিত্রতার শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না; কিন্তু যে সব নারীর হৃদয়ে পবিত্রতার স্বাভাবিক উৎস উৎসারিত হয় না, অপবিত্র ভাবে যাহাদের স্বাভাবিক ঘৃণা নাই, বিধি যে সব নারীর হৃদয় গঠনের উপাদান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে পবিত্রতার চির সম্মিলন ঘটান নাই, যাহারা স্বাধীন-রূপে চিন্তা করিতে অক্ষম, সে সব কৃপাপাত্রী মেয়েদের পক্ষে অল্প শিক্ষা এক মহাবিনাশের—অধোগতির কারণ; আর এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। বর্ত্তমানে এই অল্প শিক্ষাই অনেকানেক নারীর মহৎ অনিষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

উপসংহারে, নারীহিতৈষী সদাশয় মহাত্মাগণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, যদি আপনারা নারীগণের উন্নতিতে আপনাদের উন্নতি নির্ভর করে ইহা বুঝিয়া থাকেন; যদি আপনারা নারীগণের হৃদয় ভাবকে জ্ঞান সংযুক্ত দেখিতে চান; যদি নারীগণকে প্রকৃত স্বাধীনতা প্রদান করিতে চান; যদি নারীগণ উত্তম গৃহিণী হইবে ইহা প্রার্থনা করেন; যদি ভাবী বংশধরগণ উন্নত জ্ঞান ধর্ম্মে সমুন্নত হইবে ইহা ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে এখনি স্ত্রী শিক্ষার সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইবেন না। বরং যাহাতে রমণীগণ উচ্চ ভাবে শিক্ষা লাভ করিতে পারেন, যাহাতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে কোমল নারী-হৃদয় অলঙ্কৃতা হইতে পারে, তজ্জন্য আরও যত্নশীল হউন।

শ্রী—

খিদিরপুর।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৪৩ সংখ্যা। চৈত্র ১২৯১—এপ্রেল ১৮৮৫। ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংরাজ জাতির সহিত চারিদিকে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিতেছে। সুদানে মাধির সহিত ভয়ানক সমর চলিয়াছে, জর্ম্মণদিগের সহিতও গোলযোগ হইয়াছে, এদিকে কাবুলে রুসিয়ার সহিত অতি শীঘ্র যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা। রুসীয় সৈন্যগণ হিরাটে অথবা হিরাটের নিকটবর্ত্তী জুলফিকর নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন তাঁহারা আর একপদ অগ্রসর হইলে বাধা প্রাপ্ত হইবে।

সুদানে মুসলমান সম্প্রদায় ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের মুসলমান রাজগণ তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অভিপ্রায় জানাইয়াছেন। হাইদ্রাবাদের নিজামের ন্যায় ভুপালের বেগমও রাজভক্তির পরিচয় দানে অগ্রসর।

রুসিয়াকে নিবৃত্ত করিতে হইলে আফগানদিগকে স্বপক্ষে রক্ষা করা ইংরাজ বাহাদুরদিগের একান্ত আবশ্যক। এই উদ্দেশে রাউল পিণ্ডীতে এক বৃহৎ ব্যাপার হইতেছে। কাবুলের আমিরকে তথায় নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। স্বয়ং রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ সদস্যগণ ও প্রাদেশীয় গবর্ণরগণের সহিত মিলিত

হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন। এক সপ্তাহকাল আমিরের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন চলিবে।

রাজপ্রতিনিধির সহধর্ম্মিণী লেডী ডফরিণের সহৃদয়তার কথা আমরা ইতিপূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। তিনি সম্প্রতি আরও কয়েকটী কার্য্যে ইহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন:—(১) গবর্ণমেণ্ট হাউসে দেশীয় নিমন্ত্রিতগণকে সম্বর্দ্ধনা ও তাহাদিগের সহিত সদালাপ; (২) বাবু শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যানে গমন; (৩) মহারাজ নরেন্দ্র কৃষ্ণ বাহাদুরের বাটীতে গিয়া তাঁহার পত্নীর সহিত সাক্ষাৎকার ও সদালাপ; (৪) শ্রীরামপুর বালিকাবিদ্যালয় পরিদর্শন; (৫) মেডিকাল ছাত্রীনিবাসের ভিত্তিস্থাপন; (৬) বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ; (৭) চাণকে বালকদিগকে সমাদর। লেডী ডফরিণ আদর্শ রাজপ্রতিনিধি পত্নীর প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন।

মান্দ্রাজের পচিয়াপাছা হলে দেশীয় ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র চিকিৎসালয় স্থাপন উদ্দেশে এক মহাসভা হয়, তত্রত্য গবর্ণরের পত্নী বিবী গ্রাণ্ট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও অনেক রাজারাজড়া ও বড় লোক সভাস্থ হন। সভাস্থলে চাঁদার বই বাহির হইলে বেঙ্কাটাগিরি রাজা ৪০,০০০, বিজয়নগরমের মহারাজা, ২৫০০০ গবর্ণর বাহাদুর ৭০০, তাঁহার পত্নী ৫০০ এবং রাযুস্বামী মুদেলিয়ার ৫০০০ টাকা দান স্বাক্ষর করেন। এই হাঁসপাতালের নাম "বিক্টোরিয়া হাঁসপাতাল" হইবে।

গত ১৩ই মার্চ্চ বেথুন বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি সভাপতির আসন গ্রহণ ও তাঁহার পত্নী লেডী ডফরিণ স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। লর্ড ডফরিণ একটী বক্তৃতা করিয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মাতঙ্গিনী চট্টোপাধ্যায় স্বামীর সহিত ধর্ম্ম প্রচারার্থ মেদিনীপুর অঞ্চলে গিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশাদি শ্রবণ করিয়া তত্রত্য রমণীগণ বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন স্তম্ভে ফটোগ্রাফী অর্থাৎ ছবি তোলা শিক্ষা দিবার একটী বিজ্ঞাপন দৃষ্ট হইবে। বিবী উইনস্ অনেক ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতি সুন্দর নূতন প্রণালীতে এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি অন্তঃপুরে গিয়া অথবা কলিকাতা বা মফঃস্বলের স্থান বিশেষে

শ্রেণী খুলিয়া ইহা মহিলা ও ভদ্রলোকদিগকে শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। শিক্ষার্থ ব্যয় সম্বন্ধে বন্দোবস্ত তাঁহার সহিত কথা হইলে ঠিক্ হইতে পারিবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্যদেশে এ বিদ্যার অত্যন্ত আদর, আমাদিগের মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিস এক জন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার। এ দেশে শিখাইবার উপায় না থাকাতে স্ত্রীলোকেরা ইহাতে বঞ্চিত। যে সকল মহিলার সময়, অর্থ ও শিখিবার ইচ্ছা আছে, আমরা আশা করি, তাঁহারা এ সুযোগ ছাড়িবেন না।

প্রজা ভূম্যধিকারীর স্বত্ববিষয়ক নূতন আইনের সূচনা ১৮৭৮ সালে হয়; এত দিন তাহা বিবেচনাস্থলে থাকিয়া হঠাৎ বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা প্রজাদিগের কিছু কল্যাণের আশা করা যায়।

শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক হইতে ব্রহ্মের মোলমিন পর্য্যন্ত একটী রেলওয়ে হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ইহা কোচিন চায়নার মধ্য দিয়া আসিবে। কয়েকজন ইংরাজ ইহার উদ্যোগী।

ব্রহ্মরাজ বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে ভ্যামো পুনরধিকার করিয়াছেন।

বোম্বাই প্রদর্শনী এ বৎসর স্থগিত রহিল, ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বরে খুলিবে। লণ্ডন ও আমেরিকায় প্রদর্শনী হওয়াতে এই কাল বিলম্ব ঘটিল। বোম্বাইয়ে বৎসরে বৎসরে উৎকৃষ্ট শিল্পজাতের জন্য মেয়ো পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বৎসর পঞ্জাব ও কচ্ছের স্বর্ণকারদিগের রূপার কাজ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তাহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছে।

গত ১৩ই মার্চ্চ বঙ্গমহিলা সমাজে বাবু জগদীশচন্দ্র বসু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সহ টেলিগ্রাফের কৌশল বুঝাইয়া দেন, সমাগত রমণীগণ তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

সতীমণ্ডপ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আদি রাণী।

আসিয়া মাইনরের উত্তর পূর্ব্ব কোণে কোরিয়া নামে এক ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে খালিফদিগের শাসন কালে, এই কোরিয়ায় সর্ব্বপ্রথম মুসলমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে এতদ্দেশবাসীরা

খৃষ্টান এবং তাহার আরও কিছুকাল পূর্ব্বে জড়োপোসক বা পৌত্তলিক ছিলেন। দিগ্বিজয়ী আলেক্জান্দার যখন কোরিয়ায় সৈন্য সামন্ত লইয়া উপনীত হয়েন, তখন ইহাঁদের ধর্ম্ম, উপাসনাপ্রণালী এবং আচার ব্যবহার এরূপ বহুকালপ্রপুষ্ট কুসংস্কারসমূহে বিমিশ্রিত ছিল যে, গ্রীসীয় পণ্ডিতগণ তদ্বিষয়ে কোন বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। লক্ষ্ণৌ নগরস্থ লা মার্টিনিয়ার কলেজের সর্ব্বাধ্যক্ষ স্তবার্ট সাহেব সম্প্রতি তৎপ্রণীত "ইস্লাম" নামক গ্রন্থে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় শাকারম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোরিয়াবাসীরা আদিম হিন্দুদিগের ন্যায় নিসর্গের উপাসনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে আবশ্যক হইলে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিতেন।

থুশিডাইডিশ্ এবং হিরোডোটশের গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, খৃষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ক্রীট্ দ্বীপ হইতে কয়েক সম্প্রদায় লোক তত্রত্য রাণী আটালিয়া কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া কোরিয়ায় আগমন করেন। বাইবেলের কিংস বা রাজাধ্যায় নামক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগান্তর্গত চতুর্থ ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে ইহাদের নির্ব্বাসনের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আরিয়াণ নামক ইতিহাস-লেখক তাঁহার প্রণীত আলেক্জান্দার-চরিত নামধেয় বিস্তৃত গ্রন্থের বিংশ অধ্যায়ে ইহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাহউক, মিলিটাশ্ নগর হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে হেলিকার্ণেশশ্ নামে একটি নগর ছিল। এই নগর হিরোডোটশ ও ডাইয়নিসিয়স নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদ্বয়ের জন্মস্থান বলিয়া বিশেষ রূপে বিখ্যাত। মিলিটাসের বর্ত্তমান নাম বক্রম। প্রস্তাবশীর্ষোক্ত আদি রাণী ঐ দুই নগরের কর্ত্রী ছিলেন।

আদি রাণী হিকাতুম্নশ নামক প্রসিদ্ধ বীরের কন্যা এবং হিড্রিয়স নামক জনৈক স্বনামখ্যাত ও স্ব-শক্তি-সমুত্থিত পুরুষের পত্নী। ইতিহাস-লেখক আরিয়াণ বলেন, "হিড্রিয়স আদির সহোদর," ফলতঃ সহোদরকে পাণিদান করিবার নিয়ম তৎকালে কোরিয়ায় প্রবর্ত্তিত ছিল। হিকাতুম্নশের মৃত্যু হইলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজিটিয়শ্ কোরিয়ার সম্রাজ্ঞী হয়েন; জিজিটিয়শের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র হিড্রিয়শ্ রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন; এবং বৈরাগ্য বশতঃ হিড্রিয়স্ ফকিরি গ্রহণ করিলে তাঁহার পত্নী (আদি) সাম্রাজ্ঞী পদ লাভ করেন। রাজার মৃত্যুর পরে রমণীর সিংহাসনারোহণ প্রথা রাজ্ঞী সেমিরামিশের সময় অবধি আসিয়ায় প্রচলিত ছিল। আদি "রাণী" উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বামীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন বটে, কিন্তু পিক্সদারস নামে হিড্রিয়সের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আদিকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিয়া আপনাকে সম্রাট

বলিয়া প্রজাবর্গের নিকট ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া দিলেন। সুতরাং অগত্যা বাধ্য হইয়া আদিকে পুনরায় তাঁহার মিলিটশ্ ও হেলিকার্ণেশশ্ নামক দুইটী পৈতৃক সম্পত্তিতে গমন করিতে হইল। কিন্তু বলাৎ পিক্সদারসের শাসন বহুদিন স্থায়ী হইল না, অপরিমিত বিলাসিতাদোষে সত্বরেই তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। পিক্সদারসের রাণী বা পুত্র জীবিত ছিল না বলিয়া, তাহার জামাতা (অরোণ্ট বেটশ) পারস্যসম্রাটের নিকটে গিয়া কেরিয়া সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিল। এই সময়ে আদিরাণী মিলিটশ্, হেলিকার্ণেশশ্ ও আলিন্দা এই তিনিটি নগর লইয়া একটি ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য স্থাপন করতঃ 'সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরোণ্ট বেটস কেরিয়ায় প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই, দিগ্বিজয়ী মহাবীর আলেক্জান্দার সৈন্য সামন্ত সহ কেরিয়ায় শিবির স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী আদি গ্রীক বীরের সাহস, অধ্যবসায়, বীর্য্যবত্তা এবং সমরকুশলতার বিশেষ পরিচয় অগ্র হইতেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া, নিজে আলেক্জান্দারের নিকটে গমন করতঃ অতি বিনীত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহাকে ঐ তিনটি ক্ষুদ্র নগরের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহাতে আলেক্জান্দর বিশেষ সন্তুষ্ট চিত্তে আদিকেই সমগ্র কেরিয়ার সম্রাজ্ঞী পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সহায়তা জন্য এক দল গ্রীশীয় সৈন্য এই স্থানে রাখিয়া দিলেন। তদবধি আর কোন উপদ্রব হয় নাই। আদি আলেক্জান্দরকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন।

আদির পিতা হিকাতুমনশ তিনটী পুত্র রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, তাহাদের নাম অশোলস, হিদ্রিয়াস এবং পিক্সদারস। তাঁহার কন্যা দুইটির নাম আর্টিমিজিয়া ও আদি। মাশালোস নামক এক বীরের সহিত আর্টিমিজিয়ার বিবাহ হয় এবং হিদ্রিয়স আদির পাণিগ্রহণ করেন। আরিয়ান প্রণীত আলেক্জান্দর-চরিতের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে এই বিবাহের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। যাহাহউক, হিদ্রিয়স বৈরাগ্য বশতঃ ফকিরি গ্রহণ করিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করতঃ অবশেষে পত্নী সদনে পুনরুপনীত হইলেন। তিনি আপন পত্নীকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের অনুমতি দিয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আদি নিষ্ঠা সহকারে পাতিব্রত্য ধর্ম্ম পালন করিতেছিলেন। বহুকাল পরে স্বামী গৃহে প্রত্যাগত হইলেন দেখিয়া, তিনি নানা প্রকার উপদেশ প্রদান করতঃ স্বামীকে গার্হস্থ্যাশ্রমে পুনঃপ্রবিষ্ট করণানন্তর স্বামিসংবাসে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আদিরাণী

বিদুষী বলিয়া বিখ্যাতা; আলেকজান্দারের সহিত সাক্ষাৎকালে গ্রীশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত দর্শন, বিজ্ঞান ও সমরনীতি লইয়া তাঁহার অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তা যেরূপ প্রশংসনীয়, চরিত্র এবং স্বভাবও তদ্রূপ উদার। সতীত্ব বিষয়ে তাঁহাকে আদর্শ নারী বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। বীর্য্যবত্তা ও দয়াশীলতা তাঁহার অন্যতম প্রধান গুণ। অত্যাচারীর কঠোর হস্ত হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার কটিদেশস্থ অসি যেমন উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিত, আবার দুঃখীর দুঃখ মোচন জন্য তাঁহার ভুজবল্লরী নারীস্বভাব সুলভ গুণে তেমনি কোমলতা অবলম্বন করিয়া দীনের অশ্রু জল মুছাইয়া দিত। রণস্থলে তাঁহার চামুণ্ডা মূর্ত্তি, সুধী সমাজে তাঁহার গাম্ভীর্য্য, বিচারাসনে তাঁহার প্রশান্ত ভাব এবং পারিবারিক ব্যাপারে তাঁহার সহাস্য বদন খানি, কবিদিগের কাব্যে অত্যুত্তম উপমা স্বরূপে গৃহীত হইতে পারে। যাহাহউক, কিছুকাল পরে হিডিরস মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার মৃত শরীর দাহ করিবার জন্য যাবতীয় উপকরণ সংগৃহীত হইল, এবং কোরিয়ার তৎকাল প্রচলিত প্রথানুসারে আদিরাণী চিতা শয্যায় শয়ন করিয়া স্বামীর অনুগমন করিবার উদ্দেশে প্রস্তুত হইলেন। ক্রমে আবশ্যক কার্য্যাদি সমাপ্ত হইলে, চিতায় অগ্নি প্রদত্ত হইল; চিতা ধু ধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই জ্বলন্ত চিতার মধ্যে আদিরাণী লম্ফ প্রদান করিলেন, তাঁহাকে আর উঠিতে দেখা গেল না। এই দিনে কোরিয়ার যে শশী অস্ত গেল, তাহার আর পুনরুদয় হইল না। গ্রীশ দেশীয় সামন্তেরা এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আলেকজান্দারের মাতা অলিম্পিয়াকে লিখিয়া পাঠাইলে, তিনি উত্তরে লিখিলেন "সতীর স্মরণমণ্ডপে লিখিয়া রাখ আসিয়ার রমণী গ্রীশীয় রমণী অপেক্ষ কোন অংশে ন্যূন নহে।"

আফগানস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা।

রুসিয়া মধ্য আসিয়ার উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া তাহার "রাজরাজেশ্বর" নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং সবেগে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, এই সংবাদে যেমন ইংলণ্ডে সেইরূপ ভারতবর্ষে মহাত্রাস উপস্থিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও রুস সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে আফগানস্থান অবস্থিত, ইহা

অচিরাৎ ব্রিটিশ সিংহ ও রুস ভল্লুকের মল্লক্ষেত্রে পরিণত হইবার সম্ভাবনা বলিয়া অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন। রুসিয়া আফগানস্থান অধিকার করিলে ভারতবর্ষ আক্রমণার্থ যে কর প্রসারণ করিবে, তাহা অসম্ভব নয়। বহুদিন হইতে রুসিয়ার যেরূপ অভিসন্ধি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ভারতের প্রতি তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও তত আশঙ্কা করিবার কারণ নাই। ইংলণ্ডের সহিত রুসিয়ার সদ্ভাব আছে, ইংলণ্ডের বলও রুসিয়ার অবিদিত নয়, বিশেষতঃ আফগানস্থান মধ্যস্থলে ব্যবধান রহিয়াছে এবং তথায় ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আমীর বহু সৈন্যবল লইয়া রাজত্ব করিতেছেন, তিনি সহজে রুসিয়াকে অগ্রসর হইতে দিবেন না, ইংরাজ বল দ্বারা সমর্থিত হইয়া প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবেন। একটু আশঙ্কা এই আছে, সমুদায় আফগানস্থান আমীরের শাসনাধীন নয়, আফগানদিগের মধ্যে এক প্রবল দল তাঁহার ঘোরতর বিপক্ষ। তাহারা রুসিয়ার সহায় হইলে আফগানস্থানের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে বলা যায় না। কিন্তু তখন ইংরাজশক্তি অগ্রসর হইয়া রুসিয়ার গতিরোধে সমর্থ হইবে, সুতরাং ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত হইতে পারিবে।

অনেকে মনে করেন, আফগানস্থানে একটী মাত্র জাতি বাস করে, কিন্তু তাহা নয়। এখানে অনেক জাতির বাস, তাহাদিগের ভাষা, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও শাসনপ্রণালী পরস্পর হইতে অনেক বিভিন্ন। পূর্ব্বে আফগান বলিয়া একটী জাতি ছিল না, ১৭৩৭ সালে সুপ্রসিদ্ধ নাদির সার মৃত্যু হইলে ইহারা একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হয়। তখন ইহারা হিরাট অঞ্চলে বাস করিত, তুর্কিস্থান ও ইহাদের রাজ্যের মধ্যে কোন সীমা ব্যবধান ছিল না।

আফগানবাসভূমি অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। অনেকে এই স্থানকে মনুষ্যজাতির আদিম নিবাস বলিয়া গণনা করেন। ইহা মানবজাতির জন্মভূমি হউক না হউক, আর্য্যদিগের যে আদিম বাসভূমি ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই স্থান হইতে এক দল আর্য্য ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করেন, অন্য দল পারস্য, মিশর ও গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যের পত্তন করেন, ইহা এখন একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত। ইরান অর্থাৎ পারস্য এবং তুরাণ অর্থাৎ চিন এই দুই মহাদেশ এক সময়ে দুই বিভিন্ন মহা জাতির বাসভূমি এবং, ইহাদের মধ্যে উচ্চপর্ব্বতমালা প্রাকৃতিক সীমারূপে অবস্থিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে তুরাণ বা মোগল জাতি এই পর্ব্বতসীমা অতিক্রম করিয়া আর্য্য-দেশে প্রবেশ ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আদিম আর্য্যদিগের বংশধরগণ অদ্যাপি হিন্দুকুশের উভয়পার্শ্বে ও নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে বাস করে।

হিন্দুকুশের উভয়পার্শ্ববর্ত্তী সিয়াপোস কাফের,পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী দার্দ জাতি ও উত্তরবর্ত্তীবদক্সী, ওয়াখী ও শুগনাণী সকলেই আর্য্যজাতীয়। উত্তরবাসী কতক জাতি পারস্য ভাষী,ওয়াখীদের ভাষা আধ পারসী ও আধ হিন্দী। ইহারা সকলে নামে মাত্র মুসলমান ধর্ম্মাক্রান্ত, সুন্নী মতাবলম্বী এবং কাবুলের আমীরের অধীন। অকসস নদীর অপর পারবর্ত্তী লোকদিগের সহিত ইহারা এক জাতীয় এবং গালচা নামে আখ্যাত।

সিয়াপোস কাফেরেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন না করাতে 'কাফের' বলিয়া গণ্য। ইহারা হিন্দুকুশ পর্ব্বতের ১৬০০০ ফিট উচ্চে বাস করে। আর্য্যদিগের আদিম ভাষা, রীতি নীতি, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা ইহারা অদ্যাপি রক্ষা করিতেছে। ইহাদের বাসভূমি আমীরের রাজ্যভুক্ত হইলেও কোন আফগান তন্মধ্যে প্রবেশে সাহসী নহে এবং ইহা এতকাল 'অজ্ঞাত ভূভাগ' বলিয়া অভিহিত ছিল। মেজর টানার ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এই জাতিকে দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আসিয়াবাসীদিগের মধ্যে ইহারাই আকৃতি প্রকৃতিতে ঠিক্ ইউরোপীয়দিগের ন্যায়। ইহারা আপনাদিগকে ভারতবিজেতা ব্রিটিশরাজ ও দিগ্‌বিজয়ী সেকন্দর সাহের সবংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা চেয়ার টেবল প্রভৃতি ব্যবহার করে এবং সংস্কৃতের ন্যায় একপ্রকার ভাষায় কথা কয়। দক্ষিণ ও পশ্চিমবাসী কাফেরেরা ধর্ম্মে ও ভাষাতে আফগানদিগের সহিত এক হইয়া গিয়াছে, তাহারা উভয়জাতির মধ্যবর্ত্তী সাফী ও নামচী নামে আখ্যাত।

হিন্দুকুশের দক্ষিণ ও পশ্চিমবর্ত্তী মালভূমিতে অনেক অজ্ঞাত জাতি বাস করে, তাহাদিগকে কোহিস্থানী বা পাহাড়িয়া বলে। ইহারা মুসলমান জাতির আগমনের পূর্ব্বে পারস্য হইতে আসিয়া এখানে বাস করে এবং পারসী ভাষায় কথা কয়। ইহারা এখন সুন্নীমতাবলম্বী মুসলমান হইলেও অদম্য,আমীরের শাসন মানে না। ইহাদের আর একটী নাম তাজিক অর্থাৎ তাজধারী। এক সময় বসফোরস হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ইহাদের রাজ্য বিস্তারিত ছিল। কিন্তু এখন সে রাজত্ব নাই, তাজও নাই, ইহাদের আদিম রাজ্য পারস্যেও তুর্কমানবংশীয় রাজা রাজত্ব করিতেছেন।

উত্তর আফগান মালভূমি কোহিবাবা হইতে হিরাট ও আফগান তুর্কস্থান হইতে ঘোর পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহা মোগলদিগের অধিকৃত। মোগল ও তাতার বংশের দুই দুই শাখা এখানে আছে। মোগল বংশের শাখা হাজারা ও আইমাক এবং তাতার বংশের শাখা তুর্কমান ও কাটাঘানি উজবেক নামে অভিহিত।

হিরাট প্রদেশ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে প্রকৃত আফগানদিগের অধিকার নাই,

তাহারা মধ্য আসিয়াবাসীদিগের দ্বারা ইতস্ততঃ তাড়িত। উজবেকেরা তাহাদের অধীনস্থ বটে, কিন্তু আইমাক ও হাজারারা নয়। হিরাট হইতে কাবুলে যাইবার সোজা রাস্তা কেবল ইউরোপীয়দিগের অজ্ঞাত নহে, আফগানদিগেরও অগম্য। বাণিজ্যাদির জন্য অনেক দক্ষিণ দিয়া ঘুরিয়া কাবুলে যাইতে হয়। হেলমণ্ড নদীর উপর কান্দাহার ও গিরিস্ক নগর, তাহাও বাণিজ্যের পক্ষে সুগম নয়। এই মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞাত প্রদেশ ঘোররাজ্য, ইহা আইমাখ ও হাজারা বংশের বাসভূমি। এই প্রদেশ যাঁহারা জয় করিবেন, তাঁহারা ঘোর পর্ব্বতের অক্ষত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সিসা, লৌহ, কয়লা, গন্ধক, ও বিবিধ মূল্যবান্ রত্নের খনি হস্তগত করিবেন, এবং সেই সঙ্গে হিরাট হইতে কাবুল ও পেসোয়ার দিয়া সিন্ধু নদের নিকটে আসিবার সোজা পথও প্রাপ্ত হইবেন।

আইমাখ ও হাজারা জাতি মোগল বংশীয়। পারস্যদেশীয়দিগের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা পারস্য ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আইমাখেরা সুন্নী ও হাজারারা সিয়া মতাবলম্বী মুসলমান। পৃথিবীর অধিকাংশ মোগল বৌদ্ধ, কিন্তু পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দেশে আসিয়া ইহারা মহম্মদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। হাজারারা একস্থানে স্থির হইয়া বসতি করে, কিন্তু দিন হইল ইহারা গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তকার্য্যে খাটিবার জন্য ভারতবর্ষ অভিমুখে আসিতেছে।

চারি আইমাখ—ইহারা ৪টি জাতি, ঘোর রাজ্য ও হিরাটের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে বাস করে। ইহাদের স্থায়ী গৃহ নাই, সর্দ্দারের আড্ডায় বা কেল্লার চারিদিকে তাঁবু ফেলিয়া বাস করে। ইহারা অত্যন্ত অসভ্য ও দুর্দ্দান্ত, যুদ্ধে হত শত্রুদিগের শোণিত পান করে।

মার্ভের পতনে স্বাধীন তুর্কমান জাতি রুসীয়েশ্বরের অধীন হয়। ইহাদের মধ্যে সারিক ও সালরেরা প্রথমতঃ অধীনতা স্বীকার করে নাই। সারিকেরা ১০ হাজার পরিবার কিছুদিন পরে রুসিয়ার পদানত হয়। সালরেরা হিরাট ও মার্ভের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এতদিন আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, না রুসিয়ার জার না আফগানস্থানের আমীরকে মানিত। ইহারা বশীভূত হইলেই রুসিয়া অবাধে হিরাটে আসিয়া উপনীত হইতে পারেন। জার যখন "মধ্য আসিয়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন এবং রুসীয় সেনাদল হিরাটের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন বোধ হয় এতদিন পরে সালরেরাও অধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

কাটাঘানি উজবেক—ইহারা আফগান তুর্কস্থানের প্রধান জাতি, বোখারাতেও ইহাদের বসতি আছে। ইহারা কৃষি ও বাণিজ্যজীবী, সুন্নী মতাবলম্বী মুসলমান, তুরকভাষী, আফগান প্রভৃতিদিগের শাসনাধীন নয়, উত্তরীয় স্বজাতিদিগের সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি।

আফগান জাতির বিভাগ।

ককেশীয়।

১। গালচা।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
সিয়াপোস	কাফরস্থান	১৫০,০০০
বাদাক্সি	বাদাক্সান	১৭০,০০০
ওয়াখি	ওয়াখান	৩০০০
সুগনাই	সুগনান	২৫,০০০

২। ইরামান্দ।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
কোহিস্থানী	কোহিস্থান?	
ফিরোজখই	হিরাট, মার্গব উপত্যকা	৩০০০০ (তাঁবু)
জেমসিদি	„খুস্ক”	১২০০০(পরিবার)

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
তাজি	বালখ	২০০,০০০ ?
আফগান	হিরাট	১০০,০০০

মঙ্গোলীয়।

১। মোগল।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
হাজারা	হাজারাজাত, কোহিবাবা	৩,০০,০০০
আইমাখ	হিরাট, খোরাসান	৩৫০,০০০

২। তাতার।

বংশ	বাসস্থান	লোকসংখ্যা
সালর তুর্কমান	মার্গব	৩০,০০০
কাটাঘানি উজবেক আফগান	তুর্কস্থান	৬০০,০০০

কাল-গণনা।

এই চৈত্র মাসে বৎসরের শেষ হইল, আবার বৈশাখ হইতে আমরা নববর্ষের গণনা করিব। কেন এরূপ করা যায়? হিন্দু জ্যোতির্বিৎদিগের মতে ১লা বৈশাখ পৃথিবী যে স্থান হইতে সূর্য্যের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, পুনরায় ১লা বৈশাখে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। পৃথিবীর এই গতিকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে, এবং ইহাতে ৩৬৫ দিন ও প্রায় ৬ ঘণ্টা লাগিয়া থাকে। প্রায় ৬ ঘণ্টা বলিতে ৬ ঘণ্টার কিছু কম বুঝিতে হইবে। আমরা ৩০ দিনে মাস এবং ১২ মাসে বৎসর সমান্যতঃ বলিয়া থাকি। ইহা ঠিক্ নহে, কেননা তাহাহইলে ৩৬০ দিনে বৎসর হয়, তাহাতে গণনাস্থলে ৫ দিন এবং প্রায় ৬ ঘণ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। এই জন্য সকল মাস ৩০ দিনে ধরা হয় না, কোনও মাস ৩০, কোনও মাস ৩১ বা ৩২ এবং কোনও মাস ২৮ বা ২৯ দিনেও গণনা করা হইয়া থাকে। ইহাতে বৎসরে ৩৬৫ দিন এবং ৪ বৎসরে প্রায় আর ১ দিন বেশী ধরা হয়। ইংরাজীতে যে মাসে যত দিন তাহা ঠিক্ আছে, তাহার সূত্র এই:—

"সেপ্টেম্বরে ত্রিশ দিন করিবে গণন,

জুন নবেম্বর আর এপ্রেলে তেমন;
ফেব্রুয়ারি মাসে দিন ধর আটাইশ,
বাকি যত আছে মাস সব একত্রিশ;
চতুর্থ বৎসরে, তিন বছরের পরে,
ফেব্রুয়ারি মাসে বেশী এক দিন ধরে।"

এই নিয়মানুসারে ইংরাজীতে ১ দিন বেশী ধরাতে বৎসরে আর ৬ ঘণ্টা অধিক গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু ৪ বৎসরে ১ দিন বাড়াইয়া লইলে কিছু বেশী ধরা হয়, এই জন্য সূক্ষ্ম গণনার জন্য কয়েক বৎসর পরে এক দিন ছাড়িয়া দিতে হয়।

হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা অতি সূক্ষ্ম, তাহাতে দণ্ড, পল, বিপল প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সময়ের অংশ ধরিয়া আবার তাহাদিগের ভগ্নাংশ আবশ্যক মতে গ্রহণ করা হয়। হিন্দুপঞ্জিকা মতে ৩০এ চৈত্র বিষুব সংক্রান্তি, ইহার অর্থ এই যে ঐ দিন সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক্ সমসূত্র হয় এবং সূর্য্য ঠিক্ পৃথিবীর সমমণ্ডলের উপর আসাতে পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। এখন ১১ই চৈত্রে এই ঘটনা হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয়, প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদেরা যখন প্রথম গণনা করিয়াছিলেন, তখন ৩০এ চৈত্র পৃথিবী ও সূর্য্যমণ্ডলের সমসূত্রে পাত হেতু দিন রাত্রি সর্ব্বত্র সমান ছিল, কালের গতিকে সূর্য্য ও পৃথিবীর গতির কিছু ব্যতিক্রম অথবা অন্য কারণের সহযোগ হওয়াতে এক্ষণে ১৯ দিনের প্রভেদ হইয়াছে। কালে বিষুব সংক্রান্তি চৈত্রের প্রথমে বা ফাল্গুনে আসিয়াও পড়িতে পারে। হিন্দু জ্যোতিষ মতে বিষুব সংক্রান্তির সময় হইতে সূর্য্য মেষ-রাশিস্থ হয়, এবং নববর্ষের প্রথম মাস বৈশাখ তৎপরেই গণনা করিতে হয়। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই দ্বাদশটী রাশি মণ্ডলাকারে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, সূর্য্য এক এক মাসে এক এক রাশিস্থ হইয়া তাহা ভোগ করিয়া থাকে। বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ এই রূপ ১২ মাসে ১২টী রাশির বিভাগ হয়। এই রাশি সকল নক্ষত্রমণ্ডল, পৃথিবীর গতি হেতু ইহাদের গতি বোধ হয়। খগোল পাঠে ইহাদের বিশেষ বিবরণ জানা যায়।

হিন্দু শাস্ত্র মতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ। কলিযুগের ৪৯৮৫ বৎসর গত হইয়াছে, ইহার পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। ইহার দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা এবং চতুর্গুণ সত্যযুগ। এই চারিযুগে এক মহাযুগ, তাহার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ বৎসর। সৃষ্টি কাল হইতে ২৭টী মহাযুগ গত হইয়াছে, এক্ষণে অষ্টবিংশতি মহাযুগ চলিতেছে। মহাযুগের উপরে মন্বন্তর ও কল্প বলিয়া আরও বৃহত্তর যুগ সকলের বর্ণনা আছে, কিন্তু এ সকল পৌরাণিকদিগের কল্পনা মাত্র বলিয়া বোধ হয়।

কালগণনা হিন্দুদিগের নিকট হইতে

মিসরীয়েরা, তাহাদিগের হইতে গ্রীকেরা এবং গ্রীকদিগের হইতে সমুদায় ইউরোপীয়েরা যে শিক্ষা করিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ইহুদী ও চিনদিগের মত অনেকটা বিভিন্ন। ইহুদীদিগের মতে খৃষ্টের জন্মের ৩৭৬১ বৎসর পূর্ব্বে ৭ই অক্টোবর তারিখে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়, এই হিসাবে ৫৬৪৬ বৎসর মাত্র পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যে সত্য নয়, তাহা ভূতত্ত্ববিদ্যাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। পৃথিবীর গর্ভ খনন করিয়া যে সকল স্তরে মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা অন্যূন ৪০।৫০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। ইহার কত পূর্ব্বে মনুষ্যজাতি এবং তাহার আরও কতপূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয় কে বলিতে পারে? ইহুদীদিগের "পাশওবার" নামে এক পর্ব্ব আছে, পূর্ণিমায় যব পাকিলে এই পর্ব্ব হয় এবং সেই সময় হইতে তাহারা নববর্ষারম্ভ গণনা করে। পূর্ণিমাতে যব না পাকিলে পরবর্ত্তী অমাবস্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া পুণ্যাহ করে। ইহাদিগেরও ১২ মাসে বৎসর, কিন্তু চান্দ্রমাস অনুসারে কোন মাস ২৯ ও কোন মাস ৩০ দিনে ধরা হয়।

চিনেরা সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের সাহায্যে বর্ষ গণনা করে। মীনরাশিতে সূর্য্য থাকে অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র মাসে ইহাদের প্রথম মাস আরম্ভ হয়। ইহাদের মাস গণনা বড় অনিশ্চিত, এজন্য সর্ব্বক্ষণ পঞ্জিকা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতে হয়। পঞ্জিকাও অতি যত্নে ও বহুব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা প্রণয়নের ভার রাজকীয় গণিত সভার উপর অর্পিত হয়, রাজা বা রাজপুত্র তাহার সভাপতি থাকেন। ইহারা দুই প্রকারে বর্ষ গণনা করে—(১) রাজার সিংহাসনারোহণ ধরিয়া (২) জ্যোতিষিক গণনা ধরিয়া। ইহাদের প্রত্যেক বর্ষের বিশেষ বিশেষ নাম আছে। ৬০ বৎসরে এক এক যুগ হয়। জাপানী, মাঞ্চু, মোগল ও তিব্বৎ দেশীয়েরা চিনের গণনাপ্রণালী অল্পাধিক অনুসরণ করিয়া থাকে।

নানাজাতির মধ্যে কালগণনার আরও নানাপ্রকার প্রণালী দৃষ্ট হয়। ওটাহিটী দ্বীপবাসীরা চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধি দেখিয়া এবং তাহাদিগের ক্ষেত্রে রুটী গাছের* উন্নতি দর্শন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপণ করিয়া থাকে। আমেরিকার আদিমনিবাসী মাথা ইণ্ডিয়ানেরাও চন্দ্রদ্বারা সময় নির্ণয় করে। তাহারা বৎসরকে দুইটী মাত্র ঋতুতে বিভাগ করে—শীত ও গ্রীষ্ম। প্রসিদ্ধ দেশভ্রমণকারী হামবোল্ট বলেন ময়স্কা ইণ্ডিয়ানেরা ৩৭টী চান্দ্রবর্ষে ১ সাইকল বা যুগ গণনা করে, তাহাদিগের মতে ২০টী যুগে এক

* প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপসকলে বৃহৎ জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ হয়; তাহার ফলও বৃহৎ। এই ফলের ব্যাস ৬।৭ বুরুল হইবে। ইহা আগুনে সেঁকিলে পাঁউরুটীর মত ফুলিয়া উঠে এবং খাইতেও সুস্বাদু, এই জন্য ইহার নাম রুটী ফল এবং ইহার গাছের নাম রুটী গাছ।

এক মহাযুগ হয়। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন জাতির বর্ষগণনার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, চন্দ্রের সহিত যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মক্রিয়ার সম্পর্ক আছে, তাহারা তিথিগণনা করে এবং মাস ও বর্ষ স্থির করিবার জন্য চন্দ্রের সাহায্য গ্রহণ করে। অপর জাতিরা সূর্য্যকে সময়ের কর্ত্তা জ্ঞানে তাহা দ্বারা দিন মাস বর্ষ ঠিক্ করে। সূর্য্যদ্বারা যে বৎসর গণনা হয়, তাহাকে সৌর বর্ষ বলে। প্রাচীন মিসরবাসীরা সূর্য্যের পক্ষপাতী ছিল এবং সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর গতি লক্ষ্য করিয়া বর্ষ গণনা করিত। তাহারা প্রথমে ৩৬৫ দিনে বৎসর গণিত, এবং ১২ মাসের প্রত্যেক মাস ৩০ দিনে ধরিয়া শেষে অতিরিক্ত ৫ দিন ধরিয়া লইত। তাহারা নীলনদের জলপ্লাবনকে একটী গুরুতর ঘটনা বলিয়া মনে করিত। যখন দেখিল প্রতি ৪ বৎসর অন্তর ইহা এক দিন পরে ঘটিয়া থাকে, তখন ৪ বৎসরের পর ৩৬৬ দিনে বৎসর অর্থাৎ ৩৬৫¼ দিনে বৎসর স্থির করিয়া ৪র্থ বৎসরের দ্বাদশ মাসে ৬ দিন অতিরিক্ত ধরিতে লাগিল। এই বৃহৎ বর্ষের নাম আলেকজান্দ্রীয় বৎসর, কপ্‌ট জাতি অদ্যাপি এই রীতি অবলম্বন করিয়া চলে। পারস্যেরা ৩০ দিনে মাস গণনা করিয়া ৮ম মাসের সহিত ৫ দিন অধিক করিয়া ধরিয়া লইত। মিসরের বৎসর গণনা প্রণালী বড় সুন্দর দেখিয়া, জুলিয়স সিজর ইহা রোমে প্রবর্ত্তিত করেন, এবং তদবধি ইহা জুলিয় সংস্কার বলিয়া ইউরোপে প্রচলিত হয়।

প্রাচীন মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে বৎসর গণনার এক নূতন ও সূক্ষ্ম প্রণালী ছিল। তাহারা ২০ দিনে মাস ও ১৮ মাসে বৎসর ধরিত, এবং অষ্টাদশ মাসের সহিত অতিরিক্ত ৫ দিন যোগ করিয়া, ৩৬৫ দিনে বৎসর মিলাইয়া লইত। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট হয় নাই, ৫২ বৎসর পরে অতিরিক্ত ১৩ দিন যোগ করিয়া লইত। আইসলণ্ড-বাসীদিগের দিন গণনাও অনেকটা ঠিক। তাহারা ৭ দিনে সপ্তাহ ও ১২ মাসে বৎসর ধরিয়া প্রতিমাসে ৩০ দিন গণনা করিত, পরে অতিরিক্ত ৪ দিন ধরিয়া লইত। ৬।৭ বৎসর পরে আর এক সপ্তাহ বেশী ধরিত। এইরূপে প্রত্যেক বৎসর ৫২ সপ্তাহে ধরিয়া "লিপ্ ইয়ার" বা বৃহৎ বর্ষ ৫৩ সপ্তাহ গণনা করিত। ইহার পর ১২৮ বৎসরে আর এক দিন যোগ করিত। ইহাতে ৩৬৫¼ দিনে বৎসর ধরায় সমান কার্য্য হইত।

জুলিয় ও আলেকজান্দ্রিয় উভয় প্রকার বৎসর গণনায় কিছু কিছু ভ্রম আছে, পোপ ১৩শ গ্রেগরি প্রথম এবং সা জেলাসইদ্দিন দ্বিতীয়টীর সংশোধনে প্রয়াস পান। ফরাসী বিপ্লবে ফ্রান্সদেশে সকল ব্যবস্থাই উল্‌টিয়া যায়, তৎসঙ্গে সঙ্গে বৎসর গণনা পদ্ধতিও উল্‌টাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণ তন্ত্র ঘোষণার দিন

হইতে এই বৎসর আরম্ভ হয়। ১০ দিনে সপ্তাহ ধরিয়া ৩ সপ্তাহে মাস ধরা হয়। ফরাসী যতদূর সাধ্য দশমিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া গণনা প্রবর্ত্তিত করেন। দুঃখের বিষয় ইহা স্থায়ী হইল না, প্রাচীন পদ্ধতি পুনরায় অবলম্বিত হইয়াছে।

লীলাময়ী।

(শেষ)

৬৯

প্রেম ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদী ফুল,
সুখময় ভবে পরম প্রসাদ;
নশ্বর জীবনে মহত্ত্বের মূল,
ইন্দ্রিয় বিকারে ঘটে পরমাদ।

৭০

জানে না সংসার সে প্রেম মহিমা,
বানরের গলে মুকুতা যেমন;
স্বার্থের প্রবাহে বিষাদ কালিমা
পশি, শোকার্ণবে ভাসায় জীবন।

৭১

আবার সে জ্যোতি—দেবের বিকাশ;
চীৎকারিলা সতী—সে প্রেমের ছায়া
বাহু প্রসারিয়া ধরিতে প্রয়াস;
বৃথা সে যতন;—দেবের সে মায়া।

৭২

স্বপনের খেলা গেল ফুরাইয়া,
ফুরাইয়া গেল সুখের সময়;
পলে যুগ আজি যাইত কাটিয়া,
সতীর জীবনে পলকে প্রলয়।

৭৩

আশুগতি ছায়া চলিলা সে দেশে,
যথা যে না যথা তপন কিরণ;
নীরব গমনে স্বরগে প্রবেশে,
হায় রে এমনি ললাট লিখন!!

৭৪

উড়িল সে পথে সতীর জীবন,
সংসার-ললাম প্রকৃতি অতুল;
শূন্য দেহ ভূমে হইল পতন,
শুকাইল হায় নিদাঘের ফুল!!

চতুর্থ স্তবক।

"—যে খানে তাঁর রাঙা পা দুখানি
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে,
সে খানে ফোটে এ ফুল; যে অবধি তিনি,
আঁধারি জলধিগৃহ গিয়াছেন গৃহে।"
মধুসূদন দত্ত।

১

বাজিল কুসুম বাদ্য ত্রিদিব তোরণে;
স্বর্গীয় সুন্দরীগণ,
দিব্য ফুল আভরণ,
সৌদামিনী ছটা হাসি, মন্দারমালিনী
ভেটিলা সতীরে সবে কল-নিনাদিনী।

২

সাজাইলা পারিজাতে দেবতা বাঞ্ছিত,

বাছিয়া প্রসাদী ফুলে,
পরাইলা কুতূহলে,
অতুল স্বর্গীয় শোভা ভাতিল বদনে,
মোহন মন্দার বাস ছুটিল পবনে।

৩

কুসুম নির্ম্মিত নীল দিব্য সিংহাসনে,
বসাইয়ে সতী ধনে,
কহিলা সুন্দরীগণে,
তোমা সম "ভাগ্যবতী" কে আছে ললনে,
দেবতা পূজিত তুমি ত্রিদিব ভবনে।

৪

সুবর্ণের শ্যামাদানে অনল দেউটী
জ্বলিছে সুগন্ধি তেলে,
জগতে আঁধারে ফেলে,
শত রবি শশী করে আলো বিতরণ,
সকলি দেবের মায়া—সুখের স্বপন।

৫

জানিনা কেমনে সতী লভিলে সে মায়া,
স্বার্থপর এ সংসারে,
কে তপ করিতে পারে,
দিয়ে স্বার্থে বলি হেন, নিঃস্বার্থ সাধনে,
অঙ্কিত দেবের ছবি ভক্তের জীবনে।

৬

ধন্য মোরা হেন সতী লভিলাম সখী,
দেখলো নয়ন খুলে,
নির্ম্মল আকাশ তলে,
টৌজামের বীরভূমি উন্নত প্রাচীর,
অসংখ্য পাদপমালা উচ্চ করি শির।

৭

টৌজানের নাম শুনি কাঁপিল হৃদয়,
দিব্য দরশন বলে,
দেখে সতী ভূমণ্ডলে,
উড়িছে সৌধের শিরে যশের কেতন,
রচিলা অনন্ত কীর্ত্তি বীর মহাজন।

৮

টৌজানের পাদমূলে নিবিড়মণ্ডলে,
অনন্ত পাদপ রাজি,
মনোহর বেশে সাজি,
অবনত ফল ভরে, দেখিতেছে ছলে,
বিম্বিত গগন-শোভা তটিনীর জলে।

৯

একটী অপূর্ব্ব জ্যোতি মণ্ডল বিদারি,
উজলিছে রণস্থল,
উজলিছে নভস্থল,
কহে সতী "একি সখি কাঁপিছে হৃদয়,
নিশিতে মরতে কেন ভাস্কর উদয়?"

১০

"নহে ও ভাস্কর" কহে দেববালাগণ,
দেশের কল্যাণ তরে,
যথায় হেক্‌টর-করে,
রবি সম পতি তব গেলা অস্তাচল,
নিত্য তথা ফোটে অই সোণার কমল।"

১১

শুনিয়া ফুটিল হাসি সতীর অধরে,
"মনে বড় সাধ সখি,
বারেক উহা নিরখি,
পবিত্র হৃদয়ে আমি যেন গো ব্রততী,
আনি দেহ ত্বরা করি দাসীর মিনতি।"

১২

"কেমনে আনিব মোরা" কহে সখীগণ;
"মুদিলে নয়ন দুটী,
লভিবে কমল যুটী,
নিত্য ওটী ফোটে তথা সুবর্ণ আসনে;
দেখেনা মানব তাহা নশ্বর নয়নে।"

১৩

নয়ন মুদিয়ে সতী স্বপ্নিনা দেখেছে,
শোভিল চরণ তলে,
কোমল কুসুম দলে,
হইল অস্ফুট ধীর বীণার ঝঙ্কার ;
দেখিলা নয়ন মেলি একি চমৎকার !!

১৪

উজ্জ্বল আনন্দ মাঝে রতন আসনে,
বসি সতী একাকিনী,
দিব্য কল-নিনাদিনী,
নাই দেব বালাগণ ; সম্মুখে উজ্জ্বল,
শোভিছে সুবর্ণ থালে সোণার কমল।

১৫

অদূরে হীরকাসনে অপূর্ব্ব বরণ
অসি করে বীর পতি,
চেয়ে আছে সতী প্রতি,
অতুল বদন-কান্তি উজ্জ্বল নয়ন।
এ হেন দেবের মায়া কে বুঝে কখন !!

১৬

সমুজ্জ্বল সৌর জ্যোতিঃ—স্বর্গীয় সুষমা!
শান্তি কোলে সতীরাণী
সোণার প্রতিমা খানি ;
যেন সত্য করে ধরি ধনজয়ী বীরে,
দেখায় ত্রিদিব শোভা মন্দাকিনী তীরে।

১৬

তুলিলা কোমল করে সোণার কমল ;
দেখিলা কমল দলে,
লিখিত রজত জলে,
"ধন্য ধন্য প্রীতিশীল বীরচূড়ামণি,
ধন্যা সতী শিরোমণি লীলাময়ী ধনী।"

১৭

উদ্বেল তরঙ্গ মালা হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
"ধরছে সতীর প্রাণ
দেবের এ মায়া দান"
বলিয়ে প্রাণেশ পদে দিলা উপহার।
কহিল মরম কথা নয়ন দোঁহার।

সমাপ্ত।

বীরবল।

মুসলমানরাজত্বে ভারতবর্ষের অনেক প্রধান ব্যক্তি প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে টোডরমল প্রধান সচিব ছিলেন। মহারাজ মানসিংহ সুবাদারী ও সেনাপতিত্ব করিতেন, এবং রাজা বীরবল একজন প্রধান রাজসভাসদ ও সেনাপতির সম্মানিত পদে অধিরূঢ় ছিলেন। এস্থলে এই শেষোক্ত রাজপুরুষের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হইতেছে।

রাজা বীরবলের পূর্ব্বতন নাম মহেশ দাস কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণদাস নামেও উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাধারণের মধ্যে তিনি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বীরবল

জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন জনপদে বাস করিতেন। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আকবর শাহ যখন দিল্লির সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ভারতের জনপদের পর জনপদ যখন দিল্লির শাসন উচ্ছেদ করিয়া, স্ব স্ব প্রধান হইতে থাকে, চিরজয়ী মোগলের বিজয়িনী শক্তি যখন ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, তখন এক জন ভাট মধুর কণ্ঠে মধুর সঙ্গীত গাইতে গাইতে যমুনার তীরবর্ত্তী কাল্পী নগর হইতে দিল্লীতে সম্রাট্ সমীপে উপনীত হয়। সুকণ্ঠ ভাটের মনোহর সঙ্গীত শুনিয়া, দিল্লীর অভিনব সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইলেন। ক্রমে দিল্লীতে এই ভাটের কবিত্ব-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। ভাট গীতি-কবিতা রচনা করিয়া ক্রমে দিল্লীর সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাহার সঙ্গীতনৈপুণ্যে, তাহার মোহিনী কবিত্ব-শক্তিতে, দিল্লীর সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। সম্রাট এই প্রতিভা-শালী সঙ্গীতনায়কের অপূর্ব্ব সঙ্গীত মহিমার অসম্মান করিলেন না। তিনি আগন্তুক ভাটকে "কবিরায়" উপাধি দিয়া আপনার সভায় রাখিলেন।

কবিরায় এইরূপে সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া দিল্লীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১৫৭৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সম্রাট তাঁহাকে "রাজা" উপাধি দিলেন। এই অবধি ভাটের পূর্ব্বতন নাম পরিবর্ত্তিত হইল। অভিনব এই রাজা সেই অবধি বীরবল বা বীরবর নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

এই সময়ে কাঙ্গড়ার অধিপতি জয়-চাঁদ কোন অপরাধে দিল্লীতে কারারুদ্ধ ছিলেন। সম্রাট্ তাঁহার রাজ্য রাজা বীরবলকে দিতে অনুমতি করিলেন। জয়চাঁদের তেজস্বী পুত্র আকবরের নিকটে অবনতি স্বীকার করিলেন না। তিনি পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। আকবরের আদেশে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হুসেন কুলি খাঁ কাঙ্গড়া আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যাহা হউক, রাজা বীরবল এই রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। তিনি কলিঞ্জরের নিকটে আর এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ এই সময়ে তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করেন।

ভাট মহেশ দাস এখন "রাজা" উপাধি পরিগ্রহ করিয়া, সহস্র পরিমিত সৈন্যের অধিনায়ক হইলেন। যিনি এক সময়ে চারণদলের মধ্যে পরিগণিত ছিলেন, সঙ্গীত যাঁহার উপজীবিকার বিষয় ছিল, তিনি এখন সহস্রপতি হইয়া গুরুহ রাজকীয় কার্য্যে আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। রাজা বীরবল প্রায় সম্রাটের সঙ্গেই থাকিতেন। যখন আকবর গুজরাটে যাত্রা করেন, তখন বীরবল তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া আপনার সমর-নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। কোন স্থানে কোন গুরুতর কার্য্য উপস্থিত

হইলে, তাহার সম্পাদনের ভার অনেক সময়ে বীরবলের উপরেই সমর্পিত হইত। বীরবল কর্ত্তব্য প্রতিপালনে অনলস ছিলেন। সাহস, ক্ষমতা ও তেজস্বিতা বলে তিনি অনেক স্থলেই কৃতকার্য্য হইতেন। কথিত আছে, তাঁহার প্রভাবে আকবরের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি হিন্দুধর্ম্মের অনেক বিধি ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন।

১৫৫৬ খ্রীঃঅব্দে আফগানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এজন্য কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল এই সাহায্যকারী সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধে আকবরের সৈন্যের পরাজয় হয়। আকবর এই যুদ্ধে কতদূর ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নাই। আফগানেরা পার্ব্বত্য প্রদেশের চারিদিক হইতে সম্রাটের সৈন্য আক্রমণ করিয়াছিল। ইহাতে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। বীরবল ও জৈন খাঁ অতি কষ্টে পশ্চাৎ হটিয়া আর এক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। আফগানেরা শিবির আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া, রাত্রিকালে হঠাৎ জনরব উঠে। সম্রাটের অনেক সৈন্য ইহাতে দুর্গম গিরিসঙ্কটে প্রবিষ্ট হয়। আফগানেরা অনেককে হত্যা করে। এই সঙ্গে রাজা বীরবলও নিহত হন।

বীরবলের মৃত্যুসংবাদে আকবর যার পর নাই শোকাতুর হইয়া ছিলেন। বিশেষ তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়াতে আকবরের কষ্ট দ্বিগুণ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই শোচনীয় সংবাদে পাছে আকবর একবারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় কেহ কেহ আকবরের নিকটে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বীরবল নিহত হন নাই। তিনি সন্ন্যাসীবেশে কাঙ্গড়ায় অবস্থিতি করিতেছেন। আকবর ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, অনুসন্ধান করিতে আদেশ দেন। কিন্তু শেষে এই কথা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। পরে বীরবল কলিঞ্জরে বাস করিতেছেন বলিয়া আর একবার জনরব উঠে। এ জনরবেও আকবরের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বীরবল জীবিত আছেন। আকবর কলিঞ্জরেও বীরবলের অনুসন্ধান করেন। রাজা বীরবল সম্রাটের কিরূপ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা ইহা হইতে পরিস্ফুট হইতেছে।

লাল নামে বীরবলের একটি পুত্র ছিল। কিন্তু পুত্র পৈতৃক গুণের অধিকারী হইতে পারেন নাই। লাল পিতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলেন। শেষে তাঁহার মনে বিরাগের সঞ্চার হয়। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ পরিগ্রহ পূর্ব্বক সংসারের বিলাসিতা ও সৌখীনতা হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করেন। বীরবল ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থিতি করিতেন, এই স্থলে তাঁহার আবাস-গৃহ অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চিকিৎসা বিদ্যার্থিনীদিগের গৃহ।

কলিকাতা মেডিকাল কলেজের নিকট সে দিবস একটী মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। যে সকল দেশীয় রমণী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বাসস্থানের জন্য একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইবে, স্বয়ং লেডী ডফরিণ ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন। এই গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মহারাণী স্বর্ণময়ী দেড় লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া তাঁহার রাজ-বদান্যতার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বঙ্গদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এবং অনেক সম্ভ্রান্ত দেশীয় ও ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ কোট্‌স সাহেব একটী বক্তৃতা করিয়া মেডিকাল কলেজের স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ইতিবৃত্ত বর্ণন করেন এবং প্রস্তাবিত ছাত্রীনিবাসের উদ্দেশ্য প্রভৃতি সকলকে অবগত করান।

আমাদিগের পাঠিকাগণ জানেন দুই বৎসর মাত্র হইল কলিকাতা মেডিকাল কলেজে মহিলাগণকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মেডিকাল কলেজের অনেক গুলি ডাক্তার ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন, কিন্তু শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ক্রফট ও মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ কোট্‌স সাহেবের বিশেষ যত্নে এবং লেপ্টনেণ্ট গবর্ণর টমসন সাহেবের সহায়তায় এই উদার রীতি ব্যবস্থাপিত হয়। ছোট লাট বাহাদুর কয়েক বৎসরের জন্য মেডিকাল কলেজের প্রত্যেক ছাত্রীর জন্য ছাত্রীবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার সদাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের ন্যায় এখানেও প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ইংরাজী শ্রেণীতে স্ত্রীলোকদিগকে ভরতি করা হইবে। সে আশা পূর্ণ হয় নাই, পুরুষেরা যেরূপ এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে ভরতি হইতে পারে না, স্ত্রীলোদিগের প্রতিও সেইরূপ নিয়ম করা হইয়াছে। ইহাতেও ইতিমধ্যে কয়েকটী ছাত্রী মিলিয়াছে এবং পরে আরও মিলিবার সম্ভাবনা। প্রস্তাবিত ছাত্রী-নিবাসে কেবল যে এফ এ, বিএ পরীক্ষোত্তীর্ণা মেডিকাল কলেজের ছাত্রীরাই বাস করিবেন তাহা নহে, নিম্নশ্রেণীর ডাক্তারী এবং ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার্থিনীগণও এখানে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন এবং তাঁহাদিগের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইবে। যে সকল রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অথবা অন্য প্রকারে ইংরাজী বা বাঙ্গালাতে তাঁহাদিগের ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিয়া ডাক্তারী শিখিতে ইচ্ছুক হইবেন, নেটিব ডাক্তার-

দিগের মত তাঁহারাও শিক্ষিত হইয়া নিম্নশ্রেণীর ডিপ্লোমা পাইবেন, এটী বড় আশাজনক কথা। এরূপ ব্যবস্থা হইলে স্ত্রীলোকদিগের জন্য মেডিকাল কলেজের দ্বারোদ্‌ঘাটন সার্থক হইবে এবং অধিক সংখ্যক রমণী চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। ছাত্রীনিবাসের যেরূপ নক্সা হইয়াছে, তদনুসারে ৫৩টী ছাত্রী এখানে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিবেন। ইহা দ্বিতল গৃহ হইবে, উপর তলে ৩২ ও নিম্নতলে ২০টী ছাত্রীর বাস সমাবেশ হইবে। তদ্ভিন্ন রন্ধনগৃহ, ভোজন গৃহ, শ্রেণী সকলের স্থান, ক্রীড়াভূমি, ব্যায়ামভূমি প্রভৃতি ছাত্রীদিগের প্রয়োজনীয় সমুদায় বন্দোবস্ত রীতিমত সম্পন্ন হইবে।

স্ত্রীলোকদিগকে মেডিকাল কলেজে অধ্যয়ন করিতে হইলে তৎসংস্থ ছাত্রী-নিবাসের ব্যবস্থা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহার কয়েকটী বিশেষ কারণ দৃষ্ট হয়। কালেজের উপদেশ কখনও প্রাতে, কখনও মধ্যাহ্নে, কখনও অপরাহ্নে হইয়া থাকে। ভদ্র মহিলাদিগের পক্ষে দূর হইতে প্রতিদিন বার বার গাড়ী পালকী ভাড়া করিয়া যাতায়াত করা কম ব্যয়-সাধ্য ও ক্লেশকর নহে। ইহাতে পাঠের সময়েরও অনেক অপব্যয় হয়। কলেজের সন্নিহিত স্থানে থাকিতে পারিলে হাঁসপাতাল, পুস্তকালয় প্রভৃতি হইতেও অধিক উপকারলাভের সম্ভাবনা। চিকিৎসা-বিদ্যা অতি কঠিন বিদ্যা; তাহা প্রকৃষ্ট রূপে শিক্ষা করিতে হইলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়। ছাত্রী-নিবাসে ইহার যেমন সুবিধা, গৃহে থাকিয়া সেরূপ হইবার নহে।

এই ছাত্রীনিবাসের পত্তন আপাততঃ দেখিতে একটী সামান্য ঘটনা হইলেও ইহা বঙ্গীয় সমাজের একটী মহৎ শুভকর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব সূচনা বলিতে হইবে। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকগণের কার্য্যক্ষেত্র গৃহেতেই অবরুদ্ধ এবং তাঁহাদিগের জীবনস্রোত চিরকাল এক চক্রে ঘুরিয়াই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু ইহা দ্বারা তাঁহারা একটী নূতন প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া কেবল অধিকতর স্বাধীন হইতে পারিবেন তাহা নহে, কিন্তু চিকিৎসা কার্য্য দ্বারা সমাজের সেবা করিয়া আপনাদিগের জীবন সার্থক করিতে পারিবেন। আর একটি কথা এই, ৫০।৬০ টি রমণী কেবল শিক্ষার উদ্দেশে যদি একটি স্থানে বাস করেন, রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হন, বিশুদ্ধ ক্রীড়া ও ব্যায়ামের সুযোগ পান এবং উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে আপনাদিগের জীবন যাপন করিবার উপদেশ ও দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে বহু কল্যাণের আশা করা যায়। যে সকল অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও চিরাগত দূষিত দেশাচার বহু যত্নে অপনয়নের সম্ভাবনা নাই, তাহা অচিরে খণ্ডিত হইবে এবং একটি

নবোৎসাহ-পূর্ণ নারীদল প্রস্তুত হইবার সুবিধা হইবে। বস্তুতঃ এত গুলি ছাত্রী একত্র বাস করিয়া আত্মোন্নতি সাধনের যে বহুল উপায় প্রাপ্ত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ছাত্রীনিবাসের প্রতিষ্ঠায় আমাদিগের যেরূপ আশা হয়, সেইরূপ দারুণ ভয়েরও কারণ আছে। ছাত্রীদিগকে সুরক্ষিত, সুশিক্ষিত ও সুনিয়মিত করিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা সহজ নহে, এ বিষয়ে ত্রুটি ও শৈথিল্য হইলে বিষময় ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা। ছাত্রীদিগের পরিদর্শনের ভার অবশ্য কোন ইউরোপীয় মহিলার উপরে অর্পিত হইবে। কিন্তু এ গুরুতর ভার নির্ব্বাহ করা যে সে ইউরোপীয় মহিলার কার্য্য নহে। দেশীয় সমাজের সহিত যিনি বিশেষ পরিচিত, দেশীয়দিগের সহিত যাঁহার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, সুরাপানাদি বিদেশীয় কু-অভ্যাস ও কদাচার যিনি ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন, ধর্ম্মে যাঁহার নিষ্ঠা আছে এবং যাঁহার চরিত্র সাধারণের শ্রদ্ধেয়, এই কার্য্যে এইরূপ মহিলা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ বিশেষ দৃষ্টি রাখেন এই আমাদিগের প্রার্থনা। এই ছাত্রীনিবাসের তত্ত্বাবধান জন্য একটী কমিটী থাকে এবং তাহাতে উন্নত-চরিত্র ইউরোপীয়দিগের ন্যায় কয়েকজন দেশীয় ভদ্রলোকও থাকেন, ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সজীব ফটোগ্রাফি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ক্রিষ্টালাইনের ঠিক পশ্চাতে পূর্ব্বোক্ত ভিট্রিয়স হিউমর অবস্থান করে, ইহা হায়ালইড মেম্‌ব্রেন (Hyaloid membrane) নামক এক পর্দ্দায় আবৃত। ভিট্রিয়স হিউমরের পর রেটিনা নামক অনুভূতিসাধক ত্বক্ চক্ষুর সমগ্র পশ্চাৎ ভাগে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। দৃক্-স্নায়ু নামক একটি স্নায়ু মস্তিষ্ক হইতে নির্গত হইয়া, চক্ষু-গোলকের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় চক্ষুর পশ্চাদ্ভাগে বিস্তৃত হইয়াছে। পাঠিকাগণ কোন বৃহৎ মৎস্য কাটিবার সময় তাহার চক্ষু-গোলক বাহির করিলে দেখিতে পাইবেন যে সেই চক্ষুর পশ্চাৎ দিক দিয়া দড়ির ন্যায় একটা স্নায়ু চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে—ইহাই দৃক্‌স্নায়ু (Optic nerve) এবং ইহাই চক্ষুর অভ্যন্তরে গিয়া রেটি-নায় পরিণত হইয়াছে। এই রেটিনার উপরেই বাহিরের যাবতীয় প্রতিমূর্ত্তি

প্রতিফলিত হয়; এবং দৃক্-স্নায়ুর দ্বারা তাহাদের অনুভূতি মস্তিষ্কে উপনীত হয়। রেটিনার সূক্ষ্ম স্নায়ু সকলই অনুভূতিসাধক নহে;—কিন্তু রেটিনাতে ভিন্ন ভিন্ন আকারের দণ্ড ও ত্রিকোণাকৃতি অতি সূক্ষ্ম২ কতকগুলি পদার্থ (Rods and cones) আছে, তাহারাই অনুভূতিসাধক এবং ইহাদের উত্তেজনায় রেটিনাও অনুভূতিসাধক হয়। চক্ষুর অভ্যন্তরে ঠিক যে স্থলে দৃক্স্নায়ু প্রবেশ করিয়াছে, তথায় এই সকল পদার্থ নাই, এজন্য রেটিনার সেই স্থল অনুভূতিসাধক নহে, এবং সেই স্থলে কোন প্রতিমূর্ত্তি পতিত হইলে তাহা দেখা যায় না। ইহাকে রেটিনার অন্ধকার-বিন্দু—(Blind spot) কহে। ইহা পরীক্ষা করিতে হইলে, এক খানি কাল কাগজের উপর দুই টুকরা সাদা কাগজকে গোলাকার করিয়া কাটিয়া, পরস্পর তিন ইঞ্চি ব্যবধানে রাখিতে হইবে, তৎপরে ডান চক্ষুকে এরূপ ভাবে বাম দিকের কাগজ খণ্ড হইতে ১০।১১ ইঞ্চি উর্দ্ধে স্থাপন করিতে হইবে যেন দুই চক্ষের সংযুক্ত সরল রেখা, দুই কাগজ খণ্ডের সংযুক্ত সরলরেখার সহিত সমান্তরাল হয়। এক্ষণে বাম চক্ষুকে বন্ধ করিয়া দক্ষিণ চক্ষু দিয়া স্থির দৃষ্টে বাম দিকের কাগজ খণ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকিলে—দক্ষিণ দিকের কাগজ খণ্ড দেখা যাইবে না, কারণ এরূপ অবস্থায় দক্ষিণ দিকের কাগজখণ্ডের প্রতিমূর্ত্তি রেটিনার অন্ধকার-বিন্দুতে পতিত হয়; কিন্তু এক্ষণে যদি চক্ষের অবস্থা একটুকু সরান যায়, তবেই আবার দক্ষিণ দিকের কাগজ খণ্ডও দেখা যাইবে।

কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে রেটিনাস্থ স্নায়ু সমূহের অভ্যন্তরে এক প্রকার তরল পদার্থ আছে, তাহারই অণু সমূহের স্পন্দনে অনুভূতি হয়। কেবল মাত্র প্রতিমূর্ত্তি সমূহের অনুভূতিকে মস্তিষ্কে বহন করাই রেটিনা এবং দৃক্স্নায়ুর কার্য্য। কোন কোন জন্তুর রেটিনা এবং দৃক্স্নায়ু ছিন্ন ও বিচ্যুত করিয়া পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, তাহাতে তাহাদের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই;—কেবল বোধ হয় সময়ে সময়ে দৃক্স্নায়ুর উত্তেজনায় এক প্রকার ক্ষণিক আলোক বিকাশের ন্যায় অনুভূতি হয়।

রেটিনার ঠিক্ পর কোরইড্ (Choroid) নামক একটি কৃষ্ণাবরণ আছে—ইহা রেটিনাকে আচ্ছাদন করিয়া, রেটিনা ও স্ক্লেরটিকের মধ্যে অবস্থান করে। কাফ্রি (Negro) দিগের গাত্র চর্ম্মে যে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আছে, সেইরূপ পদার্থে এই কোরইড্ পর্দ্দার সম্মুখভাগ আচ্ছাদিত। যে সকল রশ্মি চক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চিত্র প্রকটনের কোন সহায়তা করে না এবং প্রতিবিম্বিত হইয়া অনিষ্টোৎপাদন করিবার সম্ভাবনা, সেই সকল অতিরিক্ত রশ্মিকে এই কৃষ্ণাবরণ শোষণ করে। শরীরের চর্ম্মে ঐ প্রকার কৃষ্ণ পদার্থ অধিক

থাকিলে কোরইডেরও কৃষ্ণপদার্থের আধিক্য হইয়া থাকে, এজন্য প্রায় দেখা যায় যে যাহাদের রং কাল, তাহাদের চক্ষুও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ শশকের চক্ষের কোরইডে এই কৃষ্ণবর্ণ আচ্ছাদন না থাকাতে তাহাদের চক্ষুর পুত্তলি লোহিতবর্ণ দেখায়। এই কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের অভাব বশতঃ দিবালোক পেচকের অসহনীয় হয়। কোন কোন জন্তুর চক্ষু কোরইডের পরিবর্ত্তে টেপিটম (Tapetum) নামক একটি প্রতিফলক পর্দ্দা থাকে, এই টেপিটমের প্রতিফলিত আলোক প্রভাবে বিড়ালের চক্ষু অন্ধকারে জ্বলিতে থাকে, এবং খুব অল্প আলোকেও দর্শনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই কোরইডের পর স্ক্লেরটিক শ্বেতাবরণ সমগ্র চক্ষুটিকে আচ্ছাদিত করিয়া আছে।

তবেই এক্ষণে বুঝা যাইতেছে যে, বহিঃস্থ পদার্থের প্রতিফলিত আলোক কর্ণিয়া নামক স্বচ্ছাবরণ ভেদ করিয়া, আইরিস নামক ঝিল্লীর মধ্যস্থ পুত্তলি দিয়া প্রবেশ করিয়া যবাকার কাচ সদৃশ স্বচ্ছ পদার্থে গিয়া পড়ে এবং ইহাকে ভেদ করিয়া রশ্মিসমূহ ক্রমশঃ বক্র গতিতে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অধিশ্রয়ণ বিন্দু (Focal point) রেটিনা নামক অনুভূতিসাধক ত্বকের উপর পতিত হয়, তাহা হইলেই বাহিরের প্রতিমূর্ত্তি সমূহ রেটিনার উপর স্পষ্ট অঙ্কিত হয়, তাহাদের অনুভূতি সেই মুহূর্ত্তেই মস্তিকে উপনীত হয় এবং আমরা দেখিতে পাই।

কিরূপে বহিঃস্থ পদার্থের প্রতিফলিত আলোক রেটিনাতে প্রতিমূর্ত্তি বহন করে, অনায়াসে তাহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে :—কোন গৃহের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া একটী দ্বারে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিতে হইবে; এবং সেই ছিদ্রের সমসূত্রে কিঞ্চিৎ দূরে একখানি সাদা কাগজ ধরিলে দেখিবে তাহাতে বাহিরের একটী ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে—কিন্তু আলোক রশ্মি বক্র গতিতে আসা বশতঃ ছবিটী উল্টা হইবে। কাগজ খানিতে যতক্ষণ রশ্মির অধিশ্রয়ণ বিন্দু পতিত না হইবে, ততক্ষণ ছবি স্পষ্ট হইবে না :—অর্থাৎ সমগ্র বক্রগামী রশ্মি যে বিন্দুতে মিলিত হয়, সেইখানে কাগজখানিকে ধরিলে ছবি স্পষ্ট প্রতিফলিত হইবে। যদি পূর্ব্বোক্ত দ্বারের ছিদ্রে এক খণ্ড যবাকার কাচ (lens) লাগাইয়া দেওয়া হয়, তবে ছবি স্পষ্টতর হইবে। যদি একটী ছাগলের চক্ষুগোলক বাহির করিয়া তাহার পশ্চাৎদিক্ দিয়া রেটিনাসমেত কিয়দংশ স্ক্লেরটিক কাটিয়া ফেলা হয় এবং তাহার স্থানে এক খণ্ড তৈলাক্ত কাগজ লাগাইয়া দিয়া, রাত্রিতে এই চক্ষুটী একটী জ্বলন্ত প্রদীপের সম্মুখে ধরা হয়, তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, চক্ষুর পশ্চাৎ দিকস্থ কাগজ খণ্ডে দীপশিখার একটী স্পষ্ট উলটা ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী।

কে বসিয়ে ছিল সম,
আহা কিবা অনুপম,
নিরুপমা পবিত্র আকৃতি,
চারুশীলা সুধীর-প্রকৃতি। ১

আঁখি মুদি গুণবতী,
কি ভাবে বিহ্বল সতী,
জ্ঞান স্পন্দ হইয়াছে লয়,
ঠিক্ চিত্র সম জ্ঞান হয়। ২

চিত্র নয় চিত্র নয়,
ভ্রম বুদ্ধি সবে হয়,
ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী,
ধর্ম্মরতা পবিত্রা কামিনী। ৩

বসিয়ে পূত আসনে,
সুচারু বিমল মনে,
ভক্তি পুষ্প স্তুলি দেন তাঁরে,
যোগী ঋষিগণ পূজে যাঁরে। ৪

বিশুদ্ধ অম্বর জানি,
বিশুদ্ধ বসন খানি,
অনিল বিশুদ্ধ শ্বাস বয়,
সব হেরি বিশুদ্ধতাময়। ৫

যেখানে আছেন বসে,
পবিত্রতা হেসে হেসে,
ফিরিছে উহাঁর চারিধারে,
মলিনতা যেতে নাহি পারে। ৬

ওহে সুনিপুণ বিধি,
হেন পূত ধাম হৃদি,
তুমি বিনা কে সৃজিতে পারে,
হৃদি স্নিগ্ধ হলো যাঁরে হেরে। ৭

কি সুশান্ত মনোরমা,
পবিত্রা সুশীলা বামা,
কিসে দিব ইহাঁরি তুলনা,
মম বুদ্ধি জানে না জানে না। ৮

স্নিগ্ধ ভাবের তুলনা,
বহু পান কবিজনা,
শশিরশ্মি ফুল প্রভৃতিতে,
আমি না পেলাম একটীতে। ৯

বিকশিত কুসুমেতে,
মনোরম চন্দ্রমাতে,
হেরিয়াছি স্নিগ্ধতা অনেক,
কিন্তু হেন না হেরি সারেক। ১০

পারে না কেহ বলিতে,
অতুলনা এ জগতে,
ধর্ম্মরতা সাধ্বী সুরমণী,
গৃহি-গৃহে সু-উজ্জ্বল মণি। ১১

আহা আহা মরি মরি,
কিবা দৃশ্য কি মাধুরি,
এদৃশ্যের কাছে বল সবে,
কোন্ দৃশ্য আর আছে ভবে? ১২

পিহিত বিশুদ্ধ বাস,
নির্ম্মল মানসাকাশ,
কিবা শান্ত ভাব আহা মরি,
নয়ন সার্থক শোভা হেরি। ১৩

কিবা রূপের প্রভায়,
জগত আলোকময়,
এ রূপ সে রূপ নাহি হয়,
যাতে সাধু জন মুগ্ধ নয়। ১৪

নহে চম্পক-বরণী,
নহে হরিণ-নয়নী,
কেবল অন্তর সুশোভন,
সুপবিত্র সুচারু সুমর্ম। ১৫

নিশ্চল নিস্পন্দ দেহ,
ভুলিয়া সংসার মোহ,
একেতে মগন প্রাণ মন,
সংজ্ঞাহীন শ্রবণ নয়ন। ১৬

সংসারের গুরুভার,
স্বামী পুত্র পরিবার
ভুলে, হীরা হয়ে বাহ্য জ্ঞান,
দিব্য চক্ষু করি উন্মীলন। ১৭

হেরিছেন অনিমেষে,
বিভু অনন্ত অশেষে,
ভক্তি ভরে যুড়ি দুটী হাত,
হইতেছে প্রেম অশ্রুপাত। ১৮

কোলাহল সংসারের,
গণ্ডগোল শিশুদের,
কিছু আর পশে না শ্রবণে,
অন্য চিন্তা কিছু নাই মনে। ১৯

আসিয়া কোলের ছেলে,
পুনঃ পুনঃ মা, মা, বলে,
শেষে কোন উত্তর না পেয়ে,
রয়েছে মায়ের মত হয়ে। ২০

শান্তি-বিঘ্ন ত্যাগ করে,
ডুবেছেন এক বারে,
সুগভীর সত্তার সাগরে,
মন কি সংসারে আর ফেরে। ২১

প্রেমে হৃদয় ভরে,
ভাবে বিগলিত ভোর,
মরি কিবা সুনির্ম্মল ভাব,
হইয়াছে ঈশ-আবির্ভাব। ২২

দর দর অনর্গল,
প্রেম অশ্রু নিরমল,
বহিতেছে মরি কি শোভন,
এই অশ্রু অমূল্য রতন। ২৩

কত ক্ষণে স্তব স্তুতি,
সমাপিয়ে গুণবতী,
মেলিলেন বাহ্যিক নয়ন,
দেখ দেখ এ দৃশ্য কেমন। ২৪

নয়নে স্বর্গীয় জ্যোতি,
বদনে বিমল ভাতি,
হৃদয়েতে অনন্ত উচ্ছ্বাস,
মরি কি ব্রাহ্মের সহবাস। ২৫

ব্রহ্মের নিকটে গিয়ে,
কত কি রতন নিয়ে,
এসেছেন জগতে বিলাতে,
পূর্ণ হিয়া শান্তির ভাবেতে। ২৬

বিবেক বৈরাগ্য ছটা,
শোভিছে কি পরিপাটী,
থাকিয়া ব্রহ্মের সহবাসে,
হৃদি সিন্ধু ব্রহ্মানন্দোচ্ছ্বাসে। ২৭

যতেক স্বভাব নদী,
বহে মানবের হৃদি,
পূত তৃপ্তিকর, মিশিয়াছে
অপার সে প্রেমের সাগরে। ২৮

দেখ প্রিয় ভগ্নীগণ,
দেখ বিলাসিনীগণ,
সময়ের সৎ ব্যবহার,
ছাড়ি চিন্তা মলিন অসার। ২৯

ছেড়ে দাও তাস্ পাশা,
ছাড় বিলাস পিপাসা,
দাও মন বিদ্যার চর্চ্চায়,
চিন্ত ব্রহ্ম অনন্ত চিন্ময়। ৩০

থাকিয়া গৃহস্থাশ্রমে,
চিন্ত গো বিমল প্রেমে,
চিদানন্দ নিত্য নির্ব্বিকার,
সকল মঙ্গল মূলাধার। ৩১

দেখ দেখ বঙ্গবালা,
মম আঁকা এই বালা,
হইয়াও গৃহস্থ বনিতা,
কেমন পূজেন বিশ্বপিতা। ৩২

তোমরাও এই রূপে,
পূজ অনন্ত স্বরূপে,
হৃদয় প্রশস্ত হবে অতি,
পূজে ব্রহ্ম জগতের পতি। ৩৩

কর স্বামীর যতন,
কর সন্তান পালন,
কর সব তব করণীয়,
ভুল না সে যোগীর অমিয়। ৩৪

ব্রহ্মরূপে আকাশেতে,
যে জীব পারে উড়িতে,
যহু চেষ্টা করিয়া না পারে,
মোহ ব্যাধ ধরিতে তাহারে। ৩৫

ঈশ্বর অতল জলে,
মন মীন কুতূহলে,
ডোবে যার হইয়া নির্ভয়,
তার কাল ধীবরে কি ভয়? ৩৬

দিনান্তেতে একবার,
ভক্তিভরে যুড়ি কর,
যে মানব পূজে না ঈশ্বরে,
বিফল জীবন সেই ধরে। ৩৭

হোক বহু ধনী মানী,
হোক গো পাশ্চাত্য জ্ঞানী,
নিশ্চয় জানিবে তার বোন,
অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তার মন। ৩৮

যিনি জড় প্রাণাধার,
যিনি সৃষ্টি মূলাধার,
কি হবে জানিয়া সৃষ্টিতত্ত্ব,
না জানিলে তাঁহার মহত্ত্ব! ৩৯

যাঁহারে স্মরিলে পরে,
সর্ব্ব পাপ তাপ হরে,
রাখ তাঁরে দিবস সর্ব্বরী,
ভগ্নীগণ সবে প্রাণে পরি। ৪০*

নূতন সংবাদ।

১। প্রেন্সেস অব ব্যাটেনবর্গের সহিত আগামী জুলাই মাসে মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিট্রিসের বিবাহ হইবে।

২। জেনারল ওয়াসিংটনের স্মরণার্থ ১১লক্ষ ৮৭ হাজার ডলার ব্যয়ে যে স্তম্ভ ওয়াসিংটনে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা গত ২১ এ ফেব্রুয়ারি মহা সমারোহে খোলা হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্তম্ভ, ৫৫৫ ফিট উচ্চ, ইহার তলদেশ ৫৫ ফিট।

১। কাবুলের আমীর আবদুর রহমন

* এই কবিতাটী কোন নারীর বিরচিত।

সর্দ্দারগণ সহ রাওলপিণ্ডীতে উপস্থিত হইয়া রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাঁহার আতিথ্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেছেন। রাওলপিণ্ডীতে অনেক সৈন্য সমবেত হইয়াছে; অনেক রাজারাজড়া একত্র হইতেছেন; দ্বিতীয় দিল্লী দরবারের অভিনয় হইতেছে। শুনা যায় গবর্ণমেণ্ট আফগানস্থানে শীঘ্র ২০ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিবেন।

৩। তারযোগে যে শেষ সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা যায়, ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করা রুসিয়ার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু অনেকে ইহা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না—একটু সময় লইয়া ভাল করিয়া প্রস্তুত হইবার জন্য রুসিয়া ছলনা করিতে পারেন। যুদ্ধের আয়োজন কিন্তু দুই পক্ষেই বেশ চলিতেছে।

৪। বর্দ্ধমানের মহারাজ আফতাপচাঁদ উৎকট পীড়াক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। অতিরিক্ত সুরাপানাদি অত্যাচার এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ। বঙ্গের ধনিসন্তানেরা ইহাতে কি শিক্ষা লাভ করিবেন না?

৫। বর্দ্ধমান বিভাগের দুর্ভিক্ষ দিন দিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিতেছে। অন্নকষ্টের উপর পীড়া ও জলকষ্টের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভারত সভা, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন ফণ্ড ইহার সাহায্যার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। যেখানে গবর্ণমেণ্ট হইতে কোন সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে না, ইহাঁরা সেখানে অন্নছত্রাদি খুলিয়াছেন। এখন উপযুক্ত উপায় না হইলে কিছু দিন পরে লোক বাঁচান ভার হইবে। আমাদিগের পাঠিকাগণ এই সময় এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়া তাঁহাদিগের কোমলহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতার পরিচয় প্রদান করুন, যাঁহাদিগের অর্থব্যয়ের ক্ষমতা আছে, তাঁহারা তাহা সার্থক করুন। টাকা, চাউল, বস্ত্র, অলঙ্কার যিনি যাহা পারেন, দুর্ভিক্ষপ্রশমনের জন্য দান করুন। কেহ আমাদিগের নিকট কিছু পাঠাইলে যথাস্থানে প্রেরণ করা যাইবে।

৬। বঙ্গ মহিলা সমাজের একটী গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা সংগৃহীত হইতেছে, ইহার বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। এরূপ একটী গৃহ হইলে, তাহা কলিকাতাস্থ নারীদিগের উন্নতির এক কেন্দ্র স্থান হইবে বলা বাহুল্য। এই শুভকার্য্যে বামাহিতৈষী মাত্রেরই সাহায্য করা বিধেয়।

৭। অল্প দিন হইল কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা বাবু তারকনাথ পরামানিকের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি সামান্য অবস্থা হইতে ব্যবসা দ্বারা প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে ইনি একজন আদর্শ-নিষ্ঠাবান লোক ছিলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কামধেনু—কমলাকান্ত সংগৃহীত। এই নামের নূতন ও আশ্চর্য্য ধরণের একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকার কয়েক সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ আমোদিত হইয়াছি। বালক বালিকাগণ আমোদের সহিত যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তাহাই ইহার উদ্দেশ্য, এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। বিজ্ঞান, গণিত, ইন্দ্রজাল, দ্রব্যগুণ প্রভৃতি যে সকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে যেমন বুদ্ধি কৌশল আছে এবং অনেক উপকারী বিষয় শিক্ষার উপায় আছে। আমরা আশা করি পত্রিকাখানি সাধারণের আদরণীয় হইবে।

২। প্রতিভা, একটী বালিকার কথা, মূল্য ।০ আনা। প্রতিভার ছবি একটী সুন্দর, নির্দ্দোষ ও সরল বালিকার ছবি। উপন্যাসটী সরল ভাষায় লিখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহার স্থানের স্থানের বর্ণনা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও প্রীতিকর বোধ হইল না।

৩। বর্ণবিবেক ১ম ও ২য় ভাগ, মূল্য প্রত্যেক ভাগ /০ আনা। প্রথম ভাগের প্রথম পাঠ। বানানগুলি যেরূপ বড় বড় অক্ষরে মুদ্রিত এবং অন্যান্য বানান ও পাঠগুলি যেরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে প্রথম পাঠার্থীদিগের শিক্ষার সুবিধা হইবে।

৪। শরৎকুমারী অথবা আদর্শ বঙ্গ-মহিলা—মূল্য ॥৶০ আনা।

১২৯১ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র।

বৈশাখ ১২৯১—মে ১৮৮৪।

১।	নববর্ষ	১
২।	সাময়িক প্রসঙ্গ	২
৩।	সাধুজীবন	৫
৪।	ডে'সডিমোনা	৭
৫।	আশাবতীর উপাখ্যান	১০
৬।	উদ্ভিদ জগৎ	১৬
৭।	নারীচরিত (কুমারী তরু দত্ত)	১৯
৮।	লীলাময়ী বা আদর্শ সতী	২২
৯।	প্রাণিতত্ত্ব (শম্বুক)	২৬
১০।	পাকবিদ্যা	২৯
১১।	নূতন সংবাদ	৩০
১২।	পুস্তকাদি সমালোচনা	৩১
১৩।	বামাগণের রচনা বাকলতা	৩১

জ্যৈষ্ঠ ১২৯১—জুন ১৮৮৪।

১।	সাময়িক প্রসঙ্গ	৩৩
২।	ঈশ্বর দ্বারকানাথ মিত্র	৩৬
৩।	জালিয়াতির অপূর্ব্ব ইতিহাস	৪১
৪।	উপন্যাস—কুললক্ষ্মী	৪৫
৫।	সাহারা মরু (পদ্য)	৫১
৬।	কুমারী তরু দত্ত	৫২
৭।	মহারাণীর গল্প	৫৫
৮।	আশাবতীর উপাখ্যান	৫৬

৯। নূতন সংবাদ ৬০
১০। পুস্তকাদি সমালোচনা ৬১
১১। বামারচনা—পরনিন্দা ৬২
১২। English—Taru Dutt ৬৫

আষাঢ় ১২৯১—জুলাই ১৮৮৪।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৬৯
২। স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যক্ষেত্র ৭২
৩। মাতার প্রভাব ৭৫
৪। হৈমকীর্ত্তি ৭৯
৫। আশাবতীর উপাখ্যান ৮১
৬। লীলাময়ী (পদ্য) ৮৫
৭। উপন্যাস—কুললক্ষ্মী ৮৭
৮। পাকবিদ্যা ৯১
৯। সখিত্ব, প্রেম ও দেবভক্তি ৯৩
১০। নূতন সংবাদ ৯৭
১১। পুস্তকাদি সমালোচনা ৯৭
১২। বামারচনা—পরনিন্দা ৯৮
অমিয় মূরতি (পদ্য) ৯৯
১৩। English—Taru Dutt ১০১

শ্রাবণ ১২৯১—আগস্ট ১৮৮৪।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১০৫
২। নারীজীবন ১০৮
৩। ব্রহ্মদেশ বিবরণ ১১০
৪। সতীমণ্ডপ ১১৩
৫। নিদাঘ মধ্যাহ্ন (পদ্য) ১১৬
৬। হিন্দুনারীর ব্রতবিধান ১১৭
৭। উপন্যাস—কুললক্ষ্মী ১২২
৮। পাকবিদ্যা ১২৫
৯। তাপসসম্বন্ধে কয়েকটী কথা ১২৮
১০। ঢোঁড়ারাম ১৩০
১১। নূতন সংবাদ ১৩২
১২। পুস্তকাদি সমালোচনা ১৩৩
১৩। বামাগণের রচনা
প্রাচীন ও আধুনিক স্ত্রীশিক্ষার প্রভেদ ১৩৪
বর্ত্তমান ভারতনারীর দুর্দ্দশা (পদ্য) ১৩৭

ভাদ্র ১২৯১—সেপ্টেম্বর ১৮৮৪।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১৩৭
২। বামাবোধিনীর একবিংশ জন্মোৎসব ১৪০
৩। নারীজীবন ১৪৩
৪। সতী-মণ্ডপ ১৪৫
৫। প্রাণিতত্ত্ব ১৪৮
৬। বঙ্গের জলন্ত চিতা (পদ্য) ১৪৯
৭। বিব বুনিয়ান ১৫০
৮। দুই ভগ্নী ১৫৬
৯। "এ কি ?" ১৫৭
১০। পাকবিদ্যা ১৫৯
১১। ভয় ও মূর্খতার বংশাবলি ১৬১
১২। নূতন সংবাদ ১৬১
১৩। বামাগণের রচনা
পারিবারিক সুখ ১৬৫
১৪। English—Taru Dutt ১৬৯

আশ্বিন ১২৯১—অক্টোবর ১৮৮৪

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ১৭৩
২। আমাদিগের দেশের তিন অবস্থা ১৭৫
৩। সন্তান কি রত্ন ! ১৭৮
৪। ব্রহ্মদেশের বিবরণ ১৮২
৫। জারিণা কেথেরাইনের উইল ১৮৪
৬। উদাসীনী (পদ্য) ১৮৬
৭। বিড়ালজাতির আশ্চর্য্য বিবরণ ১৮৯
৮। সিন্দুর কৌটা (পদ্য) ১৯১
৯। কাকনিটজ দুর্গ ১৯১
১০। মূর্খতার বংশাবলী ১৯৩
১১। নূতন সংবাদ ১৯৬
১২। শুভ বিবাহোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ। ১৯৭
১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা ২০১
১৪। বামাগণের রচনা—গীতা ২০১
ঐ অজাবিলাপ ২০৪

কার্ত্তিক ১২৯১—নবেম্বর ১৮৮৪।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২০৫
২। বুদ্ধির দৌড় ২০৮
৩। স্ত্রীলোকদিগের কুস্তি করা উচিত কি না? ২১৩
৪। সতীমণ্ডপ ২১৭
৫। লীলাময়ী (পদ্য) ২১৯
৬। স্ত্রী-কবি ২২২
৭। উপন্যাস—কুললক্ষ্মী ২২৭
৮। বিজ্ঞান রহস্য ২৩২
৯। নূতন সংবাদ ২৩৩
১০। পুস্তকাদি সমালোচনা ২৩৩
১২। বামাগণের রচনা—
দাম্পত্য প্রণয় ২৩৫
আশা ২৩৫

অগ্রহায়ণ ১২৯১—ডিসেম্বর ১৮৮৪

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২৩৭
২। আয়ুষ্মতী রমণী ২৩৯
৩। উপন্যাস-কুললক্ষ্মী ২৪১
৪। অভাগার দুঃখের গান(পদ্য) ২৪৬
৫। সতীমণ্ডপ ২৪৮
৬। ক্ষেসারৎ বিবির সম্পত্তি ২৫২
৭। মহাকবি সেক্ষপীয়র ২৫৪
৮। স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে দুই এক কথা ২৫৯
৯। সৃষ্টিসোপান ২৬২
১০। প্রেম ২৬৪
১১। মার্জ্জার ২৬৫
১২। নূতন সংবাদ ২৬৭
১৩। বামাগণের রচনা
কেন এ জীবন? ২৬৮

পৌষ ১২৯১—জানুয়ারি ১৮৮৫।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ২৬৯
২। সতীমণ্ডপ ২৭২
৩। অষ্টবক্র (সচিত্র) ২৭৫
৪। সজীব ফটোগ্রাফি ২৭৮
৫। চন্দ্রালোকে (পদ্য) ২৮১
৬। বুঝিবার ভুল ২৮২
৭। ছুছুন্দরী ২৮৭
৮। টেলিগ্রাফ ২৮৯
৯। ইংরাজরমণীর শোভনগুণ ২৯৩
১০। লীলাময়ী (পদ্য) ২৯২
১১। নূতন সংবাদ ২৯৬
১২। বামাগণের রচনা
স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ২৯৭
সরমার প্রতি সীতা ২৯৮

মাঘ ১২৯১—ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩০১
২। প্রতিভা ৩০৩
৩। অষ্টবক্র জাতি ৩০৫
৪। শিশুবিনয়ন ৩০৮
৫। দেশ ভ্রমণ ৩১২
৬। লীলাময়ী (পদ্য) ৩১৮
৭। বঙ্গ মহিলাসমাজের উৎসব ৩২১
৮। সজীব ফটোগ্রাফি ৩২৬
৯। নূতন সংবাদ ৩২৭
১০। পুস্তকাদি সমালোচনা ৩২৮
১১। বামাগণের রচনা
নারীগণের অল্প শিক্ষা ৩২৯

ফাল্গুন ১২৯১—মার্চ্চ ১৮৮৫।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৩৩
২। শিশুবিনয়ন ৩৩৬
৩। মাজার ৩৪০
৪। ছবির কথা ৩৪২
৫। ব্রহ্মদেশ বৃত্তান্ত ৩৪৬
৬। লীলাময়ী (পদ্য) ৩৫৩
৭। দেশভ্রমণ ৩৫৫
৮। সজীব ফটোগ্রাফি ৩৫৮
৯। নূতন সংবাদ ৩৬০
১০। পুস্তকাদিসমালোচনা ৩৬১
১১। বামাগণের রচনা
নারীগণের অল্পশিক্ষা ৩৬১

চৈত্র ১২৯১—এপ্রেল ১৮৮৫।

১। সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৬৫

২। সতীমণ্ডপ—আদিরাণী ৩৬৭
৩। আফগানস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা ৩৭০
৪। আফগান জাতির বিভাগ ৩৭৪
৫। কাল-গণনা ৩৭৪
৬। লীলাময়ী (পদ্য) ৩৭৭
৭। বীরবল ৩৮০
৮। চিকিৎসা বিদ্যার্থিনীদিগের গৃহ ৩৮৩
৯। সজীব ফটোগ্রাফি ৩৮৫
১০। ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী (পদ্য) ৩৮৮
১১। নতন সংবাদ ৩৯০
১২। পুস্তকাদি সমালোচনা ৩৯২
১৩। ১২৯১ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র ৩৯২
১৪। ঐ বিষয়ানুসারে সূচীপত্র ৩৯৫

১২৯১ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রী জাতির উন্নতি।

নববর্ষ ১
স্ত্রীলোকদিগের কার্য্যক্ষেত্র ৭২
বামাবোধিনীর একবিংশ জন্মোৎসব ১৪০
স্ত্রীলোকদিগের কুস্তি করা উচিত কি না ? ২১৩
স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দুই তক কথা ২৫৯
বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব ৩২১
চিকিৎসাবিদ্যার্থিনীদিগের গৃহ ৩৮৩
১২৯১ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচীপত্র ৩৯২
ঐ বিষয়ানুসারে ৩৯৫

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

কুমারী তরুদত্ত ১৯
ঐ ৫২
ঐ (ইংরাজী) ৬৫
ঐ ১০১,১৬৯
সতীমণ্ডপ—রাধামণি দাসী ১১৩
ঐ বিরাজকুমারী ১৪৫
ঐ কৈলাসকামিনী ২১৭
ঐ রাজরাজেশ্বরী ২৪৮
ঐ চিত্রবহি ২৭২
ঐ আদিরাণী ৩৬৭
বিবি বুনিয়ান ১৫৩
অ যুষ্মতী রমণী ২৩৯
জারিণা কাথারাইনের উইল ১৮৪
মহারাণীর গ্রন্থ ১৫৫

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

সাধুজীবন ৫
আশাবতীর উপাখ্যান ১০
ঐ ৫৬
ঐ ৮৬
মাতার প্রভাব ৭৫
হৈমকীর্ত্তি ৭৯
সখিত্ব, প্রেম ও দেবভক্তি ৯৩
নারীজীবন ১০৮,১৪৩
হিন্দুনারীর ব্রতবিধান ১১৭
সন্তান কি রত্ন ? ১৭৮
শুভবিবাহোপলক্ষে কন্যার প্রতি উপদেশ ১৯৭
বুদ্ধির দৌড় ২০৬
স্ত্রী-কবি ২২২
প্রেম ২৪৬

৪। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

আর্লরাজার অপূর্ব্ব ইতিহাস ৪১
ব্রহ্মদেশ বিবরণ ১১০,১৮২,৩৭৬,
দেশ ভ্রমণ ৩১২,৩৫৬,
আফগানস্থানের বর্ত্তমান অবস্থা ৩৭০

আফগান জাতিবিভাগ ৩৭৪
কালগণনা ঐ

৫। বিজ্ঞান।

উদ্ভিদ জগৎ ১১
শংক ২৬
তাপ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা ১২৮
বিজ্ঞান রহস্য ২৩২
সৃষ্টি সোপান ২৬২
সজীব ফটোগ্রাফি ২৭৮,৩২৬,৩৫৮,৩৮৫
টেলিগ্রাফ ২৮৯

৬। উপন্যাস।

ডেসিডিমোনা ৭
কুললক্ষ্মী ৪৫,১২২,২২৭,২৪১
ঐ ৮৭
একি ? ১৫৭
প্রতিভা ৩০৩
ছবির কথা ৩৪২

৭। অদ্ভুত বৃত্তান্ত ও দেশাচার।

প্রাণিতত্ত্ব ১৪৮
বিড়ালজাতির বিবরণ ১৮৯,২৬৫,৩৪০
জন্ম ও মূর্খতার বংশাবলি ১৬১,১৯৩,
কাকনিট জ হ্রদ ১৯১
অষ্টবক্র ২৭৫,৩০৫
বুঝিবার ভুল ২৮২
ছুচুন্দরী ২৮৭

৮। পদ্য।

লীলাময়ী ২২,৮৫,১১২,২৯৫,৩১৮,৩৫৩,৩৭৮
সাহারা মরু ৫১
নিদাঘ মধ্যাহ্ন ১১৩
বঙ্গের অলন্ত চিতা ১৫১
দুই ভগ্নী ১৫৬
উদাসীন্য ১৮৩
সিন্দুর কৌটা ১৯১
অকাগার দুঃখের গান ২৪৬
চন্দ্রালোক ২৮১
ধ্যানে মগ্না গৃহস্থ রমণী ৩৮৮

৯। গৃহকর্ম্ম।

পাকবিদ্যা ২৯ ৯১,১২৫,১৫৯
ইংরাজ রমণীর শোভন গুণ ২৯৩
শিশু বিনয়ন ৩০৮,৩৩৬

১০। বিবিধ।

জজ দ্বারকানাথ মিত্র ৩৬
ঢোঁড়ারাম ১৩০
আমাদিগের দেশের তিন অবস্থা ১৭৫
কেলারং বিবীর সম্পত্তি ২৫২
মহাকবি সেক্সপিয়ার ২৫৭
বীরবল ৩৮০

১২। সাময়িক প্রসঙ্গ।

২,৩৩,৬৯,১০৫,১৩৭,১৭৩,২০৫,২৩৭,২৬৯,
৩০১,৩৩৩,৩৬৫

১৩। নূতন সংবাদ।

৩০,৬০,৯৭,১৩২,১৬৪,১৯৬,২৩৩,২৬৭,২৯৬,
৩২৭,৩৬০

১৪। সমালোচনা।

৩১,৬১,৯৭,১৩৯,২০৬,২৩৩,৩২৮,৩৬১

১৫। বামাগণের রচনা।

ব্যাকুলতা ৩৫
পরনিন্দা ৯৮
অনিত্য মরতি ৯৯
প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার প্রভেদ ১৩৪
বর্ত্তমান ভারতনারীর দুর্দ্দশা ১৩৬
পারিবারিক সুখ ১৬৫
গীতা ২০১
অজা-বিলাপ ২০৪
দাম্পত্য প্রণয় ২৩৫
আশা ২৩৫
কেন এ জীবন ? ২৩৮
স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ২৯৭
সরমার প্রতি সীতা ২৯৮
নারীগণের অন্ন শিক্ষা ৩২৯,৩৬১